মো: আদল খান
০১৮২১০৭৬০৭৩

২৯-০৯-২০১৮

প্রস্তুতির নিয়মাবলী

০১. যে বিষয়ে দূর্বলতা তার তালিকা করো।
০২. পরিশ্রম কি নিয়ে করবে? কোনো করবে? কিভাবে করবে?
০৩. সব বিষয়ে বেসিক ধারণা।
০৪. অ্যানালাইটিক অ্যাবিলিটি বাড়াও। গণিত ও ইংরেজি
০৫. সফলদের পোস্ট নিয়মিত পড়া। বিভিন্ন গ্রুপের ফাইল সেকশন দেখ।
০৬. যে সব বই বা পড়া হয়েছে তার তালিকা করো। যেনো শুক্রবার ওটা রিভিশন করা যায়।
০৭. যে কোন তথ্য বা অার্টিকেল মনোযোগ এর সহিত ধীরে পড়া।
০৮. বাংলা ও ইংররেজি সাহিতের ক্ষেত্রে ভাববে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন বা অামি নিজে লিখলে কি লিখতাম।
০৯. ব্যর্থতা থেকে শেখা। ব্যর্থতা বা ভুল লিখে রাখা।
১০. নো ফাকিবাজি। বেশি বেশি প্রশ্নের ধরণ দেখো।
১১. অপ্রয়োজনীয় পড়া বাদ।
১২. যতটুকু জানা অাছে তা যেনো সন্দেহ যুক্ত না হয়।
১৩. ৪-৫ টা রেফারেন্স বই পড়ার থেকে ১ টি গাইড বই রিভিশন খুব বেশি কাজের।
১৪. সাজিয়ে দ্রুত লিখা শিখবে।
১৫. বানান, শুদ্ধ অশুদ্ধ ভোকাবুলারি জোরে উচ্চারণ করে শিখবে। লিখবে বেশি। রিভিশন বেশি।
১৬. লেখার চর্চা বেশি।
১৭. ঘুমানোর অাগে সারাদিনের কাজ খাতায় লিখা।
১৮. যে কোন লিখার শুরু শেষ সহজ ও তথ্য বহুল হতে হবে।

ইংরেজি

০১. সহজ স্টাইলে নির্ভল লিখা।
০২. গ্রামারটিকাল এরর এবং বানানে সতর্কতা।
০৩. বেশি সংখ্যাক টপিবকের উপর অল্প জানাও কাজের।
০৪. লিখাতে রাজনৈতিক ও বিরোধপূর্ন লিখা নিষেধ।
০৫. ফ্লো চার্ট ছক গ্রাফ ব্যবহার করে শিখা
০৬. প্রতিদিন ই একটি বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম পড়া।
০৭. বাংলা হতে ইংরেজি ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ।
০৮. ব্যবসা, বানিজ্য পড়ালেখা, সামনের পাতা, অান্তর্জাতিক ইস্যু গুরুত্বপূর্ন।
০৯. নিজস্ব সাজেশন্স।

১০. লেখার সময় প্রাসঙ্গিক কিওয়ার্ড বা কি ফ্রেইস ঠিক করেতথ্য বহুল লেখা।
১১. বেশি করে সোর্স পড়তে হবে।
১২. ৮০% মানসিক দক্ষতা
২০% শারিরিক সক্ষমতা
বেশি স্টার্ডি
১৩. ফ্রাইডে ছাড়া বাকি সব দিন কঠোর কাজ।
১৪. এ ধরনের পড়া নিয়ে সফল ছাড়া কারো সাথে কথা বলোনা।
****
****
কোর্স প্ল্যান(বেলাল আহম্মেদ রাজু)
০১.টার্গেট হবে লিখিত।
০২. বেশি বেশি মডেল টেস্ট গণিত ও ইংরেজি স্পেশাল।
সিলেবাস অনুসারে পড়া।

০৩. সফল হবার মূলমন্ত্র পরিকল্পনা।
০৪. প্রতিটি বিসিএস কেই জীবনের শেষ বিসিএস মনে করা।
০৫. শিক্ষিত অথচ অসফল মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি।
০৬. বাবা মায়ের স্ত্রীর কথা মনে রাখা।
০৭. বিড়ালের মতন ১০০ বছর বাচার চেয়ে বাঘের মতন ১০ বছর বাচা উত্তম।
০৮. অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে ৭-৮ ঘন্টা পড়তে হবে।
০৯. মানুষ কখনো পরিকল্পনা করে ভুল করেনা। যা ভুল হয় তার পরিকল্পনার ভুল।
১০. ৯০% প্রার্থী হুজুগে আবেদন করে। ভয় পাবার কারণ নাই।
১১. পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিলে একজন প্রার্থী কখনোই লিখিত পরীক্ষায় ফেল করবেনা।
১২. নিজেকে প্রিলি পরিক্ষার্থী না ভেবে বিসিএস পরিক্ষার্থী ভাবা
১৩. বিজয়ীরা একই কাজ ভিন্নভাবে করে।
১৪. লিখিত এর মাঝেই প্রিলির ৭০%।
১৫. মানুষের মানসিকতা এবং আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

১৬. মূল বিষয় লিখিত পরীক্ষার স্কোর।
১৭. বিসিএস অনুতীর্নদের ৯৯% ই লিখিত ফেল।
১৮. সবচেয়ে হার্ডওয়ার্ক করে গাধা আর বনের রাজা হয় সিংহ।
****
০১. বাংলা - ২০০+৩৫

*** ৯ম-১০ম বাংলা ব্যাকরণ
*** লাল নীল দিপাবলী

***সৌমিত্র শেখর - বাংলা ভাষা ও জিজ্ঞাসা।
****

গণিত
০১. প্রতিদিন ১ ঘন্টা লিখিত গণিত।
০২. এক্সামের ১ মাস আগে শর্টকাট ফলো করা যেতে পারে।

*** ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ গণিত

*** পরীক্ষার ১ মাস আগে বিগত বছরের প্রশ্ন দেখা।
*** সানোয়ার হোসেন(বিসিএস সংক্ষিপ্ত গণিত)
*** আল আমিন হোসেন মুন্না মানসিক দক্ষতা।

****
ইংরেজি
০১. ভোকাবুলারি, ভোকাবুলারি,ভোকাবুলারি.....
০২. ক্লাস ১-১০ গ্রামার যথেষ্ট
০৩. কমন মিসটেকস ইন ইংলিশ।
০৪. লিটারেচারে ভাল নম্বর তোলা যায়।
০৫. লিখিত এর অধিকাংশ হবে অনুবাদ ও রচনা।
০৬. ১ ঘন্টা ইংরেজি পত্রিকা।

***** বই *****
01. How to read english news papers.
02. common mistakes in english
03. A handbook on english literature.

******** বাংলাদেশ/ আন্তর্জাতিক/ বিজ্ঞান/ সুশানন***
০১. যত চাপ কম নিবে তত পড়া ভাল হবে।
০২. সচেতন এবং চাপমুক্ত থাকবে
০৩. মানুষ চাপ নিয়ে ভালভাবে কাজ করতে পারেনা।
০৪. টার্গেট ১২৫/২৫ নম্বর।
এই সেকশনে বেশি নম্বর তেলা যায়।

★ বিসিএস প্রিলি, রিটেন, ভাইবা তিনটা কি ভিন্ন প্রস্তুতি?
অামি ৩টা ফরম্যাট একসাথে প্রস্তুতি নিতে চাই, সেক্ষেত্রে অামার করণীয় কি?
দারুণ প্রশ্ন।
ভাই, ৩ টার প্রস্তুতি প্রায় একই।

.

অাসলে প্রিলি, রিটেন, ভাইবাতে ৩ বার প্রায় একইরকম জিনিস ৩ ভাবে প্রেজেন্ট করেছে পরীক্ষকরা। সময়ের অপচয় না করে একবারেই পড়তে পারি অামরা। অাসলে দোষটা অামাদের অজ্ঞতার।

.....

প্রমাণ চান৷ অাসেন। ব্যাখ্যা করি।

.

★ প্রিলিতে ২০০ নম্বর
★ রিটেনে ৯০০ নম্বর
★ ভাইবাতে ২০০ নম্বর

.....

★ প্রিলিতে চান্স মার্ক ১২০
★ রিটেনে পাস নম্বর ৪৫০ (৫০% এ পাস হিসেব করলে), ৬০০ পেলে অাপনি পররাষ্ট্র অাশা করতে পারেন।
★ ভাইবাতে পাস মার্কস ৪০% মানে ৮০, সাধারণত ১২০-১৩০ মোটামুটি পারলেই এসে যায়।

.....

এখন অামি দেখাবো বিষয়ভিত্তিক প্রিলি, রিটেন, ভাইবার মিল-অমিল।
কোচিং করে জানতে অাপনার ৬ মাস লাগবে এসব। তাও ক্লিয়ার হবেন না।

.....

★ বিষয়ঃ বাংলা
- Preli তে বাংলা ভাষায় ৩৫ নম্বর (ভাষা ও সাহিত্য)
- Written এ বাংলা ভাষায় ২০০ নম্বর।
(যারা শুধু টেকনিকাল ক্যাডার চয়েস দিছেন তাদের বাংলা রিটেন ১০০ নম্বর, জেনারেল ও বোথ ক্যাডারের বাংলা ২য় পত্র অতিরিক্ত ১০০ যোগ হবে)
বাংলায় লিখিত অংশ যেটা প্রিলির পড়ার অতিরিক্ত পড়তে হয় সেটা হলো কিছু ব্যাকরণ ভিত্তিক পড়া, এক কথায় উত্তর। এক কথায় উত্তরগুলো অাপনার প্রিলির পড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই প্রিলির প্রস্তুতির সময়ই এ অংশ দেখে রাখতে পারেন।
ভাবসম্প্রসারণ, সারমর্ম অাপনার এমনিই ছোটবেলার শিক্ষা। এ অংশ এমনি পারবেন।

যাদের বাংলা ২য় ১০০ দিতে হচ্ছে তাদের অতিরিক্ত অাসছে গ্রন্থ সমালোচনা। সেটা অাপনি চাইলে প্রিলির সময়ও পড়তে পারেন, পরেও নিতে পারবেন। বাকিগুলো যেমনঃ রচনা, সংলাপ, পত্রিকা উপযোগী পত্র, অনুবাদ এগুলো অাপনার এমনিতেই পূর্বোভিজ্ঞতা অাছে। খুব নতুন হবে না।
তাহলে অাপনার বাংলার প্রস্তুতির জন্য প্রিলির সাথে রিটেনের জন্য পড়ে ফেলতে পারেন #এক কথায় উত্তর ও #গ্রন্থ সমালোচনা।
- Viva এর বাংলার অংশের অালাদা কোনো প্রস্তুতি নাই, অাপনি প্রিলির জ্ঞান নিয়েই দিতে পারবেন।

.....

★ বিষয়ঃ ইংরেজী
- Preli তে ইংরেজি ভাষায় ৩৫ নম্বর (ভাষা ও সাহিত্য)
- Written এ ইংরেজি ভাষায় ২০০ নম্বর।
১ম পত্রে একটা Comprehension থাকে, ঐটা থেকেই ১০০ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়। প্রিলির প্রস্তুতির সময় রিটেনের এ অংশের জন্য অাপনি অাপনার Vocabulary বাড়াতে পারেন, মানে প্রিলির সময় অনেক Synonym-Antonym পড়ুন। রিটেনে ও প্রিলি ২ টাতেই কাজে দিবে।
২য় পত্রে একটা রচনা অাসে ৫০ নম্বরের। ঐটা না হয় রিটেনের সময়ই পড়বেন। কিন্তু বাংলা-ইংরেজি অার ইংরেজি-বাংলা অনুবাদ অংশে (২৫+২৫=৫০) নম্বরের প্রস্তুতি অাপনি প্রতিদিন ২-১ টা অনুবাদ প্র্যাকটিস করে প্রিলির সময় থেকে চালিয়ে যেতে পারেন। এতে অাপনার Vocabulary তেও হেল্প হবে।
তার মানে দাঁড়ালো ইংরেজি অংশে অাপনি প্রিলির পাশাপাশি রিটেনের প্রস্তুতি সহায়ক হিসেবে #Synonym-Antonym অার #অনুবাদ অংশের Practice টা চালিয়ে যাবেন।
- ভাইবাতে ইংরেজি উচ্চারণ, বলার কৌশল রপ্ত করার জন্য প্রতিদিন কিছু সময় ইংরেজি সংবাদ দেখার অভ্যাস গড়তে পারেন।

.....

★ বিষয়ঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলি
- প্রিলিতে ৩০ নম্বর
- রিটেনে ২০০ নম্বর
রিটেনে সাম্প্রতিক অংশ থেকে বেশি প্রশ্ন অাছে। তাই অাপনি যদি সাম্প্রতিক অংশ প্রিলির জন্য পড়ার সময় ব্যাখ্যামূলক জেনে যান তাহলে রিটেনের অালাদা প্রস্তুতি বলে কিছু থাকে না।

.
অার বাংলাদেশের ১৯৪৭-বর্তমান সময়ের ইতিহাস প্রিলির সময় অাপনার ভালো জানা হয়ে যায় তাহলে অাপনি রিটেনে ৩০-৪০ নম্বর সহজেই তুলে ফেলতে পারবেন।
সংবিধান অংশ থেকে প্রিলিতে ৪-৫ টা প্রশ্ন, রিটেনে ৩০-৪০ নম্বর সবসময় বরাদ্দ থাকে। সেক্ষেত্রে অাপনি প্রিলির প্রস্তুতির সময়ই সংবিধানটা ভালোভাবে ঝালিয়ে নিলে রিটেনের অালাদা কিছু থাকে না।
এছাড়া বাংলাদেশ যেসব অাঞ্চলিক সংগঠনে যুক্ত অাছে (SAARC, BIMSTEC) এসব টপিক থেকেও প্রত্যেক বিসিএস রিটেনে প্রশ্ন সংযোজন করা হয়।

তাহলে দাঁড়ালো #সাম্প্রতিক বাংলাদেশ, #মুক্তিযুদ্ধ, #সংবিধান অাপনি প্রিলির সময় রিটেন উপযোগী করে ভালভাবে পড়ে নিতে হবে।

- Viva তেও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান- এই ৩ টা থেকেই অাপনাকে সব জিজ্ঞাসা করবে। বিশ্বাস করেন অার কিছু নাই।

.....

★ বিষয়ঃ অান্তর্জাতিক বিষয়াবলী

- প্রিলিতে ২০ নম্বর
- রিটেনে ১০০ নম্বর

এ অংশে অাপনি প্রিলি পড়ার সময় রিটেনের জন্য ৪ ধরণের তথ্যের বিস্তারিত অতিরিক্ত যোগ করবেন-

১. অান্তর্জাতিক #সংস্থাগুলোর বিস্তারিত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিচালনা, ভূমিকা।

২. #মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, সবচাইতে অালোচিত বিষয়গুলো, সংকট-সমাধান।

৩. দক্ষিণ #এশিয়া, #দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, বর্তমান পরিস্থিতি, সংকট, সমাধান।

৪. বিশ্বের #পরাশক্তিগুলোর (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি) বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ অালোচনা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বৈঠক।

- একই পড়াগুলোর অাপনার ভাইভাতেও ১০০% কাজে দিবে। নতুন কিছুই নাই।

.....

★ গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

- প্রিলিতে ১৫+১৫= ৩০ নম্বর
- রিটেনে ১০০ নম্বর

এ অংশে অাপনি প্রিলির প্রস্তুতিটাই বুঝে বুঝে নেন। প্রিলি ও রিটেনের এ অংশে মূল পার্থক্য হলো প্রিলির ম্যাথগুলো ছোট অাকারের হয়, অাপনি একটু মাথা খাটিয়ে One Step এই হয়ে যাবে। রিটেনের ম্যাথগুলো অাকারে একটু বড়ো হয়। Two-Three Steps ম্যাথ।

মানসিক যুক্তি অংশ প্রিলি রিটেন দুই অংশেই MCQ টাইপ। তাই একভাবে করলে ২ প্রস্তুতিই শেষ।

.....

★ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- প্রিলিতে সাধারণ বিজ্ঞান ১৫ নম্বর, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ১৫ নম্বর
- রিটেনে ১০০ নম্বর

এ অংশ সাধারণত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্যই তুলনামূলক সহজ হয়। এ অংশ অাপনি অালাদা প্রস্তুতি নিতে পারেন, মানে প্রিলি শেষ করে তারপর রিটেনের জন্য পরেও পড়ে নিতে পারেন।

.....

★ কোচিং এর ভূমিকা কি?

এটা সম্পূর্ণ অাপনার নিজের উপর।

অাপনি যদি কারো অনুশাসনের মধ্যে থেকে পড়া গুছাতে অভ্যস্ত হন তাহলে অবশ্যই অাপনার জন্য কোচিং প্রয়োজন।

এছাড়াও কোচিংয়ে অাপনি প্রতিদিন একটা প্রশ্নে পরীক্ষা দেবার মাধ্যমে মান যাচাই হয়, রেগুলারিটি থাকে। ঘরে বসেও অাপনি মডেল টেস্ট নিজে দিতে পারেন। এরকম বইও বাজারে Available অাছে। ব্যপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবে এটা জেনে রাখা ভালো প্রত্যেক BCS এ ২৫-৩০% শিক্ষার্থী কিন্তু কোচিং ছাড়াই চান্স পাচ্ছে।
শুভকামনা রইলো।
ডাঃ মাসউদ জাহান
সিলেট মেডিকেল কলে

সময় বাড়ল বলেই যে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করতে হবে-----
বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য হাতে সময় আছে প্রায় ৩ মাস। প্রিলি হল স্রেফ পাস করার পরীক্ষা, জাস্ট রিটেন দেয়ার পাসপোর্ট। এর কাছে ওর কাছে শুনে অন্ধের মতো না পড়ে একটু বুঝেশুনে প্রিপারেশন নিলে প্রিলিতে ফেল করা সত্যিই কঠিন। এবার প্রিলি দিচ্ছেন প্রায় আড়াই লাখ ক্যান্ডিডেট। পিএসসি বলেছে, এই সংখ্যাটা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। আপনারা যারা সত্যি সত্যি প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দেবেন, আপনাদের কম্পিটিটর খুব বেশি হলে ২৫ হাজার ক্যান্ডিডেট। বাকিরা কেউ ঠিকভাবে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয় না। এই কথাটা বুঝেশুনেই বলছি। তাই ওই সংখ্যাটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। অবশ্য কিছু ক্যান্ডিডেট প্রিলি পাস করবেন 'ঝড়ে বক মরা'র মতো। এদের অনেকেই ক্যাডারও হয়ে যাবেন। ওদের প্রিপারেশন নাই, এই কথাটা ঠিক না। ওদের প্রিপারেশন আপনার আমার চাইতেও বেশি। সাধারনত ওদের বেসিক অনেকবেশি ভালো হয়। সেই অর্থে ওদের প্রিপারেশন ১০ বছরের! ওদের কথা মাথায় এনে লাভ নেই। আমি মনে করি, এই ৩ মাসে ঠিকভাবে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ঠিকমতো পড়াশোনা করলে অন্তত ২বার প্রিপারেশন নেয়া সম্ভব। প্রিলি পরীক্ষা যেহেতু স্রেফ পাস করার পরীক্ষা, সেহেতু প্রিলি পরীক্ষাকে একটা ছকে ফেলে দিতে পারলে, প্রিলিতে ফেল করা সত্যিই কঠিন। এক্ষেত্রে সবকিছু পড়ে বেশি খুশি হওয়ার অভ্যেস বাদ দিতে হবে। কী কী পড়বেন, সেটা ঠিক করার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল, কী কী বাদ দিয়ে পড়বেন সেটা ঠিক করা। যাকিছুই পড়ুন না কেন, আগে ঠিক করে নিন, সেটা পড়া আদৌ দরকার কিনা। চাকরি পেয়ে গেলে জ্ঞানী হওয়ার জন্য ৩০ বছরের মতো সময় পাবেন; এতোটাই জ্ঞানী, জ্ঞান রাখার জায়গা পাবেন না। জ্ঞান অর্জন করলে জ্ঞানী হবেন আর মার্কস অর্জন করলে ক্যাডার হবেন, এটা মাথায় রাখুন। সিভিল সার্ভিস নিয়ে আপনার যে প্রচণ্ড ইচ্ছে আর আবেগ সেটার সাথে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি যোগ করলেই হয়ে যাবে, যেটাকে আমরা বলি, ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স। এই সময়টাতে আপনি যা যা করতে পারেনঃ
প্রথম দেড় মাস প্রিলি + রিটেন পরীক্ষার জন্য একসাথে প্রিপারেশন নিতে পারেন। ২-১ সেট রিটেনের গাইড বই কিনে ফেলুন। প্রতিদিনের পড়ার মোট সময়ের এক-তৃতীয়াংশ সময় রিটেনের জন্যে দেবেন। তবে, রিটেনের সব পড়া না পড়ে ২ ধরণের পড়া এইসময়ে রেডি করে রাখতে পারেন। এক। যে যে অংশগুলো প্রিলির সিলেবাসের সাথে মিলে, সেগুলো পড়ে ফেলুন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা, শর্ট নোটস্, ব্যাকরণ সহ আরোকিছু অংশ পড়ে ফেলতে পারেন। দুই। যেসব সেগমেন্টে ক্যান্ডিডেটরা সাধারণতঃ কম মার্কস্ পায় কিন্তু বেশি মার্কস্ তোলা সম্ভব, সেগুলো নির্ধারণ করুন এবং নিজেকে ওই সেগমেন্টগুলোতে ভালোভাবে প্রস্তুত করে কম্পিটিশনে আসার চেষ্টা করুন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা, শর্ট নোটস্, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ, অনুবাদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভালোভাবে পড়ুন। এই সময়ে বড় প্রশ্ন পড়ার কোনো দরকার নেই।

সময় বাড়ল বলেই যে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নাই। আপনি আম খাওয়ার আগে আমের বৈজ্ঞানিক নাম জেনেও আম খেতে পারেন। কোনো সমস্যা নাই। তবে আমি মনে করি, আগে আম খেয়ে নিয়ে পরে আমের বৈজ্ঞানিক নাম জেনে নেয়াটা ভালো। যদি আমের চৌদ্দগুষ্ঠির খবর নিতে গিয়ে আম খাওয়াটাই না হয়, তাহলে তো বিপদ! যা যা পড়া দরকার, সেগুলো পড়ে শেষ করতেই বারোটা বাজে, আজাইরা ফালতু জিনিসপত্র পড়ার টাইম কোথায়?
বাইরে ঘুরে ঘুরে না পড়ে বইপত্র গাইডটাইড কিনে বাসায় বেশি বেশি সময় দিন। আমি মনে করি, পড়াশোনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজের কাছে। আপনি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকলেন, খুশি হয়ে গেলেন অনেককিছু পড়ে ফেললেন ভেবে, কিন্তু যা যা দরকার তা তা পড়লেন না, এর চাইতে বাসায় ৪ ঘণ্টা ঠিকভাবে পড়ে বাকি সময়টা গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘোরাঘুরি করা কিংবা স্রেফ ঘুমানোও অনেক ভালো। মনমেজাজও ভালো থাকবে। বাইরে যতই ঘুরবেন, ততই আপনার চাইতে বেশি পণ্ডিত লোকজনের সাথে দেখা হবে, আর মেজাজ খারাপ হবে। আপনার মেজাজ খারাপ করে দেয়া লোকজন সবাই যে প্রিলি পাস করবেন, তা কিন্তু কিছুতেই না! আমি মনে করি, সাকসেস ইজ অ্যা সেলফিশ গেম! 'টুগেদার উই বিল্ড আওয়ার ড্রিমস' এটা ভুলে যান। লাইফটা তো আর ডেসটিনি কোম্পানি না। বাসায় বেশি বেশি সময় দিন।
নিজেকে যাচাই করার জন্য জব সল্যুশন সলভ করার পাশাপাশি মডেল টেস্টের গাইড থেকে বেশি বেশি মডেল টেস্ট দিন। যত বেশি প্রশ্ন সলভ করবেন, ততই লাভ।
আপনাদের শুভকামনায়
সুশান্ত পাল
Assistant Director at Government of the People's Republic of Bangladesh

জীবন আপনার, সিদ্ধান্ত আপনার
• জীবন আপনার, সিদ্ধান্ত আপনার; নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হয়। (সিদ্ধান্তে আসার গল্প)
• জীবনকে জীবনের মতো চলতে দিন।
• একটা লক্ষ্যে পৌছানো, ফোকাস ঠিক রাখা।
• ভালো ক্যারিয়ারে ৪টা বিষয় থাকেঃ Financial security, Social status, space and opportunity to show your potentiality, Time to spend earned money.
• টেকনিক, পরিশ্রম এর সাথে আবেগ-ভালোবাসাটা থাকা বেশি দরকার; Gf-Bf এর গল্প
• Over thinking করবেন না, নিজের উপর pressure create নয়।
Why Bangladesh Bank as a Career?
• Professional and friendly working atmosphere
• Working in a regulatory body

• Financial security: a. Moderate salary

b. Loan facilities within 3 years

• Job security

• Social status

• Opportunity for higher studies

a. Scholarship: AusAid, JDS, ……

b. Study at IBA, BIBA, Development Studies,

Economics (DU) at bank cost

• Foreign training and tour

Recruitment Process

• Fair and transparent

• Promotion: 'Assistant Director' to 'Executive Director' (Usually)

…… to Deputy Governor, Governor (Special)

• Preliminary and Written Viva-voce

Overcoming Preliminary and Written Stage

• ১০% লোকও seriously exam দেয় না।

• সব পড়ার দরকার কি? জানতে হবে কি বাদ দিতে হবে।

• চাকুরির জন্য পড়ুন; চাকুরি হয়ে গেলে যত ইচ্ছা পন্ডিত হতে পারবেন।

• নিজের শক্তি, দূর্বলতা আপনিই ভালো জানেন। শক্তিকে জালাই করুন, দূর্বলতা ধাপে ধাপে কাটিয়ে তুলুন।

• Preli: 100 marks (Math, English, Bangla, Computer, General Knowledge,

• Analytical Ability and Critical Reasoning)

• Give more focus on Math, English vocabulary type issues (Basic and GRE book)

• Solve bank questions of previous years

• Written: 200 marks (Math, Translations both in English and Bangla, Short Essay

• in English, Short Essay in Bangla, Question answer from

• passage, Critical Reasoning/Argument)

• Math must (basic and GRE book)

• Solve bank questions of previous years

• Short Essay: Data, constructive information and presentation matter

• Critical Reasoning: Economic related topics; relevant and logical proposition

• Keep separate 'khata' for data and information, Newspaper: Financial Express

• কিছু টপিক ধরে free hand এ লেখার চেষ্টা করুন।

Road to Viva-voce

• Marks: 25
• Formal dress up, positive attitude, eye contact
• Academic knowledge, Recent issues and Economic concepts
• Be prepared for some common questions!!!!
• Language skill: both Bangla and English
• Effective Techniques: Positive control, Convincing capacity
• Viva is not test cricket, it is T20 - Confidence is the only key
• Bank website দেখা; ভাইভার আগের ১৫ দিনের পত্রিকা পড়া।
• যেকোনো ভাইভায়, সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক হোক, বিসিএস হোক, কিংবা অন্য কোথাও হোক, সাধারনত তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকেঃ
ক। কিছু সাধারন প্রশ্ন (in English or Bangla); যেমনঃ
১। Describe yourself
২। Why do you want to join this service?
৩। What is the relationship between this job and your academic discipline?
৪। How will you be competent in the job?
৫। What are your positive and negative side?
৬। About your Family, District, Institutions etc
এমন প্রশ্নের উত্তরগুলো হতে হবে সঠিক নিয়মে, গতানুগতিক এ প্রশ্নগুলোর উত্তর গতানুগতিক হলে চলবে না। তাই উত্তরগুলো আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে, কিছুটা Unique উত্তর ভাইভা বোর্ড পছন্দ করে।
খ। নিজ subject related প্রশ্ন।
এজন্য নিজ subject-এর basic concepts, fundamental issues, main focusing, recent development/current affairs গুলো ভালোমত জেনে রাখতে হয়। অনেকে প্রস্তুতির সময় এদিকে কম মনোযোগ দেয়- ভাবে আমার subject আমিতো পারবোই, আবার অনেকে ভাবে আমার subject নিয়ে কি প্রশ্ন করবে, তারা (ভাইভা বোর্ড) কিবা জানে এই subjectটির। এমন ভাবলেন তো গেলেন- নিজের পায়ে নিয়ে কুড়াল মারলেন আর কি।
প্রতিটি ভাইভা বোর্ড-এ multidisciplinary লোকজন থাকে। তারা কেও নাকেও আপনার subject নিয়ে standard প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত আছেন। এছাড়া ভাইভা বোর্ড-এ সাধারনত আপনার উত্তরের ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন করা হয়। সুতরাং আপনার উত্তর থেকেই বোর্ড প্রশ্ন খুঁজে নিবে। ভাইভাতে সবচেয়ে নেগেটিভ দিক হচ্ছে নিজ subject related প্রশ্ন-এর উত্তর দিতে না পারা। আমি এমন একজনকে চিনি যে আমাদের সময় বাংলাদেশ বাংকের ভাইভাতে শুধুমাত্র নিজ subject related প্রশ্ন-এর উত্তর দিতে না পারার কারনে ফেল করেছে, ফলে তার হওয়ার মত চাকুরিটি হয় নি। সুতরাং নিজ subject related প্রশ্নের বিষয়ে সাধু সাবধান!!!
গ। Cadre related (বিসিএস এর ক্ষেত্রে)/ জব related প্রশ্ন
আপনি যে চাকুরির জন্য ভাইভা দিচ্ছেন সে related প্রশ্নের জন্য তৈরি থাকতে হয়। বিসিএস এর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথম ও ২য় চয়েজ থেকে প্রশ্ন করা হয়। ব্যাংকের ভাইভাতে Economic terms, concepts such as bank rate, fiscal policy,

monetary policy, GDP, GNP, economic growth & development etc, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিক্রমায় recent economic realities এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রশ্ন করে থাকে।
এছাড়া সাম্প্রতিক আলোচিত ঘটনাপ্রবাহ (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, পাকিস্তান আমল থেকে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা রাখতে হয়।
এ তিন প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার capacity-র সাথে যদি থাকে আপনার কনফিডেন্স, ইতিবাচক মনোভাব ও প্রকাশভাব, এবং ভাইভা বোর্ড-কে Positive control, Convincing করার ক্ষমতা, তাহলে জয় আপনার সুনিশ্চিত।
At the End
• বড় টার্গেটকে ছোট করে নিন, নিজেকে পুরস্কৃত করুন।
• সারাক্ষণ পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই; জাস্ট বেসিকটা improve করার চেষ্টা করুন।
• একাডেমিক ভালো করা আর ক্যারিয়ারে ভালো করা এক কথা না।
• আত্মবিশ্বাসটা থাকাটা জরুরী, আমাকে দিয়ে হবে না, আমি পারবোনা এমন ভাবনা আজ থেকে, এখন থেকে মন থেকে বিদায় দিয়ে দিন।
• নৈরাশ্যবাদী লোকদের অন্তত ১ বছর এড়িয়ে চলুন
• Inner motivation is important.
• শেষ কথা, “Don’t limit your challenges, Challenge your limits
সৌজন্যে >> সুশান্ত পাল ,সহকারী করকমিশনার, ৩০তম বিসিএস এ ১

সিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য একনজর
সুশান্ত পাল।
৩০তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম

.আমি লেখাটি যাঁদের ‘প্রস্তুতি নেই’, ‘মোটামুটি’ ও ‘ভালো না’—এই তিন ধরনের পরীক্ষার্থীর জন্য লিখেছি। বাকিরা এড়িয়ে যেতে পারেন। এই এক সপ্তাহের ঘুমকে যদি কিছুটা ‘গুডবাই’ বলতে পারেন, তবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করে যেতে পারবেন। যে চাকরি পেয়ে অন্তত ৩০ বছর আরাম করবেন, সেটার জন্য ছয় রাতের ঘুম হারাম করতে পারবেন না!
আপনার তো স্রেফ পাস করে একটা ‘ইয়েস কার্ড’ পেলেই চলে।
এ লেখাটি পড়ার পর থেকে আগামী ৩ মার্চ ‘মধ্যরাত’ পর্যন্ত যা করতে পারেন
১. প্রশ্ন ব্যাংক থেকে আগের বছরের বিসিএসের প্রশ্নোত্তরগুলো আরেকবার দেখে নিন।
২. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সামনে রেখে কিছু সাধারণ জ্ঞানের ম্যাগাজিন বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। পড়ে ফেলুন।
৩. যেকোনো ভালো একটা ডাইজেস্ট থেকে প্রশ্নোত্তরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিন।
৪. জব সলিউশন আগে পড়া থাকলে যতবার সম্ভব, ততবার দ্রুত রিভিশন দিন।
৫. যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই, সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। খুঁজে না পেলে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট

করবেন না। সব প্রশ্ন পারার কী দরকার? একটা কঠিন প্রশ্নেও যে নম্বর, সহজ প্রশ্নেও সেই একই নম্বর।
৬. এ সময়ে গাইড বইয়ের প্রশ্নোত্তর উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন, কিন্তু রেফারেন্স বই পড়বেন না।
৭. সম্ভব হলে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে বাসায় সময় দিন। এ সময়ে পেপার পড়ে, খবর শুনে কোনো লাভ নেই।
৮.আগে যা যা পড়েছেন, সেগুলো আরেকবার দেখে নিন। শেষ মুহূর্তে পড়া জিনিস বেশি মনে থাকে।
৯. কে কী পারেন, আপনি কী পারেন না—এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আপনি কী পারেন, সেটা নিয়ে ভাবুন। বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রায়ই 'অতি পণ্ডিত' লোকজনও ফেল করে!
৪ মার্চ সকাল থেকে ৫ মার্চ রাত আটটা পর্যন্ত যা করতে পারেন
১. মডেল টেস্টের দু-একটা গাইড থেকে দ্রুত যত সম্ভব, তত টেস্ট দিন। অন্য কাজ বাদ দিয়ে টার্গেট নিয়ে এ কাজটি করুন।
২. আগের পাঁচ দিন যা যা দাগিয়ে পড়েছেন, সেগুলো মন দিয়ে দ্রুত রিভিশন দিন।•
৩. কিছু কঠিন প্রশ্ন থাকে, যেগুলো বারবার পড়লেও মনে থাকে না৷ সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা বাদ দিন৷ কারণ, এ ধরনের একটি প্রশ্ন আরও কয়েকটি সহজ প্রশ্নকে মাথা থেকে বের করে দেয়।
.আরও কিছু কথা
সব প্রশ্নের উত্তর করতে যাবেন না ভুলেও, কিছু কিছু কঠিন আর বিভ্রান্তিকর বা গোলমেলে প্রশ্ন ছেড়ে দেওয়ার উদারতা দেখান। তবে মাথায় রাখুন, ১২টি প্রশ্ন ছেড়ে শূন্য পাওয়ার চেয়ে ছয়টি সঠিক করে তিন পাওয়া অনেক ভালো। এ ধরনের পরীক্ষাগুলোয় ভালো করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির চেয়ে আত্মবিশ্বাস বেশি কাজে লাগে৷ প্রশ্নে দু-একটা ছোটখাটো ভুল থাকতেই পারে৷ এটা নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু নেই৷
বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত নয়টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন৷ দুই ঘণ্টা মাথা ঠিক রাখার জন্য দারুণ একটা ঘুম অনেক সাহায্য করে৷ পরীক্ষার দিন সকালে আপনি যা যা ভালো পারেন, শুধু সেগুলোয় একটু অতিদ্রুত চোখ বুলিয়ে নিন। রাস্তায় কিছুই পড়ার প্রয়োজন নেই৷ টেনশন থাকবেই। পরীক্ষার আগে টেনশন করাটাও একটা সাধারণ ভদ্রতা! পরীক্ষার দিন সকালে বাসায় কিংবা রাস্তায় কিছুই পড়ার প্রয়োজন নেই৷ দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন৷ আত্মবিশ্বাস রাখুন৷ রাস্তায় যানজট থাকতে পারে, তাই হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বাসা থেকে রওনা হবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনাদের জন্য শুভকামনা

সিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য একনজর
সুশান্ত পাল।
৩০তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম

.আমি লেখাটি যাঁদের 'প্রস্তুতি নেই', 'মোটামুটি' ও 'ভালো না'—এই তিন ধরনের পরীক্ষার্থীর জন্য লিখেছি। বাকিরা এড়িয়ে যেতে পারেন। এই এক সপ্তাহের ঘুমকে যদি কিছুটা 'গুডবাই' বলতে পারেন, তবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করে যেতে পারবেন। যে চাকরি পেয়ে অন্তত ৩০ বছর আরাম করবেন, সেটার জন্য ছয় রাতের ঘুম হারাম করতে পারবেন না!

আপনার তো স্রেফ পাস করে একটা ‘ইয়েস কার্ড’ পেলেই চলে।

এ লেখাটি পড়ার পর থেকে আগামী ৩ মার্চ ‘মধ্যরাত’ পর্যন্ত যা করতে পারেন

১. প্রশ্ন ব্যাংক থেকে আগের বছরের বিসিএসের প্রশ্নোত্তরগুলো আরেকবার দেখে নিন।

২. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সামনে রেখে কিছু সাধারণ জ্ঞানের ম্যাগাজিন বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। পড়ে ফেলুন।

৩. যেকোনো ভালো একটা ডাইজেস্ট থেকে প্রশ্নোত্তরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিন।

৪. জব সলিউশন আগে পড়া থাকলে যতবার সম্ভব, ততবার দ্রুত রিভিশন দিন।

৫. যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই, সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। খুঁজে না পেলে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করবেন না। সব প্রশ্ন পারার কী দরকার? একটা কঠিন প্রশ্নেও যে নম্বর, সহজ প্রশ্নেও সেই একই নম্বর।

৬. এ সময়ে গাইড বইয়ের প্রশ্নোত্তর উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন, কিন্তু রেফারেন্স বই পড়বেন না।

৭. সম্ভব হলে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে বাসায় সময় দিন। এ সময়ে পেপার পড়ে, খবর শুনে কোনো লাভ নেই।

৮.আগে যা যা পড়েছেন, সেগুলো আরেকবার দেখে নিন। শেষ মুহূর্তে পড়া জিনিস বেশি মনে থাকে।

৯. কে কী পারেন, আপনি কী পারেন না—এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আপনি কী পারেন, সেটা নিয়ে ভাবুন। বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রায়ই ‘অতি পণ্ডিত’ লোকজনও ফেল করে!

৪ মার্চ সকাল থেকে ৫ মার্চ রাত আটটা পর্যন্ত যা করতে পারেন

১. মডেল টেস্টের দু-একটা গাইড থেকে দ্রুত যত সম্ভব, তত টেস্ট দিন। অন্য কাজ বাদ দিয়ে টার্গেট নিয়ে এ কাজটি করুন।

২. আগের পাঁচ দিন যা যা দাগিয়ে পড়েছেন, সেগুলো মন দিয়ে দ্রুত রিভিশন দিন।•

৩. কিছু কঠিন প্রশ্ন থাকে, যেগুলো বারবার পড়লেও মনে থাকে না। সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা বাদ দিন। কারণ, এ ধরনের একটি প্রশ্ন আরও কয়েকটি সহজ প্রশ্নকে মাথা থেকে বের করে দেয়।

.আরও কিছু কথা

সব প্রশ্নের উত্তর করতে যাবেন না ভুলেও, কিছু কিছু কঠিন আর বিভ্রান্তিকর বা গোলমেলে প্রশ্ন ছেড়ে দেওয়ার উদারতা দেখান। তবে মাথায় রাখুন, ১২টি প্রশ্ন ছেড়ে শূন্য পাওয়ার চেয়ে ছয়টি সঠিক করে তিন পাওয়া অনেক ভালো। এ ধরনের পরীক্ষাগুলোয় ভালো করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির চেয়ে আত্মবিশ্বাস বেশি কাজে লাগে। প্রশ্নে দু-একটা ছোটখাটো ভুল থাকতেই পারে। এটা নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু নেই।

বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত নয়টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন। দুই ঘণ্টা মাথা ঠিক রাখার জন্য দারুণ একটা ঘুম অনেক সাহায্য করে। পরীক্ষার দিন সকালে আপনি যা যা ভালো পারেন, শুধু সেগুলোয় একটু অতিদ্রুত চোখ বুলিয়ে নিন। রাস্তায় কিছুই পড়ার প্রয়োজন নেই। টেনশন থাকবেই। পরীক্ষার আগে টেনশন করাটাও একটা সাধারণ ভদ্রতা! পরীক্ষার দিন সকালে বাসায় কিংবা রাস্তায় কিছুই পড়ার প্রয়োজন নেই। দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন। আত্মবিশ্বাস রাখুন। রাস্তায় যানজট থাকতে পারে, তাই হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বাসা থেকে রওনা হবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনাদের জন্য শুভকামনা

৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণঃ
সুশান্ত পাল
সম্মিলিত জাতীয় মেধায় ১ম , ৩০তম বিসিএস

কখগঘ এই সিরিয়ালটা বাম থেকে ডানে না দিয়ে উপরেনিচে দেয়াতে অনেক ক্যান্ডিডেটেই অন্তত ৩-৪টা জানা প্রশ্নের উত্তর ভুল দাগিয়েছে। পিএসসি এই সাইকোলজিক্যাল গেমটা খেলবে, এটা কেউই ভাবতে পারারও কথা না। এরকম একটা প্রশ্নে ০.৫ নম্বরও অনেক! আপনি এই ধরাটা খেয়ে থাকলে নিজেকে 'ইউনিক' ভাবার কোনো কারণই নাই।
প্রশ্নটি 'এসো নিজে করি' টাইপ কোনো প্রশ্ন না। তাই, আমি নিশ্চিত পরীক্ষার হলে পিন না শুধু, পালকপতনের নিস্তব্ধতা ছিল। কথা বলে লাভ না থাকলে তো প্রয়োজনে 'ভুল বৃত্ত' ভরাট করাও তো ভাল।
কোচিং সেন্টার আর গাইডবই পড়েটড়ে তেমন কোনো কাজই হবে না, যদি না নিজের 'হেডঅফিসে' কিছু থাকে। যা কিছু সঞ্চয় করেছেন, তার চাইতে বেশি কাজে লেগেছে, যা কিছু সঞ্চয়ে আছে তা। ভাল প্রস্তুতি নেয়া অপেক্ষা ভাল পরীক্ষা দেয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (সিভিল সার্ভিসের এন্ট্রি পরীক্ষা এমনই হওয়া উচিত) কীভাবে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া যাবে, এটার ধরণ, মানে প্রস্তুতিকৌশল নিয়ে নতুনভাবে ভাববার সময় এসে গেছে বোধ হয়। 'অমুক কোচিং সেন্টারের সাজেশন এত পার্সেন্ট কমন', 'তমুক গাইডের এত সংখ্যক প্রশ্ন কমন' এসব কথা বলার দিন শেষ হতে চলেছে, এটা মনে হল।
এই পরীক্ষায় গণতন্ত্র আর সাম্যবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। গণতন্ত্র কেন? The exam-scripts were the mistake-banks of the candidates, by the candidates, for the candidates. সাম্যবাদ কেন? যারা পড়াশোনা করে গেছে, তাদের যে দশা, যারা পড়াশোনা করে যায়নি, তাদেরও একই দশা। পড়াশোনা করা মানে, পড়াশোনা করা; সেটা এক সপ্তাহেরই হোক আর এক বছরেরই হোক।
"এবারেরটা যেমনতেমন, ৩৬তমটা একেবারে ফাটায়ে দিব" যদি আপনি ভাবেন, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা পরীক্ষার হলে ২ ঘণ্টার বেশিরভাগ সময়ই শুধু এই কথাটাই ভেবেছে, তবে আমি বলব, আপনি ভুল ভাবছেন। আমার অনেকের সাথেই কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে (যাদের বেশিরভাগই বুয়েট-মেডিক্যালের স্টুডেন্ট, মানে, আমাদের চোখে 'ভাল স্টুডেন্ট')। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি, ওই ভাবনাটি ছিল সার্বজনীন। বিশেষ পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সব মানুষই একইভাবে ভাবে। পিএসসি চাইলেই সবাইকেই গণহারে 'ধরা খাওয়া'তে পারে।
'ভাব নেয়ার দিন শেষ, মেধায় চলুক বাংলাদেশ' আমি জানি, এই কথাটি পিএসসি'র মাথায় নেই। আমি এমনিই বললাম। আচ্ছা, যদি অবচেতনভাবেও থেকে থাকে, মানে পিএসসি যদি চায়, 'কাইজেন মেথডে' পরীক্ষাপদ্ধতিতে সংস্কার আনবে, তবে আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাব। একইসাথে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদেরকে বলব, "ভাই, একথা ভাবাটা বোধ হয় ঠিক হবে না যে রিটেনে এতদিন ধরে যে স্টাইলে পড়ে সবাই পার পেয়ে গেছে, আপনিও সেভাবে পড়ে পার পেয়ে যাবেন।" একটু ভাবুন কীভাবে করে প্রিপারেশন নিলে ভাল হয়। সময় কম তো! যে চাকরিটা ৩০ বছর আরামে করবেন, সেটার জন্য ৩ মাসও একটু ভাবতে পারবেন না, তা কী করে হয়? ভাল কথা, 'কাইজেন' মানে হল, কোনো একটি সিস্টেমকে ধীরে ধীরে (রাতারাতি নয়) ক্রমাগত উন্নত করা।
এ পরীক্ষায় ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসন---সবার অবস্থাই কমবেশি একই, মানে বাজে অবস্থা। যদি কেউ আপনাকে "কী পরীক্ষা দিয়েছ এসব! কিচ্ছু পার না! গাধা (কিংবা গাধী) একটা!" এই জাতীয় বকাঝকা দেন,

তবে আমি শিওর, হয় উনি বিসিএস প্রিলি দেননি, অথবা উনি ৩৫তম বিসিএস প্রিলি দেননি। উনার কথায় কিছু মনে করবেন না, উনাকে নিজগুণে মাফ করে দিন। উনাকে এই ধরণের একটা প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে বলেন। দেখবেন, উনার নাকের পানি মুছে দেয়ার জন্য উনি কাউকেই পাশে পাবেন না।

আপনাদের যেসব ফ্রেন্ড হাসিমুখে চাপাবাজি করছেন, "প্লাস-মাইনাস করে অ্যাট লিস্ট ১৫০ থাকবে", তাদেরকে কিছুই বলার দরকার নাই। রেজাল্টটা বের হতে দিন। দেখবেন, এদের অনেকেই হাসিমুখেই ফেল মেরে বসে আছেন।

একেকভাবে ভাবলে একেকরকম আনসার হয়, এমন প্রশ্ন অন্যান্যবারের তুলনায় এবার একটু বেশি ছিল। পিএসসি ইচ্ছে করেই এই গেমটা খেলে যাতে কেউ সেগুলো আনসার না করে সেজন্য। ওসব প্রশ্নের উত্তর পিএসসি যেটাকে ধরে নেবে সেটাই কারেক্ট। জানি, তারপরেও ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। লোভে পাপ, পাপে নেগেটিভ মার্কস। ব্যাপার না! সবাই-ই জেনেশুনে বিষপান করে।

প্রশ্নটি ভালভাবে দেখলে খেয়াল করবেন, আপনার অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যা-ই হোক না কেন, আপনি কোনো বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন না। চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন এরকমই হওয়া উচিত।

এখন থেকে সবসময় পরীক্ষা এই স্টাইলেই হলে প্রশ্নব্যাংক, ডাইজেস্ট, জব সল্যুশন, কোচিং সেন্টারের রাজত্ব কমে যাবে কিংবা ওদেরকে সেবাদানের ধরণ বদলাতে হবে। যে যা বলে তা-ই অন্ধভাবে বেদবাক্য হিসেবে বিশ্বাস করার দিন শেষ। আমরা চাই, শুধু মুখস্থবিদ্যার জোরে কেউ আমলাতন্ত্রে না আসুক।

কালকে থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত অসংখ্য প্রশ্ন পেয়েছি। একটু ইজি কাজে বিজি ছিলাম, তাই ঠিকসময়ে উত্তর দিতে পারিনি। প্রশ্নগুলোর উত্তর উপরে দেয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করুন। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।

"৩৫তম বিসিএস প্রিলির কাট-অফ মার্কস কত হতে পারে?" মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন!!

সত্যি বলছি, আমি পরীক্ষা দিলে আমি নিজেও আদৌ পাস করব কিনা এটা নিয়ে চিন্তায় থাকতাম। প্রশ্ন দেখার পর আমার মনে হয়েছে, "আহা! যায় দিন ভাল, আসে দিন খারাপ। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি!" তাই আপনি ভাবতেই পারেন, "হায়! আমার কী হবে!" আচ্ছা, একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেছেন? আপনার যে কাহিনী, সবারই কিন্তু কমবেশি একই কাহিনী। এর মানে কী দাঁড়ায়? আপনি কম মার্কস পেলে বেশিরভাগ স্টুডেন্টও কম মার্কস পাবে। 'দশে মিলি করি ফেল' হলে তো আর সমস্যা নাই, তাই না? মিলেমিশে ফেল করবেন, অসুবিধা কী? তাহলে কি পিএসসি সবাইকেই ধরে ধরে ফেল করাবে? এটা তো আর সম্ভব না। তাই, আপনার রিটেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারার সম্ভাবনা একেবারে শুন্য না। আমি যদি এবারের ক্যান্ডিডেট হতাম, তবে আমি এটা কিছুতেই ভাবতে পারতাম না যে এবারের প্রিলির কাট-অফ মার্কস ৯৫'য়ের বেশি হবে, আমার নিজের পরীক্ষা যেমনই হোক না কেন!

গুড লাক ফ্রেন্ডস!

সুশান্ত পাল

৩০ তম বিসিএস এ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম

--------------------**

(যাঁরা ভাবেন, কিছুই পারেন না, বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করবেন কী করবেন না, এটা নিয়ে দ্বিধায় আছেন এবং কোচিংকেই সবকিছু ভেবেটেবে বসে আছেন, তাঁদের জন্য ..... লেখাটি গত ৭ মে তারিখে লিখেছিলাম)

কালকের প্রথম আলো'তে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার বাংলাদেশ বিষয়াবলীর প্রস্তুতিকৌশল নিয়ে আমার একটা লেখা থাকছে। গতসপ্তাহের লেখাটা ছিল আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর উপর। লিখিত পরীক্ষার সব বিষয় নিয়েই লেখা হয়ে গেল। এসব টেকনিকের বাইরে আরোকিছু মাথায় আসলে আমার ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করে দেবো। যাদের কাছে লেখাগুলো সংগ্রহে নেই, তারা আমার ওয়াল থেকে পুরোনো পোস্টেই পেয়ে যাবেন। কিছুদিন পর প্রথম আলো'তে সামগ্রিক প্রস্তুতিকৌশল আর এক্সজামফিটনেস নিয়ে কিছু কথা লিখব।

এই আমিও বাংলাদেশ বিষয়াবলী আর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে লিখছি! ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য লাগছে! কেন? বলছি।

আমার পেপারটেপার পড়ার অভ্যেস নেই। বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করার আগে বিনোদন পাতা আর সাহিত্য পাতা ছাড়া পেপারের আর কোনো অংশ তেমন একটা পড়তাম না। বাসায় পেপার রাখত ২টা। এর একটাও আমি পড়তাম না। বিসিএস'য়ের প্রস্তুতির জন্য নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনলাইনে প্রতিদিন ৫-৬টা পেপার পড়তে শুরু করি এবং চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পর আবারও পেপারপড়া ছেড়ে দিই। দেশের এবং বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে, রাজনীতির হাওয়া কোনদিকে, ব্যবসাবাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি, এসব ব্যাপার নিয়ে আমার কোনকালেই কোন মাথাব্যথা ছিল না, আমি এর কিছুই জানতাম না, বুঝতাম না, এবং এ নিয়ে আমার কোন দুঃখবোধও ছিল না। আমার নীতি হল, আমার যা দরকার নেই কিংবা ভাল লাগে না, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। সবকিছু জানতেই হবে কেন? পৃথিবীর সবকিছু জেনেটেনে 'সুখে আছে যারা, সুখে থাক তারা।'

বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। দেখলাম, প্রিলি আর রিটেনের জন্য হাতে সময় আছে মাত্র ৪-৫ মাস। (সময় পেয়েছিলাম এরও কম।) প্রস্তুতি শুরু করার পর আমার প্রথম অনুভূতিঃ সবাই সবকিছু পারে, আমি কিছুই পারি না। অনেকেই দেখলাম বিসিএস নিয়ে অনার্স-মাস্টার্স-পিএইচডি শেষ করে এখন পোস্টডক্টরেটে আছে। কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর ক্লাসে এক স্যার আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কী? (পরে জেনেছি, কথাটা হবে, বিদেশমন্ত্রী) যে ছেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম জানে বলে খুশিতে বাকবাকুম করতে করতে একধরণের আত্মশ্লাঘাবোধ করে, তার পক্ষে এটা জানার কথা না এবং এ না-জানা নিয়ে তার মধ্যে কোন অপরাধবোধ কাজ করার প্রশ্নই আসে না! পারলাম না। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি হাহাহিহি শুরু হয়ে গেছে। তখন বুঝলাম, 'এটা একটা সহজ প্রশ্ন ছিল।' স্যার বললেন, "দেখি, এটা কেউ বলতে পারবেন?" সবাই হাত তুলল, উত্তরও দিল। সবাই-ই পারে! বুঝলাম, এই মুহূর্তে আমার চেহারাটা একটু লজ্জা-পাওয়া লজ্জা-পাওয়া টাইপ করে ফেলা উচিত। আমার বেহায়া চেহারাটাকে লাজুক লাজুকটাইপ করার চেষ্টা করছি, এমনসময় স্যার বললেন, "আপনার সম্পর্কে তো অনেক প্রশংসা শুনেছি। আপনি নাকি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ভাল স্টুডেন্ট। এটা পারেন না কেন? আপনার এজ কত?" ভাবলাম, কাহিনী কী? উনি কি আমার ঘটকালি করবেন নাকি? কিন্তু আমার মত বেকার ছেলেকে কে মেয়ে দেবে? (আমি আসলে বেকার ছিলাম না, নিজের কোচিং সেন্টার ছিল অন্যান্য ব্যবসাও ছিল; প্রচুর টাকাপয়সা ইনকাম করতাম। কিন্তু আমাদের দেশে

শিক্ষিত ছেলেরা চাকরি না করলে সবাই ভাবে, বেকার।) এসব ভাবতে ভাবতে আমার এজটা বললাম। রিপ্লাই শুনলাম, "ও আচ্ছা! আপনার তো এখনো এজ আছে। অন্তত ৩-৪ বার বিসিএস দিতে পারবেন। চেষ্টা করে যান। প্রথমবারে হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই, ২-৩ বার চেষ্টা করলে হলেও হতে পারে। আপনার বেসিক দুর্বল।" স্যারকে কিছুই বললাম না। কিন্তু মেজাজ খুব খারাপ হল। উনার প্রতি সমস্ত আস্থা আর সম্মানবোধ চলে গিয়েছিল। উনাকে আমার মনে হয়েছিল একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ। যে মানুষ আমাকে না চিনেই প্রথম দেখায় এমন কনফিডেন্টলি ফাউল একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে, তার ক্লাস করার তো প্রশ্নই আসে না, সে উনি যত ভাল ক্লাসই নিন না কেন! আমি কিছু পারি না, এটা তো আমি জানিই! এজন্যই তো কোচিংয়ে আসা। পারলে কি আসতাম নাকি? আমি একটা গাধা, এটা শোনার জন্য এত কষ্ট করে, সময় নষ্ট করে, গাড়ি ভাড়া দিয়ে বাসা থেকে কোচিংয়ে এসেছি নাকি? এটা শুনতে তো আর এতদূর আসতে হয় না। বাসায় বসে থাকলে মা দিনে অন্তত ১০বার একথা বলে! তখনই ঠিক করে ফেললাম, ব্যাটার ক্লাস আর কোনদিনও করব না। করিওনি।

পরে জানলাম, উনি অংক-ইংরেজি-বাংলা-বিজ্ঞানে অতিদুর্বল সাধারণ জ্ঞানে মহাপণ্ডিত ৫বার বিসিএস'য়ে ব্যর্থ একজন বিশিষ্ট বিসিএস বিশেষজ্ঞ। শুধু নিজেরটা ছাড়া পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যর্থতার কারণগুলি তিনি খুঁজে দিতে পারেন। উনি জানতেন, সুশান্ত সাধারণ জ্ঞানের কিছুই পারে না। কিন্তু উনি এটা জানতেন না, সুশান্ত বাংলা-ইংরেজি-অংক-বিজ্ঞান ওসব বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স করা যেকোনো স্টুডেন্টের চাইতে ভাল না পারলেও কোন অংশেই কম পারে না। উনি এটাও জানতেন না, শুধু সাধারণ জ্ঞানে তোতাপাখি হয়ে বিভিন্ন খাঁচায় বসে বসে মনভোলানো নানাঢঙে ডাক দেয়া যায়, কিছু হাততালিও জুটে যায়, কিন্তু বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায় না। ক্লিনটনের ওয়াইফের বান্ধবীর পোষা কুকুরের নামও আপনার মুখস্থ, কিন্তু আমার নানার একটা কালো কুকুর ছিল'কে ইংলিশে লিখেন, My grandfather was a black dog..... কোনো কাজ হবে না। সত্যি বলছি, কোনো কাজই হবে না।

কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর প্রথম মডেল টেস্টে পেলাম ১০০'র মধ্যে ১৭! বলাই বাহুল্য, আমার মার্কসটাই ছিল সর্বনিম্ন। সেকেন্ড লোয়েস্ট মার্কসটা ছিল ৩৮; আমার প্রাপ্ত মার্কসের দ্বিগুণের চেয়েও ৪ বেশি! বুঝুন আমার অবস্থাটা! বাকিরা আমার অনেকআগে শুরু করেছে, আমি তো বিসিএস কথা জীবনেও শুনি নাই, আমি তো মাত্র শুরু করলাম---- নিজেকে খুশি করার জন্য এসব কথা ভাবতেই পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। ভাবলাম, ঠিক আছে, আমি না হয় কিছু পারি না, সেটা তো আর আমার দোষ না। কিন্তু আমি যদি সে দুর্বলতাকে জয় করার জন্য কিছু না করি, হাতপা গুটিয়ে বসে থাকি, সেটা তো নিশ্চয়ই আমার দোষ! প্রচণ্ড পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে শুরু করলাম একেবারে জিরো থেকে। কে কী পারে সেটা ভেবে মন খারাপ না করে দুটো ব্যাপার মাথায় রেখে কাজ করতে লাগলাম। এক। সবাই যা পারে, সেটা পারাটা আদৌ কতটুকু দরকার। অন্ধের মত না পড়ে একটু বুঝেশুনে পড়তে শুরু করলাম। সবাই যা যা পড়ে, আমাকেও তা-ই তা-ই পড়তে হবে, এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। দুই। সাধারণ জ্ঞানে ভাল কারোর সাথে নিজেকে তুলনা না করে নিজের সাথেই নিজেকে তুলনা করা শুরু করলাম। গতকালকের সুশান্তের চাইতে আজকের সুশান্ত কতটা বেশি কিংবা কম পারে, শুধু সেটা নিয়েই ভাবতাম। আমার কম্পিটিশন হতো আমার নিজের সাথেই। অন্যকাউকে না, 'আজকের আমি' 'আগেরদিনের আমি'কে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। কাজটা প্রতিদিনই করতাম। যারা ভাল পারে, তারা তো আর রাতারাতি এত ভাল পারে না। অনেক পরিশ্রম আর সাধনার পর এ দক্ষতা অর্জন করা যায়। যে স্টুডেন্টা অংকে ২০ পায়, সে যদি কখনো অংকে ২৪ পেয়ে যায়, তবে সে কিন্তু সাকসেসফুল। জানি, ৩৩ পেলে পাস, সে ফেল করেছে; তবুও আমি বলব, সে কিন্তু সফল। সে তো নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে। এভাবে করে একদিন সে ১০০'তে ১০০-ই পাবে! এরজন্য

ওকে বুঝেশুনে প্রচুর প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। মজার ব্যাপার হল, জেতাটা একটা অভ্যাস। যে একটা চাকরি পেয়ে যায়, সে চাকরি পেতেই থাকে। এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি, হারাটাও কিন্তু একটা অভ্যাস। ভাল কথা, যারা কোচিং করছেন, কোচিংয়ে মার্কস কমটম পেলে মন খারাপ করবেন না। অনেকেই মেয়েদের কাছে হিরো হওয়ার জন্য আগে থেকে প্রশ্ন যোগাড় করে 'পরীক্ষা' দেয়। কোচিংয়ের প্রশ্ন যোগাড় করা তো কোন ব্যাপার না। এইরকম অনেক বান্দাকে আমি সেইরকমভাবে ধরা খেতে দেখেছি।
যে ছেলে কোনদিনও ঠিকভাবে বিসিএস'য়ের নামও শোনেনি, যে ছেলে জীবনেও কোন চাকরির পরীক্ষাই দেয়নি, সে ছেলে যদি বিসিএস পরীক্ষায় প্রথমবারেই ফার্স্ট হতে পারে, তবে আপনি কেন পারবেন না? ফার্স্ট হওয়াটা ভাগ্যে জুটুক আর না-ই বা জুটুক, মনপ্রাণ বাজি রেখে চেষ্টা করলে অন্তত চাকরিটা তো জুটবেই। ভাবছেন, খুব হেসেখেলে ফার্স্ট হয়ে গেছি? কিছুতেই না! এর জন্য অনেকরাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে। অনেক ছোট ছোট সুখকে গুডবাই বলে দিতে হয়েছে। মুখ বন্ধ রেখে মানুষের বড় বড় কথা হজম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে।
আমি বিশ্বাস করি, আপনারাও পারবেন। যারা চাকরি পায়, ওরা আপনাদের চাইতে কোনোভাবেই বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। নিজের উপর আস্থা রাখুন, নিজেকে সম্মান করুন, আপনার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করুন। বাকিটা সৃষ্টিকর্তার হাতে!
গুড লা

সাধারণ জ্ঞানে অতি পরিশ্রম নয়, হিসেবি পরিশ্রম করুন।
লিখেছেন সুশান্ত পাল
৩০ তম বিসিএস এ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম
.....
বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির প্রস্তুতির জন্য আগের বিসিএস পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন, অন্তত দুটি জব সলিউশন, পেপার, ইন্টারনেট, অন্তত তিন-চারটি গাইড বই আর কিছু রেফারেন্স বইয়ের দরকার হবে। কিছু টিপস দিচ্ছি, এগুলো পড়ে নিজের মতো করে কাজে লাগাবেন।
* প্রিলির জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, আজকের বিশ্ব, অর্থনৈতিক সমীক্ষা টাইপের বইপত্র পড়া বাদ দিন। একেবারেই সামপ্রতিক বিষয় থেকে প্রিলিতে প্রশ্ন আসবে বড়জোর সাত-আটটি, যেগুলো শুধু ওই বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্তত দুই-তিনটি পত্রিকা পড়ে উত্তর করা যায়। বাকি চার-পাঁচটিকে মাফ করে দিলে কী হয়!
* গাইড বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন রেফারেন্স বই-যেমন, মোজাম্মেল হকের উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি দ্বিতীয়পত্র, বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে বই (যেমন, আরিফ খানের সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান), মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই (যেমন, মঈদুল হাসানের মূলধারা : '৭১), নীহারকুমার সরকারের ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নাগরিকদের জানা ভালো, আকবর আলি খানের পরার্থপরতার অর্থনীতি, আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি, আব্দুল হাইয়ের বাংলাদেশ বিষয়াবলি ইত্যাদি বই পড়ে ফেলুন। বিসিএস পরীক্ষার জন্য যেকোনো বিষয়ের রেফারেন্স পড়ার একটা ভালো টেকনিক হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য না পড়ে, মার্কস অর্জনের জন্য পড়া। এটি করার জন্য প্রচুর প্রশ্ন স্টাডি করে খুব ভালোভাবে জেনে নেবেন কোন কোন ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না। প্রশ্নগুলো ভালোভাবে

দেখে, এর পর রেফারেন্স বই থেকে বাদ দিয়ে-দিয়ে পড়ুন। এতে অল্প সময়ে বেশি পড়তে পারবেন।

* চার ঘণ্টা না বুঝে স্টাডি করার চেয়ে এক ঘণ্টা প্রশ্ন স্টাডি করা অনেক ভালো। বুঝে পড়লে চার ঘণ্টার পড়া দুই ঘণ্টায় সম্ভব। বেশি বেশি প্রশ্নের প্যাটার্ন স্টাডি করলে, কিভাবে অপ্রয়োজনীয় টপিক বাদ দিয়ে পড়া যায়, সেটি শিখতে পারবেন। এটি প্রস্তুতি শুরু করার প্রাথমিক ধাপ। এর জন্য যথেষ্ট সময় দিন। অন্যরা যা যা পড়ছে, আমাকেও তা-ই তা-ই পড়তে হবে-এ ধারণা ঝেড়ে ফেলুন। সব কিছু পড়ার সহজাত লোভ সামলান। একটি অপ্রয়োজনীয় টপিক একবার পড়ার চেয়ে প্রয়োজনীয় টপিকগুলো বারবার পড়ুন।

* অনলাইনে চার-পাঁচটি পত্রিকা পড়বেন। পুরো পত্রিকা না পড়ে বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টপিকের আর্টিকেলগুলোই শুধু পড়বেন। একটি পত্রিকায় এ ধরনের দরকারি লেখা থাকে খুব বেশি হলে দুই-তিনটি। প্রয়োজনে সেগুলোকে ওয়ার্ড ফাইলে সেভ করে রাখুন, পরে পড়ে ফেলুন।

* একটি জিনিস মনে রাখতে না পারলে আবারও পড়ুন। এর পরও মনে রাখতে না পারলে আরো একবার পড়ুন। যদি এর পরও মনে না থাকে, তবে সেটি মনে রাখার চেষ্টা বাদ দিন। একটি কঠিন প্রশ্ন মনে রাখার চেষ্টা পাঁচটি সহজ প্রশ্নকে মাথা থেকে বের করে দেয়। কী লাভ! কঠিন প্রশ্নেও ১ নম্বর, সহজ প্রশ্নেও ১ নম্বর।

* সাল-তারিখ মনে থাকে না। এটি কারোরই থাকে না। বারবার পড়তে হয়। অনেক সেট প্রশ্ন পড়ার সময় ও রকম সাল-তারিখ বারবার আসবে। বিভিন্ন তথ্য মনে না থাকলে বারবার রিভিশন দিন। মুখস্থ না করে প্রশ্নের একটি ছবি মনে গেঁথে নিন। ফেসবুকে সামপ্রতিক নানা তথ্যসংবলিত পোস্টগুলো বেশি বেশি পড়ুন।

* আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির কিছু কিছু প্রশ্ন সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। সেগুলো বাদ দিন। সব চেয়ে ভালো হয়, যদি বিভিন্ন টপিক ধরে ধরে গুগলে সার্চ করে করে পড়েন। প্রয়োজনে টপিকের নাম ইউনিকোডে বাংলায় টাইপ করে সার্চ করুন। গুগলে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তরই পাবেন।

* বিভিন্ন পেপারের আন্তর্জাতিক পাতা নিয়মিত দেখবেন। সামপ্রতিক সময়ের বিভিন্ন ঘটনা, চুক্তি, বিভিন্ন পুরস্কার, নানা আন্তর্জাতিক এনটিটির নাম, সদর দপ্তর, বিভিন্ন স্থানের নাম, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও চুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।

* ম্যাপ মুখস্থ করতে বসবেন না যেন! ওটি করতে যে সময় নষ্ট হবে, ওই সময় পড়ার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। ছড়া-গান-কবিতা দিয়ে মুখস্থ করা স্রেফ সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই না।

* গ্রুপ স্টাডির একটি বাজে দিক হচ্ছে, যে যা-ই বলে, সেটিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এই যেমন 'সংবিধান মুখস্থ করতে না পারলে বিসিএস ক্যাডার হওয়া যাবে না'-এ রকম কিছু ভুল কথাকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। পাবলিক লাইব্রেরিতে কিংবা এর সামনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকলেও কোনো কাজ হবে না, যদি নিজে প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটি করে পড়াশোনা না করেন।

অঙ্ক-ইংরেজি ভালো জানলে ভালো মার্কস পাওয়া যাবেই-তা বলা যায়। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে খুব দক্ষ হলেই যে ভালো মার্কস পাওয়া যাবে-এমনটা নাও হতে পারে। তাই সাধারণ জ্ঞান পড়ার সময় আবেগ নয়, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পড়ুন। সাধারণ জ্ঞানে অতি-পরিশ্রম নয়, হিসেবি-পরিশ্রম করুন। আর একটি ব্যাপার মাথায় রাখবেন-সাধারণ জ্ঞানে আপনার চেয়ে অনেক ভালো জানেন-এমন কারোর সঙ্গে যত কম আলোচনা করবেন, আপনার প্রস্তুতি ততই ভালো হবে! সাধারণ জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যাতে আপনার জানার পরিধি একেবারে জিরো লেভেলে থাকলেও আপনি সেটিকে পরিশ্রম করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লেভেলে উন্নীত করতে পারবেন।

দুই-তিন সেট মডেল টেস্টের গাইড থেকে প্রতিদিনই অন্তত দুই-তিনটি টেস্ট দিয়ে দিয়ে নিজেকে যাচাই করুন। সব কথার শেষ কথা : বিসিএস মানেই সাধারণ জ্ঞান-এ ভুল আপ্তবাক্যটি মাথায় না রেখে সাধারণ জ্ঞানের জন্য প্রস্তুতি নিন

ফেসবুকে স্ট্যাটাস, কমেন্ট, চ্যাটিং করুন ইংরেজিতে

==========

=শুরু হচ্ছে বিসিএস ৩৬তম প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার নানা দিক নিয়ে চাকরিবাকরিতে নিয়মিত পরামর্শ দেবেন ৩০তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী সুশান্ত পাল। এবারে থাকছে ইংরেজি নিয়ে।

.

দুই ধরনের কাজে কখনো ক্লান্তি আসে না:

এক, যে কাজটি করতে আপনি ভালোবাসেন। দুই, যে কাজটি না করলে আপনার অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়বে।চাকরির জন্য পড়াশোনা করাটাকে যদি আমি দ্বিতীয় ধরনের কাজের মধ্যে ফেলে দিই। তবে বলব, বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য এখনো হাতে যে সময়টা আছে, সে সময়ে যদি আপনি দৈনিক গড়ে ১৫ ঘণ্টা ঠিকমতো ফাঁকি না দিয়ে পড়েন, তবে আপনি প্রিলি পাস করবেনই। আপনার প্রস্তুতি শূন্যের কোঠায়, এটা ধরে নিয়ে আমি আপনার জন্য প্রথম আলোতে লিখছি। এ সময়ে নিজের ওপর সর্বোচ্চ যতটুকু চাপ দেওয়া যায়, ততটুকু চাপ দিয়ে পড়াশোনা করুন। শত শত ইংরেজির প্রশ্ন সমাধান করুন, যেগুলো বিভিন্ন চাকরি কিংবা ভার্সিটির নানান ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ইন্টারনেটের বিভিন্ন গ্রামার ফোরাম, ডিকশনারি, গ্রামার এবং ইউসেজের বই, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের গ্রামার বই দেখে নিশ্চিত হয়ে সমাধান করুন। গাইডের উত্তরকে সব সময়ই বিশ্বাস করবেন না। কারণ, গাইড লেখকদের জানার দৌড় খুব বেশি নয়। একটা প্রশ্নকে চারটা প্রশ্নের সূতিকাগার বানান। যেটা উত্তর, সেটা ছাড়াও বাকি তিনটা অপশন নিয়েও পড়াশোনা করে ফেলুন।

নিচের কোনো বাক্যটি ভুল?

All the faith he had had had had no effect on the outcome of his life.

One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.

The complex houses married and single soldiers and their families.

The man the professor the student has studies Rome.

The rat the cat the dog chased killed ate the malt.

দেখলে মনে হয় না, সব কটাই ভুল? মজার ব্যাপার হলো, কোনোটিই ভুল নয়। এটা বুঝতে গ্রামারের সঙ্গে কমনসেন্সও লাগে। আর কমনসেন্স ভালো করার জন্য অনেক অনেক বেশি প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই।

বিসিএস প্রিলির ইংরেজির জন্য কিছু পরামর্শ দিচ্ছি:

১. ফেসবুকে একটু বড় বড় স্ট্যাটাস, কমেন্ট লিখুন আর চ্যাটিং করুন সহজ ইংরেজিতে। প্রতিদিন দু-একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয়কে অনুবাদ করুন। কাজটি করাটা কষ্টকর, কিন্তু এটি ট্রান্সলেশন আর ভোকাবুলারিতে খুবই কাজে দেবে। সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুর ওপর আর্টিকেল আর সম্পাদকের কাছে পত্র অর্থ বুঝে এবং কাগজে লিখে লিখে সময় নিয়ে পড়ুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ/ইএমবিএ ভর্তি পরীক্ষার আগের বছরের প্রশ্নগুলো থেকে সিনোনিম-অ্যান্টোনিম

পার্টটা সলভ করলে কাজে আসবে।
২. কয়েকটি গাইড বই এবং জব সল্যুশন থেকে প্র্যাকটিস করুন লিখে লিখে।
৩. লিটারেচার পার্টে দু-একটি প্রশ্ন আসে, যেগুলোর উত্তর যাঁরা ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স, তাঁরাও পারবেন না। নেগেটিভ মার্কিং হয় এমন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার নিয়মই হলো, সব কটার উত্তর করা যাবে না। আগের বিসিএস পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন+জব সল্যুশন+গাইড বই আর সঙ্গে ইন্টারনেটে ইংলিশ লিটারেচার বেসিকস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে কাজে আসবে। বিভিন্ন কমন লিটারেরি টার্মস সম্পর্কে পড়াশোনা করে নিন।
৪. গ্রামারের প্রশ্নগুলো পড়ার সময় যেসব প্রশ্নের উত্তরে কনফিউশন থাকবে, সেসব প্রশ্নের উত্তরের কনফিউশন দূর করার দায়িত্বটা ডিকশনারিকে দিয়ে দিন। যেমন, Die শব্দটির পর বিভিন্ন Preposition বসে। আপনি ডিকশনারির Die এন্ট্রিটাতে গিয়ে যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে, সেগুলো দেখে কোন ক্ষেত্রে কোনটি বসে, এটি লিখে লিখে শিখলে ভুলে যাওয়ার কথা না।
৫. Analogyতে যে Word Pair দেওয়া থাকে, সে দুটি দিয়ে একটা সহজ বাংলা বাক্য গঠন করুন। অপশনগুলোর মধ্যে যে জোড়া সে বাক্যটির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, সেটিই উত্তর।
৬. ইংরেজির ক্ষেত্রে আগে গ্রামার শিখে প্র্যাকটিস করতে যাবেন না, প্র্যাকটিস করতে করতেই গ্রামার শিখুন।
৭. গ্রামার আর ল্যাংগুয়েজ সেন্স ডেভেলপ করতে সহজ কিছু ইংরেজি বইও পড়তে পারেন। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে হ্যারি পটার সিরিজের বইগুলোর ১৫ পৃষ্ঠা করে পড়ে দেখবেন নাকি কী হয়!
৮. ৫টি করে নতুন শব্দ শিখে প্রতিটি দিয়ে ৩টা করে বাক্য লিখুন। প্রতিদিন কী কী করলেন, দিনের শেষে সহজ ইংরেজিতে অন্তত ৩ পৃষ্ঠা লিখে ফেলুন।
ইংরেজিতে ভালো করতে হলে একজন নারীর প্রেমে আপনাকে পড়তেই হবে; সে নারী ডিকশনারি। ইংলিশ ফর দ্য কম্পিটিটিভ এক্সজামস্, আ প্যাসেজ টু দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ, অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারি, লংম্যান ডিকশনারি অব কনটেম্পোরারি ইংলিশ, সোয়ানের প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ ইউসেজ, ব্যারনস গ্রামার, অ্যালানের লিভিং ইংলিশ স্ট্রাকচার, মারফির ইংলিশ গ্রামার ইন ইউজ, ইস্টউডের অক্সফোর্ড প্র্যাকটিস গ্রামার, ফিটিকাইডসের কমন মিসটেকস ইন ইংলিশসহ আরও কিছু প্রামাণ্য বই হাতের কাছে রাখবেন। ইংরেজি শিখতে হয় লিখে লিখে। বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করতে ইংরেজিতে খুব ভালো হওয়ার দরকার নেই, তবে ভয় না পেয়ে বেশি পরিশ্রম করে ইংরেজি শেখার মানসিকতা থাকতে হবে। ভোকাবুলারির জন্য ম্যাক ক্যারথি এবং ও'ডেলের ইংলিশ ভোকাবুলারি ইন ইউজ (সব কটি খণ্ড), নর্ম্যান লুইসের ওয়ার্ড পাওয়ার মেইড ইজিসহ দু-একটি দেশীয় বইও দেখতে পারেন।

.

.

সংগ্রহঃ প্রথম আলো থেকে

৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি
শেষ সময়ে যা করবেন
সুশান্ত পাল।৩০তম বিসিএসে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী ।

।

.আর ঠিক ১৩ দিন পরই ৩৬তম প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে একটু টেনশন করাটা একটা সাধারণ ভদ্রতা, আর ওটা করতেও তো তিন দিন লাগে, সে হিসাবে প্রিলির বাকি আর ১০ দিন! এই ১০ দিনে কী কী করা যায়?

০১. আবেগ কমান, সাধারণ জ্ঞান পড়া কমান। বিসিএস সাধারণ জ্ঞান পাণ্ডিত্যের খেলা নয়।

০২. আগে কী পড়েছেন, কিংবা পড়েননি, সেটা ভুলে যান। বেশি পড়লেই যেমন প্রিলি পাস করা যাবেই, এমন কিছু নেই; তেমনি কম পড়লেই যে প্রিলি ফেল করবেনই, তেমন কিছু নেই।

০৩. সামনের ১০ দিনে গুনে গুনে অন্তত ১৬০ ঘণ্টা ঠিকভাবে পড়াশোনা করবেন, এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখুন। এটা করতে পারলে আগে কোনো কিছু না পড়লেও প্রিলি পাস করে যাবে।

০৪. ১০ দিনে বাসায় ৫০ সেট মডেল টেস্ট দেবেন।

০৫. ভালো একটা প্রিলি ডাইজেস্ট আর বিভিন্ন প্রিলি স্পেশাল সংখ্যা সমাধান করুন। প্রিলির প্রশ্নব্যাংক আর দুটি জব সল্যুশন রিভিশন দিন।

০৬. অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হবেন না। এই ১০ দিন মোবাইল ফোন, টিভি, ফেসবুক, ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকলে আপনার জীবন বৃথা হয়ে যাবে না।

০৭. সংবিধান, রাজধানী ও মুদ্রা, শাখানদী ও উপনদী, প্রকৃতি ও প্রত্যয়সহ কিছু ঝামেলাযুক্ত টপিক আছে, যেগুলো মনে রাখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অথচ মার্কস পাওয়া যায় ১-২। কী দরকার? সময়টা অন্য দিকে দিন, বেশি মার্কস আসবে।

০৮. সব ধরনের রেফারেন্স বই থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। অত সময় নেই।

০৯. বেশি বেশি প্রশ্ন পড়ুন, আলোচনা অংশটা কম পড়বেন।

১০. এই ১০ দিনে পেপার পড়ার আর খবর শোনার কোনো দরকার নেই।

১১. মানসিক দক্ষতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন–এ দুটি বিষয়ের কনফিউজিং প্রশ্নের উত্তর করবেন না। সাধারণ জ্ঞান থেকে অনেক উত্তর পেয়ে যাবেন।

১২. যা কিছু বারবার পড়লেও মনে থাকে না, তা কিছু পড়ার দরকার নেই।

১৩. কে কী পড়ছে, সে খবর নেওয়ার দরকার নেই। যাঁদের প্রস্তুতি অনেক ভালো, তাঁদের সঙ্গে এই ১০ দিনে প্রিলি নিয়ে কোনো কথা বলবেন না।

১৪. বিজ্ঞানটা শুধু প্রিলির প্রশ্নব্যাংক আর জব সল্যুশন থেকে পড়ুন।

১৫. পাটিগণিত বাদে গাণিতিক যুক্তির বাকিগুলো প্র্যাকটিস করুন।

১৬. বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের জন্য শুধু সরকারি চাকরির প্রশ্নগুলো পড়ুন।

১৭. বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ আগে যা পড়েছেন, শুধু সেইটুকুই আরও একবার পড়ে নিন।

১৮. ডিসেম্বর বাদে গত ৫ মাসের সাধারণ জ্ঞানের তথ্যগুলো কোনো একটি গাইড/বই থেকে এক নজর দেখে নিন।

১৯. ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মাধ্যমিকের সামাজিক বিজ্ঞান বইটি থেকে দেখতে পারেন।

২০. যে প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক দিন ধরেই পাচ্ছেন না, সেগুলো নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দিন।

এখন ৭ তারিখ বিকেল থেকে শুরু করে ৮ তারিখ পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত কী কী করতে পারেন, বলছি।

২১. থ্রি ইডিয়টস টাইপের কোনো একটা মুভি দেখুন। কিছু সফট ইন্সট্রুমেন্ট কিংবা রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পারেন।

২২. পুরোপুরিই মোবাইল ফোন আর ফেসবুক মুক্ত সময় কাটান।
২৩. পরদিনের জন্য পরীক্ষার হলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুন।
২৪. রাতে হালকা খাবার খেয়ে ১০টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ুন। প্রিলির আগের রাতে ভালো ঘুম না হলে যতই প্রস্তুতি থাক না কেন, পরীক্ষা খারাপ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। অন্তত ৮ ঘণ্টা ঘুমাবেন।
২৫. পরীক্ষার দিন সকালে উঠে ১৫ মিনিট প্রার্থনা করুন। এরপর ফ্রেশ হয়ে হালকা নাশতা করে হাতে 'সময় নিয়ে' (কোনোভাবেই 'বইপত্র নিয়ে' নয়) হলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুন। বের হওয়ার আগে আরও একবার দেখে নিন, প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়েছেন কি না।
২৬. পরীক্ষার হলে যে ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি ম্যাজিকের মতো কাজ করে, সেটি হলো 'আই অ্যাম দ্য বেস্ট' ভাবনা। আপনার চেয়ে ভালো পরীক্ষা কেউই দিচ্ছে না, এটা বিশ্বাস করে পরীক্ষা দিন।
২৭. উত্তরপত্রে সেট কোডসহ অন্যান্য তথ্য ঠিকভাবে পূরণ করুন। এটা ভুল হলে সব শেষ।
২৮. সব প্রশ্নই উত্তর করার জন্য নয়। লোভে পাপ, পাপে নেগেটিভ মার্কস।
২৯. বুদ্ধিশুদ্ধি করে কিছু প্রশ্ন ছেড়ে না এসে উত্তর করতে হয়। এ রকম ৬টা প্রশ্ন ছেড়ে শূন্য পাওয়ার চেয়ে অর্ধেক ঠিক করে ১ দশমিক ৫ পাওয়া ভালো।
৩০. সাধারণত যেকোনো বিষয় নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবার সময় আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রথম দেখায় যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পারেন না মনে হবে, সেগুলো মার্ক করে পরেরটায় চলে যাবেন। সময় নষ্ট করার সময় নেই।
৩১. প্রশ্ন ভুল কি ঠিক, সেটা নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না।
৩২. বৃত্ত ভরাট করতে করতে ক্লান্ত? একটু ব্রেক নিন। চাকরিটা পেয়ে গেলে আপনার জীবনটা কীভাবে
বদলে যাবে, কাছের মানুষগুলোর হাসিখুশি মুখ একবার কল্পনায় আনুন; ক্লান্তি কেটে যাবে।
৩৩. কয়টা দাগালে পাস, এমন কোনো নিয়ম নেই। আপনি যেগুলো পারেন, সেগুলোর উত্তর করবেন। এরপর যেগুলো একেবারেই পারেন না, সেগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলোর ৬০ শতাংশ উত্তর করবেন।
৩৪. কোনো প্রশ্নেই বেশি গুরুত্ব দেবেন না। সব প্রশ্নেই ১ নম্বর।
৩৫. আপনার আশপাশে কে কয়টা দাগাচ্ছে, কোনটি দাগাচ্ছে, সেদিকে তাকাবেন না। এতে আপনি বেশ কিছু জানা প্রশ্ন ভুল দাগাতে পারেন।
৩৬.পরিচয় দেওয়ার মতো একটা চাকরি সবারই হোক। সিভিল সার্ভিসে আপনাদের স্বাগত জানাই।
সৌজন্যে : প্রথম আলো

৩৫তম ভাইভা প্রস্তুতি।
স্বপ্নঘরের ওয়েটিং রুমে
----------সুশান্ত পাল দাদা ৩৪তম ভাইভার ১০দিন আগে এটি লিখেছিলেন.....
।
অভিজ্ঞতা বলে, মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার অন্তত ১০০ কৌশল আছে যেগুলোর একটাও কাজ করে না! সিভিল

সার্ভিসের অন্দরমহল থেকে আমি আপনাদের স্বপ্নে-দেখা জীবনটাকে বাস্তব করতে কিছু পথ সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছি যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

১

মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে ইতিবাচক আচরণ, শারীরিক ভাষা, মানসিক পোক্ততা, চিন্তার গভীরতা, ভদ্রস্থ উপস্থিতি, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান, ইংরেজির দক্ষতা, ঠান্ডা মেজাজ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা—এই ব্যাপারগুলো দেখা হয়।

।

২

আপনি কী জানেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আপনার জানা-বোঝা সম্পর্কে আমার ধারণা কী হলো, সেটি। সাধারণত একজন প্রার্থীকে দেখার প্রথম ২০ সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায়, সেটা প্রশ্নের ধরনও ঠিক করে দেয়। এটাকে কাজে লাগান।

।

৩

বিচলতা বা নার্ভাসনেস কাটানোর কিছুটা দায়িত্ব পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিন৷ অনেক সময়ই নার্ভাসনেস ভালো নম্বর পেতে সাহায্য করে।

।

৪

চোখের দৃষ্টি বা আই কন্টাক্ট ঠিক রাখুন৷ বোর্ডের স্যারদের তাৎক্ষণিক মনোভাব জানতে এটা জরুরি।

।

৫

ঢোকার সময় হাসিমুখে সালাম এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় হাসিমুখে ধন্যবাদ ও সালাম দিতে ভুলে যাবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় এবং আপনি বিদায় নেওয়ার সময় আপনার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

।

৬

দুই ধরনের প্রশ্ন থাকে। তথ্যগত বা ইনফরম্যাটিভ এবং নন-ইনফরম্যাটিভ। সাধারণত দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্টাইলের ওপর স্যারদের বেশি দৃষ্টি থাকে।

।

৭

মৌখিক পরীক্ষায় কোনো আলাদা আলাদা নম্বর হয় না; বরং সব মিলিয়ে পারফরম্যান্সের ওপর নম্বর দেওয়া হয়।

।

৮

সিভিল সার্ভিস, আপনার সাবজেক্ট, ক্যাডারের প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখুন৷ আপনি কেন চাকরিটা চাচ্ছেন, সেটার উত্তর তৈরি রাখবেন। ঠিক উত্তর দেওয়ার চেয়েও উত্তর ঠিকভাবে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

।

৯

নিজেকে উৎসাহী শ্রোতা হিসেবে দেখান৷ চেহারায় একটা ভদ্র ভদ্র টাইপের ভাব ফুটিয়ে তুলুন, যাতে আপনাকে বকা দিতেই কষ্ট লাগে।

।

১০

শতভাগ শিখেছি ভেবে তার ৬০ ভাগ ভুলে গিয়ে বাকি ৪০ ভাগকে ঠিকমতো কাজে লাগানোই আর্ট।

।

১১

আপনার পরীক্ষার তারিখের আগের এক সপ্তাহের কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত চোখ রাখুন। সাম্প্রতিক বিষয়, মুক্তিযুদ্ধ, নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখুন।

।

১২

মাঝেমধ্যে টেড টকস্, সিএনএন, আল-জাজিরা, বিটিভির রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদ শুনতে পারেন। ইউটিউবসহ অনেক সাইটে দেওয়া জব ইন্টারভিউগুলো, সাবটাইটেল অন করে আমেরিকান অ্যাক্সেন্টের মুভিগুলো দেখতে পারেন। কোনো বন্ধুর সঙ্গে মাঝেমধ্যে ইংলিশে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারেন। তবে ভুলেও এমন কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে এই কাজটা করবেন না, যে শুধু ভুলই ধরিয়ে দেয়। লোকে ইংরেজি না পারার কারণে যতটা ভুল করে তার চেয়ে বেশি ভুল করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না, এই ভয়ে। যতটুকু সম্ভব কথায় আঞ্চলিকতা পরিহার করুন।

।

১৩

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁরা যা শুনতে চাচ্ছেন, আপনি সেটা বলতে পারলেন কি না। আপনি কী বললেন, সেটা নয়, আপনি সেই কথাটা কীভাবে বললেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষণ বা ইউফেমিজম শিখুন৷ নিজের পরিবার, আগের চাকরি, ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট, বাংলাদেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিবাচকভাবে বলার চেষ্টা করুন। কথা বলার সময় হাত-ঘাড়-চোখ দৃষ্টিকটুভাবে নাড়াবেন না।

।

১৪

স্বাভাবিক থাকুন। নিজের মতো থাকুন। যা সঞ্চয় করবেন, তার চেয়ে বেশি কাজে লাগবে যা সঞ্চয়ে আছে৷ কী জানেন না, সেটা নিয়ে অত ভাববেন না৷ হয়তো আপনাকে ওটা জিজ্ঞেসই করা হবে না৷ প্রস্তুতির চেয়ে আপনি কতটা প্রস্তুত সেটা বেশি জরুরি।

।

১৫

মাঝেমধ্যে স্মার্টনেস না দেখানোটাই স্মার্টনেস৷ বোর্ডে কোনো বিষয় নিয়েই তর্ক করবেন না। বস ইজ অলওয়েজ রাইট। আপনি কোনোভাবেই আপনার বসের চেয়ে স্মার্ট নন।

।

১৬

যাঁরা মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন, তাঁরা সত্যিই অনেক বেশি অভিজ্ঞ আর দক্ষ। তাঁরা খুব ভালো করেই বোঝেন আপনি কী বলছেন, কী লুকাচ্ছেন। চিটিং ইজ অ্যান আর্ট। অ্যা ক্লেভার ম্যান নৌজ হাউ টু চিট, অ্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান নৌজ হাউ টু মেইক আদার্স লেট হিম চিট।

।

১৭

যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মাঝখানে অন্য কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে যিনি প্রথমে প্রশ্ন করেছেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে পরের প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে।

বুদ্ধিমানেরা তর্ক করেন, প্রতিভাবানেরা এগিয়ে যান৷ সাফল্য কখনোই ডিজার্ভ করা যায় না, তাঁকে আর্ন করতে হয়৷ গুড লাক

৩৫তম বিসিএস মৌখিক শেষ পর্ব

হীনম্মন্যতা বা অতি আত্মবিশ্বাস নয়

সুশান্ত পাল।

০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

শুরু হয়ে গেছে ৩৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা। অনেকেই এখনো এই পরীক্ষার মুখোমুখি হননি। তাঁদের জন্যই এই মুহূর্তটা হলো পরীক্ষা প্রস্তুতির শেষ মুহূর্ত। পরীক্ষা যত কাছে, চাকরি তত কাছে। গত লেখাটির পর ভাইভা নিয়ে আরও কিছু কথা বলছি।

এক. আপনার ভাইভার ডেটের আগের পাঁচ-ছয় দিনের দুটি ইংরেজি আর দুটি বাংলা পেপারে চোখ রাখবেন। ভাইভার দিন সকালে একটা ইংরেজি ও একটা বাংলা পেপার দেখে যাবেন।

দুই. কিছু বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। সেগুলোর প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখলে ভালো হয়। যেমন, আপনার বস আপনাকে অবৈধ কাজের নির্দেশ দিলে আপনি কী করবেন—এই জাতীয়।

তিন. আপনি সিভিল সার্ভিসের জন্য অপরিহার্য নন, এটা মাথায় রেখে ভাইভা দিতে যাবেন। আপনার একাডেমিক রেজাল্ট, আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এ রকম অতীতের বিষয়গুলোর গুরুত্ব অতি সামান্যই। ভাইভা বোর্ডে শুধু ‘আপনি কী’, সেটা দেখা হবে। নিজেকে চাকরির জন্য যোগ্য প্রমাণ করুন।

চার. আপনার রাজনৈতিক অবস্থান যেন কোনোভাবেই আপনার কথায় বোঝা না যায়।

পাঁচ. বোর্ডের স্যাররা যেমনই থাকুন না কেন, আপনি নিজে সব সময়ই খুব ফরমাল থাকবেন। কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারলে, খুবই বিনীতভাবে ‘আই বেগ ইয়োর পার্ডন, স্যার/ ম্যাডাম’ বলে সেটি আরেকবার জিজ্ঞেস করার জন্য অনুরোধ করুন। আপনার হাঁচি দেওয়ার ধরনেও আপনি কতটুকু অফিসারসুলভ ফরমাল, সেটি প্রকাশ পায়।

ছয়. আপনার ক্যাডারের ফার্স্ট ও সেকেন্ড পছন্দ সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে পড়াশোনা করুন। আপনার জেলা সম্পর্কে জেলা তথ্য বাতায়ন থেকে জেনে নিন। অনলাইনে পড়াশোনা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। দু-একটি

প্রামাণ্য বই উল্টেপাল্টে দেখতে পারেন।

সাত. প্রফেশনাল ক্যাডারের ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টের বেসিক নলেজ এবং কিছু প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে রাখবেন।

আট. আপনার ভাইভার ডেটের আগে বাজারে অনেক ছোট ছোট নোট টাইপের বইপত্র পাবেন। সেগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন। তবে ওসব বই থেকে কমন আসে খুব কমই। আসলে ভাইভাতে কী জিজ্ঞেস করা হবে, কী জিজ্ঞেস করা হবে না, এর কোনো নিয়ম নেই।

নয়. ভাইভাতে মার্কস দেওয়া হয় ওভার অল পারফরম্যান্সের ওপর, এখানে কোনো ধরনের সেগমেন্টেড মার্কিং হয় না। যারা ভাইভাতে থাকবেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মার্কস দেবেন, পরে সেগুলোকে গড় করা হবে।

দশ. আপনি কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন, কয়টা পারলেন না; আপনাকে কত সময় ওখানে রাখা হলো—এসব ব্যাপার অতটা মুখ্য নয়, যতটা মনে করা হয়। আপনি কী বললেন, সেটার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি কীভাবে বললেন, সেটা। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অফিসারসুলভ কি না, সেটি যাচাই করে দেখা হবে।

এগারো. ভাইভা বোর্ডে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং পরিস্থিতি তৈরি করে আপনার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, উপস্থাপন কৌশল, পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতা, ভদ্রতা, আনুগত্য, স্বচ্ছ চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, মানসিক পরিপক্বতা—এসব বিষয়ে ধারণা নেওয়া হবে। আগে থেকেই এসব ব্যাপারে প্রস্তুতি রাখুন। আপনার শারীরিক ভাষার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

বারো. 'আমি না বুঝে এ রকম একটা পছন্দক্রম দিয়েছি'—এ ধরনের উত্তর আপনার সিদ্ধান্তহীনতার পরিচয় দেয়। আপনার প্রথম পছন্দ যা-ই হোক না কেন, আপনার কাজ হলো, আপনি কেন ওই ক্যাডারে চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি, সেটি আপনার উত্তর দেওয়ার ধরনে পুরোপুরি তুলে ধরা। কোনো প্রকারের হীনম্মন্যতা কিংবা অতি আত্মবিশ্বাস আপনার ভাইভাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

তেরো. আপনি উত্তর দেওয়ার সময় যদি দেখেন স্যাররা অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী, তবে কোনোভাবেই এটা ভাববেন না যে ওনারা আপনার উত্তর শুনছেন না। সাবধানে উত্তর দিন।

চৌদ্দ. ভাইভা বোর্ডে আপনার সঙ্গে যে রকম আচরণই করা হোক না কেন, সেটিকে কোনোভাবেই পারসনালি নেবেন না। আপনাকে যাচাই করার জন্য কিছু আপাত অস্বাভাবিক আচরণ করা হতেই পারে।

পনেরো. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনার যা যা জানা প্রয়োজন, সেগুলো নিয়ে ধারণা রাখবেন। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান স্যারের 'নাগরিকদের জানা ভালো' বইটি পড়ে যেতে পারেন।

ষোলো. যেসব চাকরি করলে ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার সময় ছাড়পত্র/ অনাপত্তিপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেই চাকরিটির কথা ফরমে উল্লেখ করা হয়নি, সেই চাকরির কথা ভাইভা বোর্ডে না বললেই ভালো। প্রাইভেট জবের কথা বোর্ডে বলা যায়।

সতেরো. যদি পরপর দু-তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তবে ওই মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা কিংবা আপনার প্রিয়জনের কথা মনে করুন। এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

আঠারো. 'আপনি এত দিন কী করেছেন?' এটির উত্তরে 'টিউশনি করেছি আর বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি' কিংবা 'কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করছি'—এ ধরনের উত্তরে কোনো সমস্যাই নেই। আপনি যে অবস্থানেরই হোন না কেন, সেটিকেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে তুলে ধরুন।

উনিশ. আপনি যে রকম, সেটাকেই মার্জিতভাবে উপস্থাপন করুন। আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয় কিংবা আপনাকে আপনার

মতো থাকতে দেয় না, এমন কিছু করবেন না৷

বিশ. কথা বলার সময় পারিপার্শ্বিকতার দিকে বেশি খেয়াল না রেখে আপনি কী বলছেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

একুশ. আপনাকে কী প্রশ্ন করা হবে, কী করা হবে না, সেটি নির্ভর করে আপনাকে দেখে স্যারদের মনে কী ইম্প্রেশন তৈরি হলো, সেটির ওপর। নিজেকে খুবই পরিশীলিতভাবে উপস্থাপন করুন।

বাইশ. আপনি আপনার কাজের প্রতি আন্তরিক, অনুগত, দায়িত্বশীল—এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলুন।

তেইশ. ভাইভা দিতে যাওয়ার সময় কিংবা ভাইভা দিতে ঢোকার আগমুহূর্তে ভাইভা নিয়ে পড়াশোনা না করাই ভালো। এতে অনেক সময়ই অহেতুক নার্ভাসনেস বাড়ে।

চব্বিশ. আপনি কোনোভাবেই আপনার বসের চাইতে স্মার্ট নন। বসের সঙ্গে কোনো মান-অভিমান করা যাবে না—এ দুই ব্যাপার মাথায় রেখে ভাইভা দিন।

পঁচিশ. কী জানেন না, সেটা নিয়ে কম ভাবুন। হয়তো আপনাকে সেটি জিজ্ঞেসই করা হবে না।

ছাব্বিশ. আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় এবং আপনি বিদায় নেওয়ার সময় আপনার সম্পর্কে ধারণা জন্মে। ঢোকার সময় হাসিমুখে সালাম এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় হাসিমুখে ধন্যবাদ ও সালাম দিতে ভুলে যাবেন না।

লিখিত পরীক্ষায় আপনার মার্কস ভালো হলে আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ভাইভায় কে কতটা ভালো করবেন, সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে ভাইভার সেই কয়েক মিনিটের ওপর। নিয়মিত চেষ্টা করে যান, নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখুন। জয় আপনার হবেই হবে! আপনার জন্য শুভকামনা রইল

.

সৌজন্যে >> প্রথম আলো

৩৫তম বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি নির্দেশনা

ইংরেজিতে ভালো করতে হলে...

সুশান্ত পাল।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ,৩০তম বিসিএস।

বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করা মূলত চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও বাংলা৷ কোনো কোনো বিভাগে পরীক্ষার্থীরা সাধারণত কম নম্বর পায়, কিন্তু বেশি নম্বরও তোলা সম্ভব, সেগুলো নির্ধারণ করুন এবং নিজেকে ওই বিভাগগুলোর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করুন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা, শর্ট নোটস, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ, অনুবাদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভালোভাবে পড়ুন৷ নোট করে পড়ার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই৷ এতটা সময় পাবেন না৷ বরং কোন প্রশ্নটা কোন সোর্স থেকে পড়ছেন, সেটা লিখে রাখুন রিভিশন দেওয়ার সময় কাজে লাগবে।

আজকে লিখিত পরীক্ষার নতুন সিলেবাসের ইংরেজি নিয়ে লিখছি। ইংরেজিতে ভালো করার মূলমন্ত্র দুটি। এক. বানান ভুল করা যাবে না। দুই. গ্রামারে ভুল করা যাবে না। এই দুটি ব্যাপার মাথায় রেখে একেবারে সহজ ভাষায় লিখে যান, মার্কস আসবেই।

ইংরেজি পার্টে রিডিং কম্প্রিহেনশন:

এ) একটা আনসিন প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। এটা সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপর হতে পারে। বেশি বেশি করে ইংরেজি পত্রিকার আর্টিকেলগুলো পড়বেন, সঙ্গে অবশ্যই সম্পাদকীয়। এটা লিখিত পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়েও কাজে লাগবে। কম্প্রিহেনশনের উত্তর দেওয়ার সহজ বুদ্ধি হলো, প্যাসেজটা আগে না পড়ে প্রশ্নগুলো আগে পড়ে ফেলা, অন্তত তিনবার। প্রশ্নে কী জানতে চেয়েছে, সেই কিওয়ার্ডটা কিংবা কিফ্রেশটা খুঁজে বের করে আন্ডারলাইন করুন। এরপর প্যাসেজটা খুব দ্রুত পড়ে বের করে ফেলতে হবে উত্তরটা কোথায় কোথায় আছে। একটা ব্যাপার মাথায় রাখবেন। প্যাসেজ পড়ার সময় প্যাসেজের ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড কিংবা ইডিয়মের অর্থ খুঁজতে যাবেন না। এসব দেওয়াই হয় পরীক্ষার্থীর সময় নষ্ট করার জন্য। এরপর নিজের মতো করে প্রশ্নের উত্তর করে ফেলুন। এই অংশটি আইএলটিএসের রিডিং পার্টের টেকনিকগুলো অনুসরণ করে প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো হয়। বাজারের রিডিংয়ের বই কিনে পড়া শুরু করুন।

বি) গ্রামার ও ইউসেজের ওপর প্রশ্ন আসবে। কয়েকটি গাইড বই থেকে প্রচুর প্র্যাকটিস করুন। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারি, লংম্যান ডিকশনারি অব কনটেম্পোরারি ইংলিশ, মাইকেল সোয়ানের প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ ইউসেজ, রেইমন্ড মারফির ইংলিশ গ্রামার ইন ইউজসহ আরও কিছু প্রামাণ্য বই হাতের কাছে রাখবেন। এসব বই কষ্ট করে উল্টেপাল্টে উত্তর খোঁজার অভ্যাস করুন, অনেক কাজে দেবে। যেমন এনট্রাস্ট শব্দটির পর 'টু' হয়, আবার 'উইথ'ও হয়। ডিকশনারির উদাহরণ দেখে এটা লিখে লিখে শিখলে ভুলে যাওয়ার কথা না।

সামারি: একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। ওটা ভালোভাবে অন্তত পাঁচবার খুব দ্রুত পড়বেন। পড়ার সময় কঠিন শব্দ দেখে ভয় পাবেন না। কঠিন অংশগুলোতে সাধারণত মূল কথা দেওয়া থাকে না। মূল কথা কোথায় কোথায় আছে, দাগিয়ে ফেলুন। পুরো প্যাসেজটাকে তিন-চারটি ভাগে ভাগ করে ফেলুন। এরপর প্রতিটি ভাগের কয়েকটি বাক্যকে একটি করে বাক্যে লিখুন। প্যাসেজ থেকে হুবহু তুলে দেবেন না। একটু এদিক-ওদিক করে নিজের মতো করে লিখুন। এখানে উদাহরণ-উদ্ধৃতি দেবেন না। ভালো কথা, শুরুতেই সামারির টাইটেল দিতে ভুলবেন না। এই অংশের জন্য নিয়মিত পেপারের সম্পাদকীয় আর আর্টিকেল সামারাইজ করার চেষ্টা করুন।

লেটার: একটা প্যাসেজ কিংবা একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে। সেটির ওপর ভিত্তি করে কোনো একটি ইস্যু নিয়ে পত্রিকার সম্পাদক বরাবর একটি পত্র লিখতে হবে। এই অংশের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নিয়মিত পত্রিকার লেটার টু দি এডিটর অংশটি পড়ুন, সঙ্গে কিছু গাইড বই। লেটার অংশে নিয়মকানুনের ওপর মার্কস বরাদ্দ থাকে। লেটারের ভাষা হবে খুব ফরমাল।

ইংরেজি পার্ট-বি

এসে বা রচনা: নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার মধ্যে একটি রচনা লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, কিছু আন্তর্জাতিক পত্রিকা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখুন৷ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বিভিন্ন লেখকের রচনা, পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে উদ্ধৃতি দিলে মার্কস বাড়বে৷ এই অংশগুলো লিখতে নীল কালি ব্যবহার করলে সহজে পরীক্ষকের চোখে পড়বে৷ কোটেশন ছাড়া রচনা লেখার চিন্তাও মাথায় আনবেন না। এসে কমন পড়বে না, এটা মাথায় রেখে সাজেশন রেডি করে প্রস্তুতি নিন। নিজের মতো করে সহজ ভাষায় বিভিন্ন টপিক নিয়ে ননস্টপ লেখার প্র্যাকটিস করুন।

অনুবাদ নিয়ে গত সংখ্যায় বাংলার প্রস্তুতি অংশে বলেছি। ওটাই একইভাবে ইংরেজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

শেয়ার করুন

৩৫তম বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিজ্ঞানের ছাত্র না, এটা ভাববেন না

সুশান্ত পাল |
৩০ তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী

প্রিলিতে যাঁরা পাস করেছেন, আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা লিখিত পরীক্ষার আগের বছরের প্রশ্নগুলো আর নতুন সিলেবাস সম্পর্কে ইতিমধ্যে খুব ভালো একটা ধারণা নিয়ে ফেলেছেন। অনেকেই সাজেশন তৈরি শুরু করেছেন। কী কী ধরনের প্রশ্ন আসে, সে সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে কয়েক সেট গাইড বই কিনে সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলছেন। রেফারেন্স বইটইও ঘাঁটাঘাঁটি চলছে। প্রতিদিন বাসায় পড়াশোনা করছেন কমপক্ষে ৮-১০ ঘণ্টা। যাঁদের চাকরি করতেই হচ্ছে, তাঁরা চাকরির পাশাপাশি বাসায় এসে অন্তত ৪-৫ ঘণ্টা সময় বের করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিশ্চয়ই। প্রচুর প্র্যাকটিস করছেন, রাত জেগে ম্যাথস, গ্রামার, ট্রান্সলেশন এসব করছেন 'সেইরকম' করে। যেকোনো প্রশ্ন পড়ার সময় অন্তত ৩-৪ সেট গাইড বই সামনে রেখে, ইন্টারনেট ঘেঁটে, রেফারেন্স বই, প্রাসঙ্গিক টেক্সট বই পড়ে খুব দ্রুত দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ে নিচ্ছেন। পেপার, ইন্টারনেট তো এখনকার নিত্যসঙ্গী। ফেসবুকে ঢুঁ মারছেন একটু কম। চাকরি বলে কথা! যে চাকরিটা অন্তত ৩০ বছর আরাম করে করবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন, সেটার জন্য তিন মাস নাওয়াখাওয়া বাদ দিয়ে পড়াশোনা করবেন না, এ রকম বোকা আপনি নন!
অনেক কথা হল। এখন লিখিত পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করছি। এই অংশের জন্য আগের বছরের প্রশ্নগুলো আর গাইড বইয়ের সাজেশনের প্রশ্নগুলো প্রথমেই খুব ভালোভাবে যথেষ্ট সময় নিয়ে কয়েকবার পড়ে ফেলুন। বিজ্ঞানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা ছাত্র না, এটা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নেবেন না। বিজ্ঞানে মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যরচনা না করলেই ভালো হয়। এ অংশে প্রয়োজনীয় চিহ্নিত চিত্র, সংকেত, সমীকরণ দিতে পারলে আপনার খাতাটা অন্য দশজনের খাতার চাইতে আলাদা হবে। এসব জিনিস লিখে লিখে শিখতে হয়। ১০ মার্কসের একটা প্রশ্ন উত্তর করার চাইতে ৪ +৩ +৩ = ১০ মার্কসের তিনটি প্রশ্নের উত্তর করা ভালো।
পার্ট-এ: সাধারণ বিজ্ঞান
আলো, শব্দ, চৌম্বকবিদ্যা: গাইড বই, ৯ ম-১০ম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান, ১১ শ-১২শ শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র
অম্ল, ক্ষারক, লবণ: ৯ম-১০ম শ্রেণির রসায়নবিজ্ঞান, ১১ শ-১২শ শ্রেণির রসায়নবিজ্ঞান ১ম পত্র
পানি, আমাদের সম্পদসমূহ, পলিমার, বায়ুমণ্ডল, খাদ্য ও পুষ্টি, জৈবপ্রযুক্তি, রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্যের যত্ন গাইড বই, ইন্টারনেট, ৯ ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান, ৯ম-১০ম শ্রেণির ভূগোল
পার্ট-বি: কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
গাইড বই, ইন্টারনেট, পিটার নরটনের ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটারস, উচ্চমাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্র

পার্ট-সি: ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক টেকনোলজি
গাইড বই+ উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্রের বই
সিলেবাস দেখে টপিক ধরে ধরে কোনটা কোনটা দরকার, শুধু ওইটুকুই ওপরের বইগুলো থেকে পড়বেন (গাইডেও অনেক কিছু দেওয়া থাকে যেগুলোর কোনো দরকার নেই)। চাইলে পুরো বই না কিনে যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু ফটোকপি করে নিতে পারেন। ইন্টারনেটে টপিকগুলোকে গুগলে সার্চ করে পড়লে খুবই ভালো হয়

সবচাইতে ভালটি সবচাইতে ভালভাবে করে কীভাবে?
সুশান্ত পাল
৩০তম বিসিএস এ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম
----------**
২৭ বছর বয়সে যখন হন্যে হয়ে ব্যাংকে চাকরি খুঁজছেন, তখন আপনারই বয়েসি কেউ একজন সেই ব্যাংকেরই ম্যানেজার হয়ে বসে আছেন। আপনার ক্যারিয়ার যখন শুরুই হয়নি, তখন কেউ কেউ নিজের টাকায় কেনা দামি গাড়ি হাঁকিয়ে আপনার সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছে। কর্পোরেটে যে সবসময় চেহারা দেখে প্রমোশন দেয়, তা নয়। দিন বদলাচ্ছে, কনসেপ্টগুলো বদলে যাচ্ছে। শুধু বেতন পাওয়ার জন্য কাজ করে গেলে শুধু বেতনই পাবেন। কথা হল, কেন এমন হয়? সবচাইতে ভালটি সবচাইতে ভালভাবে করে কীভাবে? কিছু ব্যাপার এক্ষেত্রে কাজ করে। দুএকটি বলছি।
প্রথমেই আসে পরিশ্রমের ব্যাপারটা। যারা আপনার চাইতে এগিয়ে, তারা আপনার চাইতে বেশি পরিশ্রমী। এটা মেনে নিন। ঘুমানোর আনন্দ আর ভোর দেখার আনন্দ একসাথে পাওয়া যায় না। শুধু পরিশ্রম করলেই সব হয় না। তা-ই যদি হত, তবে গাধা হত বনের রাজা। শুধু পরিশ্রম করা নয়, এর পুরস্কার পাওয়াটাই বড় কথা। অনলি ইওর রেজাল্টস্ আর রিওয়ার্ডেড, নট ইওর এফর্টস্। আপনি এক্সট্রা আওয়ার না খাটলে এক্সট্রা মাইল এগিয়ে থাকবেন কীভাবে? সবার দিনই তো ২৪ ঘণ্টায়। আমার বন্ধুকে দেখেছি, অন্যরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে রাত জেগে আউটসোর্সিং করে। ও রাত জাগার সুবিধা তো পাবেই! আপনি বাড়তি কী করলেন, সেটাই ঠিক করে দেবে, আপনি বাড়তি কী পাবেন। আপনি ভিন্নকিছু করতে না পারলে আপনি ভিন্নকিছু পাবেন না। বিল গেটস রাতারাতি বিল গেটস হননি। শুধু ভার্সিটি ড্রপআউট হলেই স্টিভ জবস কিংবা জুকারবার্গ হওয়া যায় না। আমার মত অনার্সে ২.৭৪ সিজিপিএ পেলেই বিসিএস আর আইবিএ ভর্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যাওয়া যাবে না। আউটলায়ার্স বইটি পড়ে দেখুন। বড় মানুষের বড় প্রস্তুতি থাকে। নজরুলের প্রবন্ধগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন, উনি কতটা স্বশিক্ষিত ছিলেন। শুধু রুটির দোকানে চাকরিতেই নজরুল হয় না। কিংবা স্কুলকলেজে না গেলেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে যাওয়া যাবে না। সবাই তো বই বাঁধাইয়ের দোকানে চাকরি করে মাইকেল ফ্যারাডে হতে পারে না, বেশিরভাগই তো সারাজীবন বই বাঁধাই করেই কাটিয়ে দেয়।
স্টুডেন্টলাইফে কে কী বলল, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের ব্যাচে যে ছেলেটা প্রোগ্রামিং করতেই পারত না, সে এখন একটা সফটওয়্যার ফার্মের মালিক। যাকে নিয়ে কেউ কোনদিন স্বপ্ন দেখেনি, সে এখন হাজার হাজার মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। ক্যারিয়ার নিয়ে যার তেমন কোন ভাবনা ছিল না, সে সবার আগে পিএইচডি করতে আমেরিকায় গেছে। সব পরীক্ষায় মহাউত্সাহে ফেল করা ছেলেটি এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। আপনি কী পারেন, কী পারেন না, এটা অন্যকাউকে ঠিক করে দিতে দেবেন না। পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পাননি? প্রাইভেটে পড়ছেন? কিংবা ন্যাশনাল ভার্সিটিতে?

সবাই বলছে, আপনার লাইফটা শেষ? আমি বলি, আরে! আপনার লাইফ তো এখনো শুরুই হয়নি। আপনি কতদূর যাবেন, এটা ঠিক করে দেয়ার অন্যরা কে? লাইফটা কি ওদের নাকি? আপনাকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে কেন? কিংবা ডাক্তারি পাস করে কেন ডাক্তারিই করতে হবে? আমার পরিচিত এক ডাক্তার ফটোগ্রাফি করে মাসে আয় করে ৬-৭ লাখ টাকা। যেখানেই পড়াশোনা করেন না কেন, আপনার এগিয়ে যাওয়া নির্ভর করে আপনার নিজের উপর। শুধু 'ওহ শিট', 'সরি বেবি', 'চ্যাটিংডেটিং' দিয়ে জীবন চলবে না। আপনি যার উপর ডিপেনডেন্ট, তাকে বাদ দিয়ে নিজের অবস্থানটা কল্পনা করে দেখুন। যে গাড়িটা করে ভার্সিটিতে আসেন, ঘোরাঘুরি করেন, সেটি কি আপনার নিজের টাকায় কেনা? ওটা নিয়ে ভাব দেখান কোন আক্কেলে? একদিন আপনাকে পৃথিবীর পথে নামতে হবে। তখন আপনাকে যা যা করতে হবে, সেসব কাজ এখনই করা শুরু করুন। জীবনে বড় হতে হলে কিছু ভাল বই পড়তে হয়, কিছু ভাল মুভি দেখতে হয়, কিছু ভাল মিউজিক শুনতে হয়, কিছু ভাল জায়গায় ঘুরতে হয়, কিছু ভাল মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, কিছু ভাল কাজ করতে হয়। জীবনটা শুধু হাহাহিহি করে কাটিয়ে দেয়ার জন্য নয়। একদিন যখন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তখন দেখবেন, পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে। স্কিল ডেভেলাপমেন্টের জন্য সময় দিতে হয়। এসব একদিনে কিংবা রাতারাতি হয় না। "আপনার মত করে লিখতে হলে আমাকে কী করতে হবে? আমি আপনার মত রেজাল্ট করতে চাই। আমাকে কী করতে হবে?" এটা আমি প্রায়ই শুনি। আমি বলি, "অসম্ভব পরিশ্রম করতে হবে। নো শর্টকাটস্। সরি!" রিপ্লাই আসে, "কিন্তু পড়তে যে ভাল লাগে না। কী করা যায়?" এর উত্তরটা একটু ভিন্নভাবে দিই। আপনি যখন স্কুলকলেজে পড়তেন, তখন যে সময়ে আপনার ফার্স্ট বয় বন্ধুটি পড়ার টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত, সে সময়ে আপনি গার্লস স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন সময় এসেছে, ও ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আপনি পড়ার টেবিলে বসে থাকবেন। জীবনটাকে যে সময়ে চাবুক মারতে হয়, সে সময়ে জীবনটাকে উপভোগ করলে, যে সময়ে জীবনটাকে উপভোগ করার কথা, সে সময়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবেন না, এটাই স্বাভাবিক। এটা মেনে নিন। মেনে নিতে না পারলে ঘুরে দাঁড়ান। এখনই সময়!

বড় হতে হলে বড় মানুষের সাথে মিশতে হয়, চলতে হয়, ওদের কথা শুনতে হয়। এক্ষেত্রে ভার্সিটিতে পড়ার সময় বন্ধু নির্বাচনটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সাবকনশাস মাইন্ড আপনাকে আপনার বন্ধুদের কাজ দ্বারা প্রভাবিত করে। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের চাইতে ইনফেরিয়র লোকজনের সাথে ওঠাবসা করি, কারণ তখন আমরা নিজেদেরকে সুপিরিয়র ভাবতে পারি। এ ব্যাপারটা সুইসাইডাল। আশেপাশে কাউকেই বড় হতে না দেখলে বড় হওয়ার ইচ্ছে জাগে না। আরেকটা ভুল অনেকে করেন। সেটি হল, ধনীঘরের সন্তানদের সাথে মিশে নিজেকে ধনী ভাবতে শুরু করা। মানুষ তার বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উজাড় বনে তো শেয়ালই রাজা হয়। আপনি কী শেয়ালরাজা হতে চান, নাকি সিংহরাজা হতে চান, সেটি আগে ঠিক করুন।

বিনীত হতে জানাটা মস্ত বড় একটা আর্ট। যারা অনার্সে পড়ছেন, তাদের অনেকের মধ্যেই এটার অভাব রয়েছে। এখনো আপনার অহংকার করার মত কিছুই নেই, পৃথিবীর কাছে আপনি একজন নোবডি মাত্র। বিনয় ছাড়া শেখা যায় না। গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয় গুরুর পায়ের কাছে বসে। আজকাল শিক্ষকরাও সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করেন না, স্টুডেন্টরাও সম্মান করতে ভুলে যাচ্ছে। আপনি মেনে নিন, আপনি ছোটো। এটাই আপনাকে এগিয়ে রাখবে। বড় মানুষকে অসম্মান করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। নিজের প্রয়োজনেই মানুষকে সম্মান করুন

৩৫তম বিসিএস প্রস্তুতি নির্দেশনা

সুশান্ত পাল
সম্মিলিত জাতীয় মেধায় ১ম , ৩০তম বিসিএস ।

বিসিএস সাধারণ জ্ঞান

কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না

.বাংলাদেশ বিষয়গুলোয় বাংলাদেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে প্রশ্ন আসবে। প্রশ্নের মানবণ্টন সম্পর্কে নতুন সিলেবাসে কিছু বলা নেই, তাই ধরে নিচ্ছি ওটা আগের মতোই থাকবে। কিছু টিপস দিচ্ছি। এগুলো পড়ে নিজের মতো করে কাজে লাগাবেন।

. অন্তত তিন-চার সেট গাইড বই কিনে ফেলুন। বিভিন্ন রেফারেন্স বই, যেমন মোজাম্মেল হকের উচ্চমাধ্যমিক পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র, বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাসংবলিত বই, মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই, নীহাররঞ্জনের ছোটদের রাজনীতি, আকবর আলী খানের পরার্থপরতার অর্থনীতি ইত্যাদি বই পড়ে ফেলুন। বিসিএস পরীক্ষার জন্য যেকোনো বিষয়ের রেফারেন্স পড়ার একটা ভালো কৌশল হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য না পড়ে, নম্বর পাওয়ার জন্য পড়া৷ এটা করার জন্য বিভিন্ন বছরের প্রশ্ন দেখে ভালোভাবে জেনে নেবেন, কোন ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভালোভাবে দেখে, এরপর রেফারেন্স বই থেকে ‘বাদ দিয়ে, বাদ দিয়ে’ পড়ুন৷

. চার ঘণ্টা না বুঝে পড়ার চেয়ে এক ঘণ্টা প্রশ্ন দেখে-বুঝে পড়া অনেক ভালো। তাহলে চার ঘণ্টার পড়া দুই ঘণ্টায় সম্ভব। বেশি বেশি প্রশ্নের ধরন দেখুন, কীভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে পড়া যায়, সেটা শিখতে পারবেন। এটা প্রস্তুতি শুরু করার প্রাথমিক ধাপ। এর জন্য যথেষ্ট সময় দিন। অন্যরা যা যা পড়ছে, আমাকেও তা-ই পড়তে হবে—এই ধারণা ঝেড়ে ফেলুন। সবকিছু পড়ার সহজাত লোভ সামলান। একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় একবার পড়ার চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বারবার পড়ুন৷

. অনলাইনে চার-পাঁচটা পত্রিকা পড়বেন। পত্রিকা পড়ার সময় খুব দ্রুত পড়বেন। পুরো পত্রিকা না পড়ে বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শুধু পড়বেন। একটা পেপারে এ ধরনের দরকারি লেখা থাকে খুব বেশি হলে দুই-তিনটা। প্রয়োজনে সেগুলোকে ওয়ার্ড ফাইলে সেভ করে রাখুন, পরে পড়ুন।

. পত্রিকা পড়ার সময় কলাম বা নিবন্ধ পড়ে বুঝে নেবেন, কোন কোন টপিক থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে। বাংলাদেশ বিষয়গুলোয় সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে প্রশ্নের ধরন বদলাতে পারে। বিভিন্ন কলাম পড়ার সময় কোন কলামিস্ট কোন বিষয় নিয়ে লেখেন, কোন স্টাইলে লেখেন, সেটা ভালো করে খেয়াল করুন এবং নোটবুকে কলামিস্টের নাম, এরিয়া অব ইন্টারেস্ট, স্টাইল লিখে রাখুন। পরীক্ষার খাতায় উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় এটা খুব কাজে লাগবে।

. প্রয়োজনীয় চিহ্নিত চিত্র ও ম্যাপ আঁকুন৷ যথাস্থানে বিভিন্ন ডেটা, টেবিল, চার্ট, রেফারেন্স দিন৷ পেপার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় উদ্ধৃতির নিচে সোর্স ও তারিখ উল্লেখ করবেন। পরীক্ষার খাতায় এমন কিছু দেখান, যেটা আপনার খাতাকে আলাদা করে তোলে। যেমন ধরুন, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সোর্সসহ রেফারেন্স দিতে পারেন। উইকিপিডিয়া কিংবা বাংলাপিডিয়া থেকে উদ্ধৃত করতে পারেন। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে কে কী বললেন, সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারেন। পেপারের সম্পাদকীয় থেকে ফরমাল উপস্থাপনার স্টাইল শিখতে পারেন।

. নোট করে পড়ার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই৷ এতটা সময় পাবেন না৷ বরং কোন প্রশ্ন কোন সোর্স থেকে পড়ছেন, সেটা লিখে রাখুন৷ রিভিশন দেওয়ার সময় কাজে লাগবে৷ বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল

ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, কিছু আন্তর্জাতিক পত্রিকা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখুন৷ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে রাখুন৷ প্রয়োজনমতো পরীক্ষার খাতায় রেফারেন্স উল্লেখ করুন৷

. বিভিন্ন রেফারেন্স, টেক্সট ও প্রামাণ্য বই অবশ্যই পড়তে হবে৷ বিসিএস পরীক্ষায় অনেক প্রশ্নই কমন পড়ে না৷ এসব বই পড়া থাকলে উত্তর করাটা সহজ হয়৷ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বিভিন্ন লেখকের রচনা, পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে উদ্ধৃতি দিলে নম্বর বাড়বে৷ এই অংশগুলো লিখতে নীল কালি ব্যবহার করলে সহজে পরীক্ষকের চোখে পড়বে৷ চেষ্টা করবেন, প্রতি পেজে অন্তত একটা কোটেশন, ডেটা, টেবিল, চার্ট কিংবা রেফারেন্স, কিছু না কিছু দিতে। ভালো কথা, পুরো সংবিধান মুখস্থ করার কোনো দরকারই নেই। যেসব ধারা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে, সেগুলোর ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়ুন। সংবিধানের ধারাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করতে হয় না।

. লেখা সুন্দর হলে ভালো, না হলেও সমস্যা নেই৷ লিখিত পরীক্ষায় অনেক বেশি দ্রুত লিখতে হয়৷ তাই প্রতি তিন-পাঁচ মিনিটে এক পৃষ্ঠা লেখার প্র্যাকটিস করুন৷ খেয়াল রাখবেন, যাতে লেখা পড়া যায়৷ সুন্দর উপস্থাপনা মার্কস বাড়ায়৷

. কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না৷ উত্তর জানা না থাকলে ধারণা থেকে অন্তত কিছু লিখে আসুন৷ ধারণা না থাকলে, কল্পনা থেকে লিখুন। কল্পনায় কিছু না এলে প্রয়োজনে জোর করে কল্পনা করুন! আপনি প্রশ্ন ছেড়ে আসছেন, এটা কোনো সমস্যা নয়৷ সমস্যা হলো, কেউ না কেউ সেটার উত্তর দিয়েছে৷

. মাঝেমধ্যে বিভিন্ন টপিক নিয়ে ননস্টপ লেখার প্র্যাকটিস করুন৷ বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার অভ্যাস বাড়ান৷ এতে আপনার লেখা মানসম্মত হবে৷ কোনো উত্তরই মুখস্থ করার দরকার নেই৷ বরং বারবার পড়ুন, বিভিন্ন সোর্স থেকে৷ ধারণা থেকে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন৷ কেউই সবকিছু ঠিকঠাক লিখে ক্যাডার হয় না। লিখিত পরীক্ষায় সবাই-ই বানিয়ে লেখে। এটা কোনো ব্যাপার নয়! বরং ঠিকভাবে বানিয়ে লেখাটাও একটা আর্ট।

শেয়ার করু

সুশান্ত পাল

৩০ তম বিসিএস এ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারী

আজকের প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত

----------**----------

প্রস্তুতি প্রস্তুতি ভাব, প্রস্তুতির

অভাব নিয়েও বুঝে হোক, না-বুঝে হোক, লিখলেই রিটেনে পাস করে ফেলবেন, কিন্তু চাকরিটা না-ও হতে পারে। কীভাবে লিখলে ভালো হয়, আর সে জন্য এ কদিনে যা যা করতে পারেন:

১) পরীক্ষা নিয়ে টেনশন হওয়াটা

একটা সাধারণ বিষয় এবং না-পড়ার অজুহাতও হয়তো। তাই ওই মুহূর্তে আপনার পছন্দের বিষয়টি পড়ুন।

২) কোচিংয়ে যাওয়া,

অপ্রয়োজনে বের হওয়া বাদ দিন। বাসায় পড়ার পেছনে সময় দিন, প্রতিদিন অন্তত ১৪-১৬ ঘণ্টা।

৩) ফেসবুকেআত্মপ্রেমকে ছুটি দিয়ে দিন।
৪) কে কী পড়ল, ভুলেও খবর নেবেননা। যাঁদের প্রস্তুতি আপনার চেয়ে ভালো, তাঁদের ক্ষমা করে দিন।
৫) সব প্রশ্ন পড়ার সহজাত লোভসামলান।
৬) যাঁরা চাকরি করেন,তাঁরা এ মাসের জন্য হয় চাকরি অথবা ঘুমটুম বাদ দিন।
৭) মোবাইল ফোন যত সম্ভব অফ রাখুন। ল্যাপটপথেকেও দূরে থাকুন।
৮) কিছু একটা পড়ছেন, পড়তে পড়তে ক্লান্ত! ভালো লাগে, এমন কিছু পড়ুন, ক্লান্তি কেটে যাবে। রাতে ঘুম কাটাতে ম্যাথস, গ্রামার, ট্রান্সলেশন,মেন্টাল অ্যাবিলিটি প্র্যাকটিস করুন।
৯) রাত দুইটার আগে ঘুমাবেন না,সকাল ছয়টার পরে উঠবেন না। চার ঘণ্টা ঘুম, ব্যস!
১০) বাংলাদেশ ওআন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পড়বেন কম।বাকি চারটা বেশি বেশি পড়ুন।
১১) কোনো টপিক একেবারেই না পড়ে গেলে পরীক্ষায় বানিয়ে
লেখাটাও সহজ হবে না। সবকিছু
একবার হলেও 'টাচ করে' যান।
১২) রেফারেন্স বই পড়ার সময় নেই।কয়েকটি ডাইজেস্ট কিনে ফেলুন।
১৩) অন্য কারও নয়, সাজেশন তৈরি করুন নিজে।
১৪) প্রশ্ন কমন পেতে নয়, অন্তত
বানিয়ে লেখার জন্য ধারণা পেতে প্রস্তুতি নিন। ১৫) প্রশ্নের
গুরুত্ব ও নম্বরের ভিত্তিতে সময় বণ্টন আগেই ঠিক করে নিন। ১৬) ইচ্ছে মতোদাগিয়ে দাগিয়ে, লিখে লিখে বই পড়ুন। রিভাইজের সময় কাজে লাগবে।
১৭) ০.৫ মার্কসও ছেড়ে আসা যাবে না। যে করেই হোক, 'ফুল অ্যানসার' করে আসতে হবে। গড়ে প্রতি তিন-পাঁচ মিনিটে এক পৃষ্ঠা। অনেক বেশি দ্রুত লেখার চেষ্টা করুন।
১৮) প্রতি পেজে অবশ্যই অন্তত একটাপ্রাসঙ্গিক চিহ্নিত চিত্র, ম্যাপ,উদ্ধৃতি, ডেটা, টেবিল, চার্ট
কিংবা রেফারেন্স দিন।
১৯) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা, শর্ট নোট, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ,অনুবাদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভালোভাবে পড়ুন, নোট করে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না!
২০) যত কষ্টই হোক, অবশ্যই বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়কে নিয়মিত অনুবাদ করুন।
২১) বিভিন্ন লেখকের রচনা,
পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়,
ইন্টারনেট, বিভিন্ন সংস্থার
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট,
সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা ও
ব্যাখ্যা, উইকিপিডিয়া,
বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েব
পোর্টাল, কিছু আন্তর্জাতিক

পত্রিকা, বিভিন্ন রেফারেন্স
থেকে নীল কালিতে উদ্ধৃতি
দিলে মার্কস বাড়বে
২২) প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৫
মার্কসের একটি প্রশ্ন উত্তর করার
চেয়ে ৪+৩+৩+৫=১৫ মার্কসের চারটি প্রশ্নের উত্তর করা ভালো।
২৩) বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখেন, এরকম ২৫-৩০ জনের নাম এবং তাঁদের 'এরিয়া অব ইন্টারেস্ট' ডায়েরিতে লিখে রাখুন।
উদ্ধৃতি দেওয়ার সময়
কাজে লাগবে।
২৪) যা অন্যরাপারে না কিংবা কম পারে, কিন্তুপারা দরকার, তা ভালো করে দেখুন।
২৫) পেপার থেকে বিভিন্ন
পর্যালোচনা, নিজস্ব বিশ্লেষণ,
সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সেটির
প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদির সাহায্যে
লিখলে আপনার খাতাটি আলাদা করে পরীক্ষকের চোখে পড়বে।
২৬) বেশি বেশি পয়েন্ট দিয়ে
প্যারা করে করে লিখবেন। প্রথম আর শেষ প্যারাটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হওয়া চাই।
২৭) বিভিন্ন কলামিস্টের
দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ইস্যুকে
ব্যাখ্যা করে উত্তরের শেষের
দিকে আপনার নিজের মতো করে নিজের বিশ্লেষণ দিয়ে উপসংহার টানুন। কোনো মন্তব্য কিংবা নিজস্ব মতামত থাকলে (এবং না থাকলেও) লিখুন।
২৮) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য কমপক্ষে ৩০টি সুপরিচিত বাংলা বই সম্পর্কে জেনে নিন।
২৯) স্পেলিং আর গ্রামাটিক্যাল
মিসটেক না করে একেবারে সহজ ভাষায় লিখলেও ইংরেজিতে বেশি মার্কস আসবে।
৩০) শর্টকাটে ম্যাথস করবেন না,
প্রতিটি স্টেপ বিস্তারিতভাবে
দেখাবেন।
৩১) সাধারণ বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তির জন্য আগের বছরের আর ডাইজেস্টের সাজেশনসের
প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়ে ফেলুন।
৩২) ডাইজেস্টের পাশাপাশি তিন-চারটি আইকিউ টেস্টের বই আর ইন্টারনেটে মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন সমাধান করুন।
৩৩) পুরো সংবিধান মুখস্থ না করে যেসব ধারা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে, সেগুলোর ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়ুন।

ধারাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করতে হয় না।

৩৪)আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

টপিকগুলো গুগলে সার্চ করে করে পড়তে পারেন। যে ইস্যু কিংবা সমস্যার কথা লিখবেন, সেটিকে বিশ্লেষণ করে নানা দিক

বিবেচনায় সেটার সমাধান কী

হতে পারে, আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এবং আপনার নিজের মতামত ইত্যাদি পয়েন্ট আকারে লিখুন।

৩৫) শতভাগ প্রস্তুতি নিয়ে কারও পক্ষেই লিখিত পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শতভাগ শিখেছি ভেবে তার ৬০ ভাগ ভুলে গিয়ে বাকি ৪০ ভাগকে ঠিকমতো কাজে লাগানোই আর্ট।

কঠোর পরিশ্রম করুন, প্রস্তুতি নিতে না পারার পক্ষে অজুহাত দেখিয়ে কোনোই লাভ নেই। আপনি সফল হলে আপনাকে অজুহাত দেখাতে হবে না, আর আপনি ব্যর্থ হলে আপনার অজুহাত কেউ শুনবেই না। গুড লাক!

৩৫তম বিসিএস

রিটেনে ভালো করার ২৫ টিপস

৩৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১ সেপ্টেম্বর। বিসিএসে টেকা অনেকটাই নির্ভর করছে এ পরীক্ষার ওপর। ভালো করার ২৫টি টিপস, সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দিয়েছেন ৩০তম বিসিএসে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম সুশান্ত পাল

লিখিত পরীক্ষা খুবই সহজ; লিখে এলেই হয়। ফেল করা কঠিন বলে পাস করা আরো সহজ। এমনটি ভাবলে শুধু পাস করার সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারবেন, আর কিছুই না। যদি ঠিকভাবে বুঝেশুনে পরিশ্রম করেন আর সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন, তবে ভালোভাবে পাস করার যথার্থ পুরস্কার হিসেবে চাকরিটা পাবেন। হাতে আর এক মাসও নেই। এ অল্প সময়ে কী করা যায়? কিছু বুদ্ধি দিই।

১. এ সময় কোচিং দূরে থাক, নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়াও বাদ দিন। প্রিপারেশন প্রিপারেশন ভাব, প্রিপারেশনের অভাব-এমন হলে চলবে না। বাসায় বসে যত বেশি সম্ভব পড়াশোনা করুন, দিনে কমপক্ষে ১৫ ঘণ্টা।

২. কোচিংয়ে মডেল টেস্ট না দিলেও ক্ষতি নেই। দিলেও টেস্টের নম্বর দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি মূল্যায়ন করবেন না।

৩. সম্ভব হলে বাসার টুকিটাকি কাজের ভার এক মাসের জন্য অন্য কাউকে দিয়ে দিন।

৪. ফেসবুক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন। ফেসবুকিংয়ের ফাঁকে পড়া নয়, পড়ার ফাঁকে একটুখানি ফেসবুকিং করুন।

৫. কে কতটুকু পড়ে ফেলেছেন, সে খবর নেবেন না। আপনি যা যা এখনো পড়েননি, তা তা পড়ে নিন।

৬. যেসব প্রশ্ন বারবার পড়লেও মনে থাকে না, সেসব প্রশ্নকে গুডবাই বলে দিন। একটা বিষয় পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে জোর করে ওই বিষয়টাই পড়তে থাকবেন না। যে বিষয়টা ওই মুহূর্তে পড়তে ভালো লাগে, সেটাই পড়ুন।

৭. চাকরি ঠিক রেখে প্রস্তুতি নেওয়াটা বেশ কঠিন। চাকরিজীবী হলে পারলে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিন।

৮. পড়তে বসার সময় মোবাইল ফোন আর ল্যাপটপ হাতের কাছে রাখবেন না।

৯. রাত ১১টার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ম্যাথস্, গ্রামার, অনুবাদ, মানসিক দক্ষতা প্র্যাকটিস করতে পারেন।

১০. বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির জন্য প্রতিদিন ৪-৫টি পত্রিকা পড়ুন। খেয়াল করুন কোন কোন বিষয়গুলো

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ দুটি বিষয়ে কিছুটা কম সময় দিলেও চলবে। বাকি চারটা বেশি বেশি পড়ুন।

১১. সব বিষয়ের সব টপিক অন্তত একবার হলেও পড়ে নিন। পড়তে না পারলে চোখ বুলিয়ে নিন। যদি কোনো বিষয়ের প্রস্তুতি না নিয়ে ধরে নেন যে পরীক্ষার হলে এমনি এমনি পারবেন, তবে আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

১২. নিজের সাজেশনস রেডি করুন নিজে; সম্ভব হলে একাধিক সেট। কারোর সাজেশনস অন্ধভাবে ফলো করবেন না।

১৩. আনকমন প্রশ্ন বলে কিছু নেই। কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসা যাবে না; উত্তর জানা না থাকলেও ধারণা থেকে অন্তত কিছু না কিছু লিখে আসুন। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় মাথায় রাখুন, আপনি প্রশ্ন কমন পাওয়ার জন্য নয়, বরং ধারণা থেকে লিখে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

১৪. কোন টপিক উত্তর করতে সর্বোচ্চ কত সময় নেওয়া যাবে, সেটি প্রশ্নের গুরুত্ব ও নম্বরের ভিত্তিতে ঠিক করে লিখে রাখুন।

১৫. দাগিয়ে দাগিয়ে বারবার পড়ুন। পড়ার সময় বাড়তি তথ্য বইয়ে লিখে রাখুন।

১৬. রেফারেন্স বই পড়ার সময় নেই? বাজারের কয়েকটা ডাইজেস্ট কিনে খুব দ্রুত পড়ে নিন।

১৭. প্রতি পৃষ্ঠায় নীল কালিতে অন্তত একটা প্রাসঙ্গিক চিহ্নিত চিত্র, ম্যাপ, উদ্ধৃতি, ডাটা, টেবিল, চার্ট কিংবা রেফারেন্স দিন।

১৮. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টিকা, শর্ট নোটস, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ, অনুবাদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভালোভাবে পড়ুন। নোট করে পড়ার দরকার নেই।

১৯. অনুবাদ অনেকের কাছেই কঠিন ঠেকে। যত কষ্টই হোক, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিয়মিত অনুবাদ করুন।

২০. প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বিভিন্ন লেখকের রচনা, পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে উদ্ধৃতি দিলে মার্কস বাড়বে।

২১. প্রশ্ন নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১০ মার্কসের একটা প্রশ্ন উত্তর করার চেয়ে ৪+৩+৩ = ১০ মার্কসের ৩টা প্রশ্নের উত্তর করা ভালো।

২২. লেখা সুন্দর হলে ভালো, না হলেও সমস্যা নেই। লিখিত পরীক্ষায় অনেক বেশি লিখতে হয়। তাই গড়ে প্রতি ৩ থেকে ৫ মিনিটে ১ পৃষ্ঠা লেখার অভ্যাস করুন।

২৩. কিছু কিছু সেগমেন্টে গড়ে কম নম্বর ওঠে। বেশি মার্কস তোলা সম্ভব-এমন সেগমেন্ট ঠিক করে সেগুলোতে ভালো প্রস্তুতি নিন।

২৪. বিভিন্ন ম্যাপ, ডাটা, চার্ট, টেবিল, পর্যালোচনা, নিজস্ব বিশ্লেষণ, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সেটির প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদির সাহায্যে লিখলে আপনার খাতাটি আলাদা করে পরীক্ষকের চোখে পড়বে।

২৫. প্রশ্নের উত্তর করার সময় যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট বা প্যারা আকারে লিখবেন। প্রশ্নের প্রথম আর শেষ প্যারাটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হওয়া চাই। আপনার নিজের বিশ্লেষণ, মন্তব্য কিংবা মতামত দিয়ে উপসংহার টানুন।

এবার বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা : ব্যাকরণ, ভাবসম্প্রসারণ (প্রাসঙ্গিক ২০টি বাক্যে), সারমর্ম (২-৩টি সহজ সুন্দর বাক্যে), অনুবাদ-এই টপিকগুলোতে বেশি জোর দিন। পত্র লেখার সময় নিয়মে ভুল করবেন না। কাল্পনিক সংলাপের জন্য বিভিন্ন সাম্প্রতিক

বিষয় নিয়ে ধারণা বাড়ান। গ্রন্থ সমালোচনার জন্য কমপক্ষে ৩০টি সুপরিচিত বাংলা বই দেখুন। রচনা লেখার সময় মাইন্ড-ম্যাপিং করে পয়েন্ট ঠিক করে ঘণ্টা পড়ার আগ পর্যন্ত লিখতে থাকুন।

ইংরেজি : ইংরেজিতে ভালো করার মূলমন্ত্র দুটি : এক. বানান ভুল করা যাবে না। দুই. গ্রামাটিক্যাল ভুল করা যাবে না। এই দুটি ব্যাপার মাথায় রেখে একেবারে সহজ ভাষায় লিখে যান, মার্কস আসবেই। কমপ্রিহেনশনের জন্য আইএলটিএস রিডিং পার্টের টেকনিকগুলো অনুসরণ করুন। কিছু প্রামাণ্য বই থেকে গ্রামার ও ইউসেজ প্রচুর প্র্যাকটিস করুন। সামারির জন্য ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকীয় আর আর্টিকেল সামারাইজ করার চেষ্টা করুন। লেটারের জন্য পত্রিকার লেটার টু দি এডিটর অংশটি দেখুন। রচনা কমন পড়বে না, এটা মাথায় রেখে সাজেশনস রেডি করে প্রস্তুতি নিন।

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : আগের বছরের আর ডাইজেস্টের সাজেশনসের প্রশ্নগুলো প্রথমেই খুব ভালোভাবে যথেষ্ট সময় নিয়ে কয়েকবার পড়ে ফেলুন। বিজ্ঞানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা ছাত্র না, এটা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নেবেন না। এ অংশে প্রয়োজনীয় চিহ্নিত চিত্র, সংকেত, সমীকরণ দিতে পারলে আপনার খাতাটা অন্য দশজনের খাতার চেয়ে আলাদা হবে।

গাণিতিক যুক্তি : প্রতিরাতে কিছু না কিছু ম্যাথস প্র্যাকটিস না করে ঘুমাবেন না। শর্টকাটে ম্যাথস করবেন না, প্রতিটি স্টেপ বিস্তারিতভাবে দেখাবেন। কোনো সাইডনোট, প্রাসঙ্গিক তথ্য যেন কিছুতেই বাদ না যায়। একটু বুঝেশুনে পড়লে অঙ্কে ফুল মার্কস পেতে সায়েন্সের স্টুডেন্ট হতে হয় না।

মানসিক দক্ষতা : এ অংশের প্রশ্নগুলো হবে সহজ, কিন্তু একটু ট্রিকি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ভালোভাবে প্রশ্ন পড়ে, বুঝে, পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে উত্তর করতে হবে। ডাইজেস্টের পাশাপাশি ৩-৪টা আইকিউ টেস্টের বই সলভ করুন; সম্ভব হলে ইন্টারনেটে প্র্যাকটিস করুন। এ অংশে ফুল মার্কস পাবেন না-এটা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিন।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি : কোন ধরনের প্রশ্ন আসে, সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা নিন। বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, কিছু আন্তর্জাতিক পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত দিন। পুরো সংবিধান মুখস্থ করার দরকারই নেই। যেসব ধারা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে, সেগুলোর ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়ুন। সংবিধান থেকে ধারাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করতে হয় না।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি : টপিকগুলো গুগলে সার্চ করে করে পড়তে পারেন। উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের সাহায্য নিন। ইন্টারনেটে মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তরই পাবেন। এ অংশের নতুন টপিক প্রবলেম সলভিং কোয়েশ্চেনে ভালো করার জন্য যে ইস্যু কিংবা সমস্যা দেওয়া থাকবে, সেটিকে বিশ্লেষণ করে নানা দিক বিবেচনায় সেটার সমাধান কী হতে পারে, আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও আপনার নিজের মতামত ইত্যাদি পয়েন্ট আকারে লিখুন। ভালো করার জন্য নিয়মিত পত্রিকা পড়ার বিকল্প নেই।

প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দুটি ব্যাপার মাথায় রাখুন :

এক. কী কী পড়বেন সেটা ঠিক করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কী কী পড়বেন না সেটা ঠিক করা।

দুই. মুখস্থ করার দরকার নেই, শতভাগ শিখেছি ভেবে তার ৬০ ভাগ ভুলে গিয়ে বাকিটা ঠিকমতো কাজে লাগানোই আর্ট। এ কয়েকটা দিন খুব ভালোভাবে কাজে লাগান। যে চাকরিটা অন্তত ৩০ বছর আরাম করে করবেন বলে ঠিক করেছেন, তার জন্য মাত্র ২০-২৫ দিন নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে পড়াশোনা করবেন না-এ রকম বোকা নিশ্চয়ই আপনি নন! গুড লাক

৩৫ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
পরীক্ষার শেষ সময়ে যা করতে পারেন
সুশান্ত পাল |
৩০ তম বিসিএস প্রথম।
লেখাটি যখন পড়ছেন, তার ঠিক তিন দিন পর থেকেই পরীক্ষা শুরু। আমি পরীক্ষার্থী হলে এ সময়ে যা যা করতাম এবং পরীক্ষার হলে যা যা করেছি, নিচে লিখলাম
৩৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে। এই পরীক্ষায় ভালো করতে হলে আপনার প্রস্তুতিও হতে হবে ভালো।
নিশ্চয়ই সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বাংলা এখন না পড়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে পড়ার জন্য রেখে দিতাম।
* কোন প্রশ্নে কত সময় দেব, সেটা প্রশ্নের গুরুত্ব এবং সময়বণ্টন অনুযায়ী ঠিক করে ফেলতাম।
* কে কী পড়েছে, সে খবর কিছুতেই নিতাম না। এ সময়ে মনমেজাজ খারাপ করার তো কোনো মানেই হয় না।
* যা যা পড়েছি, তার তেমন কিছুই মনে থাকবে না, এটা মেনে নিতাম।
* পরীক্ষায় বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই ওই মুহূর্তে মাথায় যা আসে তা-ই, কিংবা মাথায় কিছু না এলেও জোর করে এনে, লিখে দিয়ে আসতে হয়। তাই এত দিন যত কিছু পড়েছি, সেসব কিছুতে খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম, যাতে পরীক্ষার হলে কোনো প্রশ্ন একেবারে আনকোরা মনে না হয়!
* পেনসিল, কলম, রাবার, চৌকোনা স্কেল, ক্যালকুলেটর এসব গুছিয়ে রাখতাম। পরীক্ষার হলে কয়েকটা ‘চালু কলম’ নেওয়া ভালো। (আমি মূল খাতাটির পৃষ্ঠাগুলোতে চারদিকে মার্জিন করে, অতিরিক্ত পৃষ্ঠাগুলোর চারদিকে ভাঁজ করে দিয়েছিলাম।)
* গড়ে প্রতি তিন-পাঁচ মিনিটে এক পৃষ্ঠা লিখে, পরীক্ষার হলে সবার আগে আমিই ‘লুজ শিট’ নেব, এ ব্যাপারটা মাথায় রাখতাম। লিখিত পরীক্ষা নিঃসন্দেহে ছোটবেলার ‘যত বেশি সম্ভব তত বেশি’ লেখার পরীক্ষা।
* বাসা থেকে বের হওয়া, ফেসবুকে ঘন ঘন লগইন করা, কোচিংয়ে যাওয়া, অনাবশ্যক ফোনে গল্প করা, এসব মাথাতেও আনতাম না।
* লিখিত পরীক্ষা সুস্থ শরীরে মাথা ঠিক রেখে তিন-চার ঘণ্টা না থেমে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে একনাগাড়ে উত্তর লেখার পরীক্ষা। তাই, পরীক্ষার আগের রাতে অবশ্যই খুব ভালো একটা ঘুম দরকার।
* প্রস্তুতি ভালো কিংবা খারাপ যা-ই হোক না কেন, পরীক্ষায় ভালো করার একটা সিক্রেট হলো, পরীক্ষার হলে ‘আই অ্যাম দ্য বেস্ট!’ এ ভাবটা যতক্ষণ পরীক্ষা দিচ্ছি ততক্ষণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ধরে রাখা। এটা সত্যিই ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমার চেয়ে কেউ বেশি পারে, কিংবা আমার চেয়ে কেউ ভালো লিখছে, এটা মাথায় রাখলে আত্মবিশ্বাস কমে যাবে। ভালো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাসটাই বেশি কাজে লাগে।
* আমার অভিধানে ‘আনকমন প্রশ্ন’ বলে কিছু নেই। পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন না এলে বানিয়ে লিখে দিয়ে আসতে হবে, বানাতে না পারলে কল্পনায় আনতে হবে, কল্পনায় না এলে জোর করে কল্পনা করতে হবে। আমি উত্তর করছি না, এটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো, কেউ না কেউ সেটা উত্তর করছে।
* আমি বিশ্বাস করি, ভালো প্রস্তুতি থাকলেই যেমনি ভালো পরীক্ষা দেওয়া যায় না, তেমনি খারাপ প্রস্তুতি থাকলেই খারাপ পরীক্ষা দেওয়া যায় না। ফলাফল সব সময়ই চূড়ান্ত ফলাফল বের হওয়ার পর, আগে নয়। এর আগ পর্যন্ত আমি কিছুতেই

কারও চেয়ে কোনো অংশেই কম নই।

* আগে কী পড়েনি যা পড়া উচিত ছিল, সেটা নিয়ে মাথা খারাপ না করে, কী কী পড়েছি, সেটা নিয়ে ভাবতাম বেশি।

* লিখিত পরীক্ষায় এত দ্রুত আর এত বেশি লিখতে হয় যে মাঝেমধ্যে লিখতে লিখতে মনে হয় যেন হাতের আঙুলের জয়েন্টগুলো খুলে পড়ে যাবে। তবুও লিখেছি; ননস্টপ, আক্ষরিক অর্থেই। ওই তিন-চার ঘণ্টাতেই ছিল আমার জীবিকার ছক গাঁথা। বিসিএস পরীক্ষা মূলত লিখিত পরীক্ষায় বেশি মার্কস পাওয়ার পরীক্ষা।

* সংবিধানের সব ধারা আমার মুখস্থ ছিল না, অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত অত ভালো জানতাম না, মুখস্থবিদ্যা ছিল না, তবুও আমি চাকরি পেয়েছি। তবে আপনি পাবেন না কেন?

* এ সময়ে কিছু অভিনব প্রশ্নসমৃদ্ধ 'টাচ অ্যান্ড পাস' টাইপের সাজেশন পাওয়া যায়। এসব থেকে ১০০ হাত দূরে থাকতাম, নিজের সাজেশনসের ওপর নির্ভর করাই ভালো।

* যেসব প্রশ্ন বারবার পড়লেও মনে থাকে না, সেসব প্রশ্ন আমি বরাবরই এড়িয়ে গেছি। সবাই সবকিছু পারে না, সবকিছু সবার জন্য নয়।

* টেনশন থাকবেই। পরীক্ষা দিয়ে টেনশন করাটাও একটা সাধারণ ভদ্রতা। আমাকে না হয় কয়েকজন মানুষের প্রত্যাশার চাপ সামলাতে হয়, কিন্তু একজন সৌম্য সরকারকে তো অন্তত ১৬ কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ মাথায় রেখে খেলতে হয়। ও পারলে আমি কেন পারব না?

* বেশি পড়া হলে ভালো পরীক্ষা দেওয়া যায়, এমনটা নাও হতে পারে। ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার চেয়ে ভালো পরীক্ষা দেওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

* হাতের লেখা সুন্দর হোক বা না হোক, হাতের লেখা যাতে পড়া যায়। নীল কালিতে কোটেশন আর রেফারেন্স দিয়ে সবকিছু উত্তর করে হাতের লেখা সুন্দর রাখাটা রীতিমতো দুঃসাধ্য!

* কোন প্রশ্নের উত্তর কত পৃষ্ঠা লিখতে হবে, সেটা নির্ভর করে প্রশ্নটির নম্বর, গুরুত্ব, সময় আর আপনার লেখার দ্রুততার ওপর। সময় সবার জন্যই তো সমান, এটার সঠিক ব্যবস্থাপনাই আসল কথা।

'এবার যা হয় হোক, পরেরবার একদম ফাটায়ে পরীক্ষা দেব' এটা প্রতিবার পরীক্ষা দেওয়ার সময়ই আপনার মনে হতে থাকবে। এর আগে প্রথম আলোতে বিভিন্ন টপিক নিয়ে ছয়টি বিষয়ভিত্তিক লেখা এবং ৩৫টি পয়েন্টে ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ভালো করার প্রস্তুতিকৌশল নিয়ে আমার লেখা এসেছিল। প্রয়োজনে সেগুলো পড়ে নিন। গুডলাক

বিসিএস পরীক্ষায় ভাল করতে হলে

.....

সুশান্ত পাল, সম্মিলিত জাতীয় মেধায় ১ম , ৩০তম বিসিএস ।

.....

বন্ধুরা!

যারা বিসিএস পরীক্ষা দেবেন, প্রস্তুতিপর্বে তাদের প্রথমেই যেখানে পরিবর্তনটা আনতে হবে সেটা হলো মাইন্ডসেটে। পরীক্ষার ধরণ বদলে গেছে, এর মানে, পরীক্ষার ধরণ আপনার সাথে যারা পরীক্ষা দেবে, সবার জন্যই বদলে গেছে। আপনি এখানে ইউনিক কেউ নন। আগের পরীক্ষাগুলি সহজ ছিল, এর মানে কিন্তু এ-ই নয় যে, আগের পরীক্ষাগুলি দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছেন, তারা আপনার চাইতে কম মেধাবী। পরীক্ষার ধরণের ওপর ওদের কোনো হাত ছিল না। এখনকার মতো পরীক্ষা হলে ওরাও নিজেদেরকে ওভাবে করেই প্রস্তুত করতো। আচ্ছা, আপনি উনাদের সময়ে পরীক্ষা দিলেই চাকরিটা

পেয়ে যেতেন? শিওর? কাউকে আপনার চাইতে অযোগ্য বলার আগে উনার সাথে প্রতিযোগিতা করে উনাকে হারিয়ে দিয়ে এরপর বলুন। আপনার নিজেকে যোগ্য বলার আগে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেখান কাজে, মুখে নয়। মুখে কোনো কিছু বলে ফেলার জন্য কোনো বাড়তি যোগ্যতা লাগে না, শুধু কথা বলতে জানলেই হয়।

প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অথচ সেটা ঠিকমতো কাজে লাগছে না। কেন? আপনার প্রস্তুতির ধরণ ঠিক নেই। নিজে যা করছেন, সেটা হয়তো ঠিক, কিন্তু যথেষ্ট নাও হতে পারে। নোকিয়া কোম্পানি সবকিছুই ঠিকঠাক করছিলো, কাজে কোনো ফাঁকি ছিল না, ওদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও ভাল ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়ে গেল। কেন? ওরা যে পদ্ধতিতে ব্যবসা করছিলো, সেটাকে বদলানোর, প্রোডাক্টকে আপডেট করার সময় এসে গিয়েছিলো, কিন্তু ওরা সেটা না করেই ওদের মতো করে ব্যবসা করে যাচ্ছিলো। ওদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান, তারা তো আর বসে নেই! অন্যরা যখন পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করছিল, তখন ওরা পুরোনোকেই আঁকড়ে ধরে বসেছিল। শুধু ঠিক কাজটি করাটাই বড় কথা নয়, দেখতে হবে সে ঠিক কাজটি করা কতটুকু দরকার। আপনি কেমন, সেটা আপনি নিজেকে কেমন ভাবেন, সে ভাবনা নির্ধারণ করে দেয় না। আপনি আসলেই কেমন, সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। নিজের কাছে সবারই নিজেকে সেরা মনে হয়, অন্য কারোর চাইতে ভাল মনে হয়। সেটা আপনাকে কিছু বোকা আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই দেবে না। আপনি যেমন ছিলেন, তেমনই থেকে যাবেন। আপনি নিজেকে কী ভাবেন, সেটা কেউই কেয়ার করে না। আপনি আসলে কী, সেটাই অন্যরা দেখে। আপনার মূল্যায়ন আপনার কাজের মাধ্যমে, আপনার ভাবনার মাধ্যমে নয়। মুখে মুখে কিংবা মনে মনে হাতিঘোড়া মেরে কী লাভ? নিজের কল্পনার রাজ্যে সবাইই তো রাজা।

আপনি যা যা পারেন না, তা তা পারা দরকার কিনা, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। যদি দরকার হয়, তবে সেসবকিছু কীভাবে পারতে হয়, সেটা নিয়ে ভাবুন। একটা কাগজে লিখে ফেলুন, আপনার কোন কোন দুর্বলতা আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। এক্ষেত্রে নিজেকে বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়া যাবে না। আপনি ওটা পারেন না, এটা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, ওটা আপনার পারা দরকার কিন্তু পারার জন্য আপনি কোনো বুদ্ধি বের করছেন না, সেটা। যারা বিসিএস ক্যাডার হতে পারে আর যারা পারে না, তাদের মধ্যে পার্থক্য বেশি নয়। তিন জায়গাতে পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। এক। প্রস্তুতি নেয়ার ধরণে। দুই। পরীক্ষা দেয়ার ধরণে। তিন। ভাগ্যে। আপনি তৃতীয়টাতে বিশ্বাস করেন না? আচ্ছা ঠিক আছে, বিসিএস পরীক্ষা দিন, বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন। যেকোনো পরীক্ষায় ভাল করার ৪টি বুদ্ধি আছে: পরিশ্রম কী নিয়ে করবো, পরিশ্রম কেন করবো, পরিশ্রম কীভাবে করবো---এই ৩টি জেনেবুঝে সঠিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করা। বিসিএস পরীক্ষা দেশের সবচাইতে কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভাল করতে বুদ্ধিমত্তা কিংবা মেধার চাইতে পরিশ্রমের মূল্য বহুগুণে বেশি। বুদ্ধিমত্তা বড়োজোর আপনি কীভাবে করে সবচাইতে ভালভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন, সেটা ঠিক করে দিতে পারে। কিন্তু আসল কাজটাই হল কিছু নির্ঘুম রাতকাটানো অক্লান্ত পরিশ্রমের।

আপনি সফল হওয়ার আগ পর্যন্ত যে বিষয়ে আপনি এখনও সফল হতে পারেননি, সে বিষয়ে কোনো কথাই বলবেন না, চুপচাপ কাজ করে যাবেন, চূড়ান্ত সাফল্য আসার পর কথা বলবেন। অবশ্য, সাফল্য আসার পর কথা বলতেও হয় না। সাফল্য নিজেই অনেক জোরে কথা বলতে পারে! আপনি সফল হওয়ার পর, আপনি কীভাবে সফল হলেন, সেটা অন্যরা নিজ দায়িত্বেই জেনে নেবে, আপনাকে নিজ থেকে কিছুই বলতে হবে না। আমার কাছে মনে হয়, মুখ বন্ধ রেখে কাজ করলে আপনার কাজটা সহজ হবে। কোনো বিষয়ে বলার মতো অবস্থান তৈরি না হলে সে বিষয়ে না বলাই ভাল। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে কীভাবে অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় ভাল করা যায়, আমি বলি, “জানি না”। কারণ সেটা আমি জানি কিংবা না জানি, আমার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট বলে দেয়, সেটা নিয়ে বলার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। অনার্স-মাস্টার্সে

সেকেন্ড ক্লাস পাওয়া স্টুডেন্ট ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার বুদ্ধি দেবে কীভাবে? আপনি যা নিয়ে বাহবা পাওয়ার যোগ্য নন, তা নিয়ে মিথ্যে বাহবা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কখনোই প্রকৃত বাহবা পাবেন না।

বড় পরীক্ষায় ভাল করার জন্য অন্ধের মতো খাটলে বেশি একটা ভাল রেজাল্ট করা যায় বলে মনে হয় না। কারোর প্রিপারেশন টেকনিক ফলো করার আগে এটা অন্তত ১০ বার ভেবে নিন, উনি ফলো করার মতন কিনা। আপনার প্রতিদিনের পারফরম্যান্স যেন আগেরদিনের চাইতে ভাল হয়, এটা মাথায় রেখে কাজ করবেন। পরীক্ষায় নতুন নতুন নানান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, এর মানে হল, আপনাকেও প্রস্তুতির ধরণে নতুনত্ব আনতে হবে। আপনার আগে কেউ কম পড়ে পার পেয়ে গেছে মানে কিছুতেই এটা নয় যে, আপনিও কম পড়ে পার পেয়ে যাবেনই!

প্রতিটি পরীক্ষাতেই কিছু কিছু দিক থাকে যেগুলি নিয়ে কেউই আগে থেকে কিছু বলতে পারে না। ওই ব্যাপারগুলিকে যে যত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবে, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। আপনাকে কোনো বিষয়েই অনেক পণ্ডিত হতে হবে না। যেটা করতে হবে সেটা হল, সব বিষয়েরই বিভিন্ন বেসিকগুলি ভালোভাবে জানতে হবে। এক্ষেত্রে যে যত বেশি জেনে নিতে পারবে, প্রতিযোগিতায় সে তত বেশি এগিয়ে থাকবে। যে প্রশ্নগুলির উত্তর বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটই জানে না, সেগুলির উত্তর আপনি জানার অর্থ হলো, আপনি বেশিরভাগের চাইতে এগিয়ে আছেন এবং পরীক্ষার পর এই অজুহাত দেখাতে হবে না যে 'প্রশ্ন কঠিন ছিল, তাই পারিনি'। যে উত্তর করতে পারে না, সে-ই বলে প্রশ্ন কঠিন। যেমন, আমার কাছে অনার্সের পরীক্ষাগুলির প্রায় সব প্রশ্নই কঠিন ছিল কারণ আমি প্রায় প্রশ্নেরই উত্তর পারতাম না। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা বাড়ান। পড়ার অভ্যাস না বাড়ালে এটি সম্ভব নয়। যে বেশি বই পড়ে, তার ভেতরে এক ধরণের শক্তি তৈরি হয়। সেই শক্তিই তাকে অন্যদের চাইতে অনেকদূর এগিয়ে রাখে। রিডিং হ্যাবিটের চাইতে বড় ঐশ্বর্য কমই আছে। ভাল বই এবং লেখা পড়লে, ভাল মুভি দেখলে, ভাল জায়গায় ঘুরতে গেলে আপনার ভাবনার উন্নতি ঘটবে। এতে আপনার লেখার মান অন্যদের চাইতে ভাল হবে। আপনাকে কেন অন্যদের চাইতে বেশি মার্কস দেয়া হবে যদি আপনিও অন্যদের মতোই হন? আপনি আপনার বন্ধুর চাইতে প্রতিদিন ৩০ মিনিট কম ঘুমালেই আপনার বন্ধুর চাইতে ৩ বছর আগে চাকরিটা পাবেন। এটাই বাস্তবতা।

অনেকেই ইংরেজি নভেল পড়তে পারেন না। এক্ষেত্রে দুই ধরণের লোক দেখা যায়। বেশিরভাগই পড়তে পারেন না বলে পড়া শুরু করেন না। কেউ কেউ পড়তে শেখার জন্য সহজ ভাষায় লেখা একটি নভেল নিয়ে পড়া শুরু করেন; হোক সেটি হ্যারি পটার সিরিজ, তবুও। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধরণের লোকেরা প্রথম ধরণের লোকের চাইতে এগিয়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমরা গরীব বলেই ধনীদের এই ভাষাটি আমাদের শিখতে হয়। যে যত ভালভাবে এটা শিখতে পারে, সে তত ধনীদের মতো, অতএব, যোগ্য, এটাই দেশ ও সমাজ ধরে নেয়। যা-ই পড়েন না কেন, পড়ার সময় দুটো ব্যাপার মাথায় রেখে পড়বেন। এক। লেখক কী বলতে চাচ্ছেন। দুই। আপনি লিখলে কী লিখতেন। এতে আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা, মানে লেখার ক্ষমতা বাড়বে। প্রচুর পড়তে হবে, যা পড়েছেন তা থেকে কী শিখলেন সেটা বুঝতে হবে, যা শিখলেন তা কাজে লাগাতে হবে। শেখার সময় জেনে শিখতে হবে, যা শিখছেন তা শেখার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা। ফালতু জিনিস শেখার চাইতে সেই সময়ে ঘুমানোও ভাল।

বিসিএস পরীক্ষায় ভাল করার জন্য যে চাকরিটা আপাতত করছেন, সেটা ছাড়ার কোনো দরকার নাই। অনেকসময়ই সেটা ছেড়ে দেয়া মানে, আপনার ফ্যামিলিকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। আমাদের কলিগদের অনেকেই সিভিল সার্ভিসে আসার আগে অন্য চাকরিতে ছিলেন। আপনি চাকরি ছাড়বেন তখনই যখন আপনি বিসিএস ক্যাডার হয়ে যাবেন। এর আগ পর্যন্ত চাকরিটা ধরে রাখুন। আমি অনেককেই দেখেছি চাকরি ছেড়ে দেয়ার ফলে যে সুবিধেটা হয়েছে, সেটা হল

ঘুমানোর সময়টা আগের চাইতে বেড়ে গেছে। সামনে সময় কম? একটু ভাবুন তো, সময়টা কি শুধু আপনার জন্যই কম? আপনি আগে পড়েননি? ভাল কথা, এখন কম ঘুমান। পড়তে না পারার পেছনে আপনার হাতে হাজারটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেইসব কারণের দাম আপনার কাছে অনেক হলেও পুরো দুনিয়ার কাছে তার কানাকড়িও দাম নেই। সাফল্যের কোনো অজুহাত লাগে না, সব অজুহাতই শুধুই ব্যর্থতার। ব্যর্থতা কী? ব্যর্থতা হল এমন কোনোকিছু করতে না পারা যা আমি করতে চাইছি। কিংবা, এমন কোনোকিছুতে ব্যর্থ হওয়া, যার বদলে এর চাইতে ভালকিছু করা যায় না। আমি ব্যবসায় ব্যর্থ হলেও সেটাকে আমি ব্যর্থতা মনে করি না, কারণ আমি ব্যবসাকে বড় করে দেখিনি। আমার জীবনে আমি কোনটাকে প্রাধান্য দেবো, সেটা সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব ব্যাপার। যদি সেটাতে অসফল হই, তবেই আমি ব্যর্থ, এর আগ পর্যন্ত না। তাই কেউ যদি ব্যবসা করে গাড়িবাড়ি করে ফেলে, সেটা আমাকে একটুও বিচলিত করে না, ঈর্ষান্বিত করে না। আমি খুব হাসিমুখেই উনার সফলতাকে উদযাপন করতে পারি। আমি যা করছি, সেটাতে আমার পক্ষে যতটুকু যাওয়া সম্ভব, আমি ততটুকু যেতে পারলাম কিনা, আমি যা করতে ভালোবাসি তা নিজের মতো করে করতে পারছি কিনা, এসবই আমাকে ভাবায়। আমি সিভিল সার্ভিসে আছি, যিনি এই সার্ভিসে নেই তার অবস্থানটা যদি বিচার করতেই হয়, তবে তার নিজের ক্ষেত্রটা বিবেচনায় এনেই তাকে বিচার করা উচিত। তবে সবচাইতে ভাল পন্থা হল, কারোর অবস্থানকেই বিচার না করে নিজেরটা নিয়ে নিজের মতো করে থাকা। বেশিরভাগ অসুখী মানুষই ভীষণ জাজমেন্টাল হয়ে থাকেন।

আপনি কোথায় পড়াশোনা করছেন সেটা কোনো ব্যাপারই না। যদি কেউ সেটা নিয়ে কিছু বলে, তবে দয়া করে ওর মূর্খতাকে নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। আপনি যে অবস্থানে আছেন, সেটা আপনার অতীতের কাজের ফল। একইভাবে, আপনি ভবিষ্যতে যে অবস্থানে থাকবেন, সেটা আপনার বর্তমানের কাজের ফল। আগেও ফাঁকি দিয়েছেন, এখনও ফাঁকি দিচ্ছেন, এর মানে হল, ভবিষ্যতটাও ফাঁকির ফলাফলস্বরূপ খুবই বাজেভাবে কাটার কথা। এটা মেনে নিতে পারলে অবশ্য ফাঁকি দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। সেটাও একদিক দিয়ে খারাপ না। আপনার পরিশ্রম করার ধরণ দেখে যারা হাহাহিহি করবে, তাদেরকে দেখে আপনিও নিশ্চিন্তে নিঃশব্দে হাহাহিহি করতে পারেন, কারণ তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে যে তারা আপনার চাইতে পিছিয়ে থাকবে। যারা ভূতের মতো খাটে, তাদেরকে আমরা পাগল বলি। আমি দেখেছি, এ পৃথিবীতে পাগলরাই সবসময় এগিয়ে থাকে।

প্রতিদিনই পড়তে বসুন। দুএকদিন পড়া বাদ যেতে পারে, সেটাকে পরেরদিন বেশি পড়ে পুষিয়ে নিন। বিসিএস পরীক্ষা মৌসুমি পড়ুয়াদের জন্য নয়। পড়ার সময় অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাদ দিয়ে পড়বেন। কোন কোন বিষয়গুলি অপ্রয়োজনীয়? এটা বোঝার জন্য অনেক অনেক বেশি করে প্রশ্নের ধরণ নিয়ে পড়াশোনা করুন। সমজাতীয় পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে ভালভাবে ঘাঁটাঘাঁটি না করে বিসিএস পরীক্ষার ভাল প্রস্তুতি নিতে পারবেন না। রেফারেন্স বই পড়বেন, তবে বইয়ের সবকিছু পড়তে যাবেন না। বিসিএস পরীক্ষা বেশি জানার পরীক্ষা নয়, বরং যা দরকার তা জানার পরীক্ষা। সবকিছু পড়লে পণ্ডিত হবেন, বুঝেশুনে পড়লে ক্যাডার হবেন। বেকার পণ্ডিত অপেক্ষা চাকরিজীবী গর্দভ উত্তম। পছন্দ আপনার! প্রচুর প্রচুর প্রশ্ন পড়ুন। গাইড বইয়ে, প্রশ্নব্যাংকে, মডেল টেস্টের গাইডে, যেখানেই প্রশ্ন পান না কেন। ৪টা নতুন রেফারেন্স বই পড়ার চাইতেও ২টা পুরোনো গাইড বই রিভিশন দেয়া কিংবা ১টা নতুন গাইড বই পড়ে শেষ করা অনেকবেশি কাজের।

হাতের লেখার ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার মাথায় রাখবেন। যাতে পড়া যায় এবং যাতে অনেক দ্রুত হয়। সুন্দর হাতের লেখার গুরুত্ব আছে, তবে হাতের সুন্দর কিন্তু স্লো, কিছু প্রশ্ন বাদ পড়ে যায়, কিংবা দুএকটি উত্তর মনের মতো লেখা যায় না, ওরকম সুন্দর হাতের লেখার কোনোই দাম নেই। বাংলা কিংবা ইংরেজি, যেকোনোটিতেই উত্তর করতে পারেন। আপনার

লেখার স্টাইল, প্রেজেন্টেশন, নতুনত্ব, প্রাসঙ্গিকতা, পরিধি, এসব ঠিক রাখলেই হলো। তবে একটা ব্যাপার বলে নিই। আমি নিজে প্রথম প্রথম ইংরেজিতে পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইংরেজিতেই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছিলাম। পরে দেখলাম, ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস পাচ্ছি না। তখন বাংলায় প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। আঁকার জন্য পেন্সিল আর কোটেশন দেয়ার জন্য নীল কালির কলম ব্যবহার করতে পারেন। লেখার চর্চা না থাকলে পরীক্ষার হলে সেটা হাওয়া থেকে আসবে না। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফ্রিহ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করুন। হোক ফেসবুকে, তাতেও কোনো সমস্যা নাই। বরং ওটা আরও ভাল। বন্ধুদের কমেন্টের রিপ্লাই দিতে গিয়েও ভাষার অনেক খুঁটিনাটি শেখা যায়। যেকোনো দরকারি বিষয় নিয়ে থামতে বলার আগ পর্যন্ত লেখার দক্ষতা অর্জন করুন। কীভাবে ভাল লেখা যায়? পড়ার অভ্যাস বাড়িয়ে ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখে। এসব কাজ শুরু করার জন্য বেশি গবেষণার কিছু নেই। শুরু করে দিলেই পারবেন। অতিভাবনা ও অতিপণ্ডিতি প্রিপারেশনকে নষ্ট করে দেয়।

পড়াশোনাটা প্রথম থেকেই শুরু করুন। যদি তা না করেন, তাহলে যে সময়ে অন্যরা রিভিশন দেবে, সে সময়ে আপনাকে নতুন জিনিস পড়তে হবে। পড়ার সময় এবং খাতায় লেখার সময় মাথায় রাখবেন, প্রশ্নের শুরুটা এবং শেষটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা এমনভাবে করুন, যাতে আপনার উত্তরটা পড়তে ইচ্ছে করে, আর শেষটা এমনভাবে করুন যাতে আপনার বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পর্কে পরীক্ষকের মনে ইতিবাচক ধারণা জন্মে। কী বলতে যাচ্ছেন, সেটা নিয়ে শুরুতেই আভাস দেবেন, আর শেষে এসে এতক্ষণ কী লিখলেন, সেটা নিয়ে নিজের মতামত দেবেন। ইংরেজির ক্ষেত্রে সহজ স্টাইলে নির্ভুলভাবে লেখার চেষ্টা করুন। ভাল ইংরেজি লিখতে ভাল ভোকাবুলারি লাগে না, পণ্ডিতি ফলানোর লেখার স্টাইলও জানতে হয় না। শুধু বানানে ভুল করবেন না, গ্রামারে ভুল করবেন না। প্রাসঙ্গিকভাবে লিখে যান। ব্যস্! মার্কস আসবেই আসবে!

লেখার চর্চা থাকলেই লেখা যায়। বিসিএস পরীক্ষা স্পেশালিষ্টদের পরীক্ষা নয়, জেনারেলিস্টদের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভাল করতে হলে অল্প জিনিস নিয়ে বেশি বেশি জানার চাইতে বেশি জিনিস নিয়ে অল্প অল্প জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক এবং বিরোধপূর্ণ ইস্যু নিয়ে না লেখাই ভাল। দেশ কিংবা সরকারকে ছোট করে দেখায়, এমন একটা বর্ণও খাতায় লিখবেন না। খাতায় ডাটা, চিত্র, ম্যাপ, টেবিল, ফ্লোচার্ট, কোটেশন, নানান রেফারেন্স, সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি, ইত্যাদি যত বেশি দেবেন, আপনার মার্কস তত বাড়বে। আগে থেকে পড়াশোনা না করলে এসবকিছু খাতায় দেয়াটা অনেকটাই অসম্ভব। ইন্টারনেটে টপিক সার্চ করে করে পড়াটা খুব খুব কাজের। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর প্রস্তুতি নেয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতিদিনই একটা বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয়কে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয়কে বাংলায় অনুবাদ করুন। ইংরেজি সম্পাদকীয়টিকে অনুবাদ করার পাশাপাশি সামারাইজও করে ফেলবেন। এরপর সে টপিক নিয়ে নিজে এক পৃষ্ঠা লিখবেন। যত কষ্টই হোক না কেন, এই কাজটি না করে কোনোভাবেই ঘুমাতে যাবেন না। শব্দের অর্থ কাউকেই জিজ্ঞেস করবেন না, নিজে ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে বের করবেন। অনলাইনে দেশিবিদেশি পত্রিকার আর্টিকেল এবং বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইটগুলিতে নিয়মিত ঢুঁ মারুন। খুবই কাজে দেবে। টিভি-রেডিও'র সংবাদ নিয়মিত শুনলে কম পরিশ্রমে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস মনে রাখতে পারবেন। সবকিছু পড়বেন না, সবকিছু শুনবেন না। অতো বাজে সময় নেই। যা যা পরীক্ষায় কাজে লাগে, শুধু সেগুলির সাথেই থাকুন। পেপার পড়ার সময় সামনের পাতা, সম্পাদকীয় পাতা, আর্টিকেলসমূহ, সংবাদ বিশ্লেষণ, কেস স্টাডি, ব্যবসাবাণিজ্য, আন্তর্জাতিক নানান ইস্যু, ইত্যাদি ভালভাবে পড়বেন। মাঝেমাঝে এসব পড়ে পড়ে নিজে কিছু লেখার চেষ্টা করতে পারেন, কাজে দেবে। পেপার পড়তে প্রতিদিন ১.৫-২ ঘণ্টার বেশি ব্যয় করার দরকার নেই। পুরো পেপারে যা যা বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, শুধু তা-ই

পড়বেন। অনলাইনে পেপার পড়া সবচাইতে ভাল। এটি সময় বাঁচায়।
কারোর সাজেশনস ফলো করবেন না। নিজের সাজেশনস নিজেই তৈরি করুন। অ্যাড-রিমুভ, এডিট করে অন্তত ৪-৫ সেট। এজন্য আগের বছরের প্রশ্ন, বিভিন্ন গাইডের সাজেশনস, এবং নিজের আইকিউকে কাজে লাগান। পরীক্ষার হলে বড় প্রশ্ন লেখার সময় প্রাসঙ্গিক কিওয়ার্ড কিংবা কিফ্রেইস ঠিক করে করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে লিখুন। এভাবে করে লিখলে অনেক আইডিয়া আসবে লেখার। প্রস্তুতি নেয়ার সময় কোনো উত্তরই মুখস্থ করার দরকার নেই। কারণ সে প্রশ্নটি পরীক্ষায় নাও আসতে পারে আর মুখস্থ করতে গিয়ে যে সময়টা নষ্ট হবে, সে সময়ে আরও ৪টা ভিন্ন প্রশ্ন কিংবা আরও ৪টা বই থেকে একই প্রশ্নটিই পড়ে নেয়া সম্ভব। এটাই বেশি ফলপ্রসূ। যত বেশি সোর্স থেকে পড়বেন, তত বেশি বানিয়ে লিখতে পারবেন। কোনটা কোন সোর্স থেকে পড়ছেন, সেটা একটা নোটবুকে প্রশ্নের পাশে পাশে লিখে রাখুন। রিভিশন দেয়ার সময় খুব কাজে লাগবে। কোন কোন অংশে বুদ্ধি করে পড়লে গড়পড়তার চাইতে বেশি মার্কস তোলা সম্ভব, সেগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির উপর বেশি জোর দিন। কম্পিটিশনে আসতে চাইলে কম্পিটিশনে আসার ক্ষেত্রগুলি কী কী, সেটা তো আগে জানতে হবে, তাই না?
এটা ঠিক যে, সবচাইতে ভালটা প্রথমবারেই পাওয়া যায়! মেধাতালিকায় থাকা প্রথম ১০ জনের বেশিরভাগই প্রথমবারে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সফল-হওয়া ক্যান্ডিডেট। তবুও যারা প্রথমবারের মতো বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন না, তারা এটা কখনোই মাথায় আনবেন না যে আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। বরং এটা মাথায় রাখুন, যদি সামনেরবারও চাকরিটা না পান, তবে অন্তত আরও এক বছর নষ্ট হবে। বিসিএস পরীক্ষায় মেধাতালিকায় প্রথমদিকে থাকা অনেকেরই প্রথম বিসিএস-এ হয়নি। যদি আপনিও ওরকম প্রথমদিকে থাকতে পারেন, তবে আপনার এই যন্ত্রণা অনেকটাই চলে যাবে। সেই চেষ্টাই করুন। আমার কাছে তো মনে হয়, প্রত্যেকটি বিসিএস-ই আপনার জন্য প্রথম বিসিএস। কীরকম? আপনি যদি ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তবে সেটিই তো আপনার জন্য প্রথম, কারণ এর আগে আপনি কখনোই ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা দেননি। বিসিএস পরীক্ষা চুম্বনের মতো। প্রতিটি চুম্বনই প্রথম চুম্বন, প্রতিটি বিসিএস-ই প্রথম বিসিএস। একইভাবে দ্বিতীয়বার চুমু খাওয়া সম্ভব নয়, একইভাবে দ্বিতীয়বার বিসিএস পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। অনেকেই প্রথমবারে প্রিলিই পাস করতে পারল না, আর পরেরবারে গিয়ে মেধাতালিকায় স্থান করে নিল। এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। সবকিছুই নির্ভর করে নিজের ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য, আর পরিশ্রমের উপর।
আপনার সক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিদিন কত সময় পড়াশোনা করবেন, সেটা ঠিক করে নিন। এখানে সক্ষমতা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, ৮০% মানসিক সক্ষমতা আর ২০% শারীরিক সক্ষমতা। পরিশ্রম করার জন্য সবচাইতে বেশি দরকার মানসিক শক্তি। আমার নিজেরটাই বলি। আমি প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করার সময় বেঁধে দিয়েছিলাম এবং যতদিন বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এই ১৫ ঘণ্টার নিয়মটি খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করতাম। ১৫ ঘণ্টা মানে কিন্তু ১৪ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৬০ সেকেন্ড, এর কম কিছুতেই না। কখনো কখনো সময়টা এর চাইতে বেড়ে যেত, কিন্তু অসুস্থ হয়ে না পড়লে কমানো যাবে না, এটাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এতে আমার যে লাভটি হয়েছে, সেটি হলো, শেষ মুহূর্তের বাড়তি চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি। আমাদের মনটা একটা অদৃশ্য সময়ের ছকে চলে। তা-ই যদি না হবে, তবে ৯টা মানেই অফিসটাইম কেন? মনকে একবার নিজের সুবিধামতো রুটিনে ফেলে দিতে পারলেই হলো! স্নায়বিক চাপের ফলে অনেকেরই ভাল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায়। অতিরিক্ত চাপ আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেয়, যেটা ভীষণ আত্মঘাতী। অনেকেই হয়তো এর চাইতে কম সময় পড়ে ম্যানেজ করতে পেরেছেন। এটা নির্ভর যার যার পড়ার ধরণ এবং বেসিকের উপর। আমি খুব মেধাবী কখনোই ছিলাম না বলে আমাকে বেশি সময় ধরে পড়তে হয়েছে। যতক্ষণই পড়াশোনা

করুন না কেন, কোয়ান্টিটি স্টাডির চাইতে কোয়ালিটি স্টাডিই বেশি দরকার। যে সময়টাতে পড়াশোনা করছেন, নিজের ১০০%ই দিয়ে পড়াশোনা করুন। সপ্তাহের শেষ দিনে ৪-৫ ঘণ্টা আগের ৬ দিনে যা যা পড়েছেন, সেগুলি খুব দ্রুততার সাথে একবার রিভিশন দিন। কোনো পড়া প্রথমবার পড়ার সময় প্রয়োজনীয় এবং কঠিন অংশগুলি অবশ্যই রঙিন কালিতে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বেন।

কোচিং সেন্টারে যাওয়া ঠিক কিনা, এটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো, কোচিং সেন্টারে যাওয়া যাবে যদি আপনি ওদের সব কথাকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস না করেন। আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, আপনার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। ওদের কথা শোনার সময় এটা ধরে ফেলতে হবে কোন কোন কথা স্রেফ কোচিং সেন্টারে স্টুডেন্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বলা। ওদের গৎবাঁধা ছকে চললে আপনি হয়তোবা ক্যাডার হতে পারবেন, কিন্তু খুব ভাল করতে পারবেন না। এর চাইতে ভাল বিভিন্ন গাইড বই, রেফারেন্স বই, ইন্টারনেট আর পেপার থেকে পড়াশোনা করা। কোচিং সেন্টারে যেতে পারেন যদি আপনি নিজের ব্যক্তিগত পড়াশোনাকে ঠিক রেখে ওদের পরামর্শকে বুঝেশুনে ফলো করতে পারেন। কীরকম? ধরুন, পরেরদিন কোচিং-এ মডেল টেস্ট। এর জন্য আগেরদিন কিছুতেই আপনার ব্যক্তিগত পড়াশোনাকে ব্যাহত করা যাবে না। প্রয়োজনে এর জন্য এক্সট্রা আওয়ার খাটতে হবে। তাতে কোচিং-এর পরীক্ষায় মার্কস কম পেলেও অসুবিধা নেই। আমি কোচিং সেন্টারে টপারদেরকে বিসিএস পরীক্ষায় টপার হতে খুব একটা দেখিনি। আপনি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবেন নিজের মনটাকে খুঁতখুঁত করা থেকে বাঁচানোর জন্য, নিজেকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ভালভাবে প্রস্তুত করার জন্য, সব ক্লাস করে পয়সা উশুল করার জন্য নয়। কোচিং সেন্টারের সব ক্লাস করার চাইতে বোকামি আর হয় না। অনেক ছেলেই কোচিং সেন্টারে প্রতিদিন যায় সুন্দরী মেয়ে দেখার জন্য আর অনেক মেয়েই যায় ছেলেদের পয়সায় শিঙাড়া খাওয়ার জন্য। চাকরি নাই, অথচ ফুটানির শেষ নাই। নিজের সাথে এর চাইতে বড় ফাঁকিবাজি আর হয় না। আপনি কোচিং সেন্টারে যাবেন কীভাবে শুরু করবেন সেটা বুঝতে, কিছু টেকনিক শিখতে, মডেল টেস্টগুলি নিয়মিত দিতে আর আপনার অবস্থানটা জানতে। পড়াশোনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই নিজের উপর নির্ভর করে। বিসিএস পরীক্ষায় ভাল করার ক্ষেত্রে অন্য কারোর পরামর্শ অনুসরণ না করে নিজের মতো করে গুছিয়ে পড়াশোনা করাটাই সবচাইতে ভাল। তবে একথা মাথায় রাখলে সুবিধা, চাকরির পরীক্ষায় ভাল করা আর অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় ভাল করার টেকনিকগুলিতে অসংখ্য অমিল রয়েছে। আমি কয়েকজন অনার্স এবং মাস্টার্সে টপারকে বিসিএস প্রিলিতেই ফেল করতে দেখেছি। আরেকটা জিনিস সবসময়ই মাথায় রাখুন। সেটি হলো, কখনোই বিসিএস নিয়ে বেশি লোকের সাথে কথা বলবেন না, আলাপ-পরামর্শ করতে যাবেন না। শুধু যারা এ পরীক্ষায় সফল হয়েছেন, তাদের সাথেই এটা নিয়ে কথা বলুন। তেমন কাউকে পাওয়া না গেলে কারোর সাথেই কোনো কথা বলার দরকার নেই। বিসিএস ক্যাডারের সাথে বকবক করলে আর বিসিএস ক্যাডারের বকবকানি শুনলেই বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায় না। পদ্ধতিগতভাবে পড়াশোনা করে যান, নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন, জয় আপনার হবেই হবে!

কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে:

এক। আপনার ভালথাকাটা কারোর না কারোর স্বপ্ন। এই ভালমানুষটিকে ভাল রাখতে হলেও ভাল থাকুন।

দুই। আপনি পরীক্ষায় খারাপ করলে কেউ না কেউ অনেক শান্তি পাবে। আর কিছু না হোক, শুধু উনাকে অশান্তিতে রাখতে হলেও পরীক্ষায় ভাল করুন।

তিন। আপনি ভাল একটা অবস্থানে যেতে পারলে আপনার জন্য আপনার বাবা-মা, কাছের মানুষগুলি সম্মানিত হবেন। তাদেরকে গর্বিত করতে ভাল করে পড়াশোনা করুন।

চার। আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রমটা করে যাচ্ছেন, সেটা নিয়ে যাতে কেউ হাসাহাসি করতে না পারে, সেটার জন্য হলেও চাকরিটা পেয়েই দেখান।
পাঁচ। আপনার সামর্থ্য নিয়ে আপনার আশেপাশের যে মূর্খরা আজেবাজে বকছে, তাদেরকে সমুচিত জবাবটা আপনার কাজের মাধ্যমে দিয়ে দিন! সত্যি বলছি, অনেকবেশিই স্বস্তি পাবেন।
সব কথার শেষকথাটি: বিসিএস প্রিলি, রিটেন, ভাইভা নিয়ে আমার অন্তত ৩০+টি লেখা আছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছিলো। লেখাগুলির সবকটিই আমার ফেসবুক নোটসে পাবেন। আমার সব নোটই পাবলিক-করা, তাই আমার বন্ধু-তালিকায় থাকুন আর না-ই থাকুন, পড়তে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। আমার এই লেখাটির বাইরে প্রয়োজনীয় অনেককিছুই ওগুলিতে পেয়ে যাবেন।
গুড লাক!!
সুশান্ত পাল
আপনাদের সিনিয়র সহকর্মী

৩৬তম বিসিএস লিখিত বিশেষ ধারাবাহিক ১
বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো করার দাওয়াই
৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এখন চলছে লিখিত পরীক্ষার জোর প্রস্তুতি। বিসিএসে টেকা অনেকটাই নির্ভর করছে এ পরীক্ষার ওপর। তিন পর্বের বিশেষ ধারাবাহিক আয়োজনে আজ বাংলা ও ইংরেজি। লিখেছেন ৩০তম বিসিএসে প্রথম সুশান্ত পাল

. .

ধরে নিই, হাতে আরো দুই মাস সময় আছে। বিসিএস মানেই লিখিত পরীক্ষার খেলা, যেটা সম্পূর্ণই আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে। যাঁদের প্রস্তুতি অতটা নেই, তাঁরা এই দুই মাস বাসায় দৈনিক গড়ে অন্তত ১৫ ঘণ্টা করে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারলে চাকরিটা পাবেনই! যাঁদের প্রস্তুতি ভালো, তাঁরা ওই পরিমাণ পড়তে পারলে পছন্দের প্রথম ক্যাডারটিতে মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকার কথা। এই সময়টাতে বাজে জিনিস পড়ে সময় নষ্ট করবেন না। কঠোর পরিশ্রম নয়, হিসেবি পরিশ্রমই বড় কথা। বাংলা ও ইংরেজির প্রস্তুতি নিয়ে কিছু কথা বলছি আমার মতো করে, আপনি আপনার মতো করে পরামর্শগুলোকে কাজে লাগাবেন।

.

যে ক্যান্ডিডেট প্রশ্নের ধরন যত ভালো বোঝে, তার প্রস্তুতি তত ভালো হয়। গাইড বইয়ের সাজেশন দেখে এবং প্রশ্নের ধরন ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝে নিজেই সাজেশন তৈরি করবেন। কারো সাজেশনই ফলো করবেন না। এরপর সেই প্রশ্নগুলো কয়েকটি গাইড ও রেফারেন্স থেকে পড়ে ফেলুন। নোট করার সময় নেই, উত্তরগুলো অন্তত চারটি গাইড বই থেকে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ুন। আমি মনে করি, পাঁচটি রেফারেন্স বই পড়ার চেয়ে ১টি বাড়তি গাইড বই পড়া বেটার।

,

ব্যাকরণ অংশটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ভাষা-শিক্ষা, দর্পণ, গাইড বই থেকে পড়ুন। প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ খুবই সহজ

ভাষায় প্রাসঙ্গিকভাবে লিখুন।

.

ভাব-সম্প্রসারণের জন্য দেখতে পারেন দর্পণ। পড়তে পারেন বাংলাদেশের আর কলকাতার লেখকদের বইও। উদাহরণ আর উদ্ধৃতি দিয়ে সময় নিয়ে খুবই চমৎকার গাঁথুনিতে ২০টি প্রাসঙ্গিক বাক্য লিখুন।

.

সারমর্ম দুই-তিনটি সহজ-সুন্দর বিমূর্ত বাক্যে লিখতে হবে।

.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর গাইড বই, লাল-নীল দীপাবলি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—এ বইগুলো থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো 'বাদ দিয়ে' 'বাদ দিয়ে' পড়ুন। উদ্ধৃতি দিন, মার্কস বাড়বে।

,

বিসিএস পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো অনুবাদ। যত কষ্টই হোক, প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকার আর্টিকেল আর সম্পাদকীয় থেকে একটি বাংলা থেকে ইংরেজি আর একটি ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ না করে ঘুমাতে যাবেন না। এতে আপনার আরো কিছু অংশের প্রস্তুতি হয়ে যাবে। এই অংশটি ফাঁকি না দিয়ে প্র্যাকটিস করলে আপনি আপনার কম্পিটিটরদের চেয়ে অন্তত ৭০ মার্কস বেশি পাবেন।

.

কাল্পনিক সংলাপের জন্য পেপারে গোলটেবিল বৈঠকগুলোর মিনিটস্, টক শো, গাইড বই থেকে বিভিন্ন টপিক নিয়ে ধারণা নিন।

.

ভাষা-শিক্ষা আর বিভিন্ন গাইড বই থেকে পত্রলিখন পড়তে পারেন।

.

বিখ্যাত ৪০টি বই সম্পর্কে জেনে নিন গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য।

.

সাজেশন রেডি করে ইন্টারনেট, গাইড বই, রেফারেন্স বই থেকে রচনা পড়ুন। যেকোনো তিনটি প্যাটার্নের ওপর প্রস্তুতি নিন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ মিনিট আগে উপসংহার লেখা শুরু করুন। উদ্ধৃতি দিন, বেশি লিখুন, প্রাসঙ্গিক লিখুন, বেশি মার্কস পান।

,

রিডিং কম্প্রিহেনশনের জন্য বেশি বেশি করে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয় আর আর্টিকেলগুলো পড়বেন। প্যাসেজের আগে প্রশ্নগুলো অন্তত তিনবার ভালো করে পড়ে ফেলুন। প্রশ্নে কী জানতে চেয়েছে, সে কি-ওয়ার্ড কিংবা কি-ফ্রেজটা খুঁজে বের করে আন্ডারলাইন করুন। এরপর প্যাসেজটা খুব দ্রুত পড়ে বের করে ফেলতে হবে, উত্তরটা কোথায় কোথায় আছে। এই অংশটি আইএলটিএসের রিডিং পার্টের টেকনিকগুলো অনুসরণ করে প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো হয়।

.

গ্রামার ও ইউসেজের জন্য কয়েকটি গাইড বই থেকে প্রচুর প্র্যাকটিস করুন। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারি, লংম্যান ডিকশনারি অব কনটেম্পোরারি ইংলিশ, মাইকেল সোয়ানের প্রাক্টিক্যাল ইংলিশ ইউসেজ, রেইমন্ড মারফির

ইংলিশ গ্রামার ইন ইউজ, ব্যারন্সের গ্রামারসহ আরো কিছু প্রামাণ্য বই হাতের কাছে রাখবেন। এসব বই কষ্ট করে উল্টেপাল্টে উত্তর খোঁজার অভ্যাস করুন, অনেক অনেক কাজে আসবে। ইংরেজিতে ভালো করতে হলে সার্বক্ষণিক সঙ্গী করতে হবে ডিকশনারি।

.

সামারির জন্য প্রতিদিনই পত্রিকার সম্পাদকীয় আর আর্টিকেলগুলোকে সামারাইজ করুন। প্যাসেজটি ভালোভাবে অন্তত পাঁচবার খুব দ্রুত পড়ে মূল কথাটি কোথায় কোথায় আছে, দাগিয়ে ফেলুন। পুরো প্যাসেজটি তিনটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে একটি করে সহজ বাক্যে নিজের মতো করে লিখুন। ব্যস, হয়ে গেল সামারি!

.

লেটারের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রতিদিন পত্রিকার 'লেটার টু দি এডিটর' অংশটি পড়ুন, সঙ্গে কিছু গাইড বই।

.

এসেইর জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল, কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখুন। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বিভিন্ন লেখকের রচনা, পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে উদ্ধৃতি দিলে মার্কস বাড়বে। এই অংশগুলো লিখতে নীল কালি ব্যবহার করুন। কোটেশন ছাড়া রচনা লেখা মোটেও ঠিক নয়!

.

বানান আর গ্রামার ভুল না করে খুব সহজ ভাষায় ইংরেজি লিখলে মার্কস আসবেই আসবে। আপনার বাংলা খাতাটি অন্য ১০ জনের মতোই, অথচ আপনি মার্কস পাবেন একটু বেশি—এটা হয়তো আপনি আশা করেন, কিন্তু পরীক্ষক এটা কল্পনাও করেন না। কম প্র্যাকটিস, বেশি আরাম, কম মার্কস, রেজাল্ট জিরো—এটি মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিন।

.

লিখিত পরীক্ষায় পাস করা যতটা সোজা, চাকরি পাওয়াটা ততটাই কঠিন। প্রতিদিন পড়াশোনা করার সময় মাথায় রাখবেন, আপনি কারোর চেয়ে তিন ঘণ্টা কম পড়ার মানেই হলো, আপনার চেয়ে তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তিন গুণ বেশি। ৩০ বছর ধরে একটা চাকরি করবেন, আর সেটি পাওয়ার জন্য দুই মাস দৈনিক চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে প্রস্তুতি নিতে পারবেন না, তা কী করে হয়? পড়ুন, বুঝে পড়ুন এবং বেশি পড়ুন। যাঁর রিডিং হ্যাবিট যত ভালো, তাঁর রাইটিং স্টাইল তত উন্নত। লোকে চাকরি পায় দক্ষতা আর মেধায় নয়, চেষ্টা আর যোগ্যতায়। অতি মেধা, অতি বুদ্ধি, অতিপাণ্ডিত্য বেশির ভাগ সময়ই চাকরি পাওয়ার সব সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। কম কম বুঝুন, কম কম বলুন, বেশি বেশি পড়ুন—চাকরি নিশ্চয়ই পাবেন!

.

সৌজন্যে কালের ক

৩৬তম বিসিএস লিখিত বিশেষ ধারাবাহিক ২ গণিত ও বিজ্ঞানে নির্ভর করছে অনেক কিছু বিসিএসে টেকা অনেকটাই নির্ভর করছে লিখিত পরীক্ষার ওপর। তিন পর্বের বিশেষ ধারাবাহিক আয়োজনে আজ গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি। লিখেছেন ৩০তম বিসিএসে প্রথম সুশান্ত পাল
..সৌজন্যে > কালের কণ্ঠt:
গলফ খেলায় ভালো খেলোয়াড়রা দুটি ব্যাপার মাথায় রাখেন–এক. বল। দুই. গর্তটা। গর্তে বলটা ফেলার জন্য গর্তের সঙ্গে বলটার সংযোগের একটা দৃঢ় কল্পনা মাথায় আসার পরেই তাঁরা বলে আঘাত করেন। আর সাধারণ মানের খেলোয়াড়রা দূরত্ব, আশপাশের মাঠের পরিবেশ, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া–এসব নিয়েও ভাবতে থাকেন।
বিসিএস পরীক্ষার জন্য দুটি ব্যাপার মাথায় রাখুন–এক. প্রস্তুতি কৌশল। দুই. চাকরিটা। বিসিএস নিয়ে যত বেশি গবেষণা করবেন, ততই আপনার প্রস্তুতি খারাপ হবে। আপনার স্বপ্নটা মাথায় রেখে আর কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা না করে প্রচুর পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিন। দেখবেন চূড়ান্ত গেজেটে আপনার রোল নম্বরটা আছে!
এই সময়টাতে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে–এমন সব ব্যাপার জীবন থেকে সাময়িকভাবে একেবারেই সরিয়ে দিন। অনেক নির্বোধই নানা মন্তব্য করতে পছন্দ করে–এ রকম লোকজন থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।
গাণিতিক যুক্তির জন্য যেকোনো তিনটি গাইড বই কিনে সলভ করে ফেলুন। ম্যাথস ভালো না পারলে প্রতিদিনই প্র্যাকটিস করুন। বিসিএস পরীক্ষায় ম্যাথসে ফুল মার্কস পাওয়ার জন্য সায়েন্সের স্টুডেন্ট হতে হয় না। প্রতিটি স্টেপ বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে ম্যাথস করবেন। কোনো সাইড নোট, প্রাসঙ্গিক তথ্য–কিছুই যেন বাদ না যায়।
সরল : আগের বছরের প্রশ্ন, গাইড বই। সরলের উত্তর সবার শেষে করলে ভালো হয়।
বীজগাণিতিক রাশিমালা, বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, উৎপাদকে বিশ্লেষণ, একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক সমীকরণ, একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক অসমতা, সমাধান নির্ণয়, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি : আগের বছরের প্রশ্ন, গাইড বই। চাইলে নবম-দশম শ্রেণির গণিতের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সলভ করে নিতে পারেন।
ঐকিক নিয়ম, গড়, শতকরা, সুদকষা, লসাগু, গসাগু, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভক্ষতি, রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, বৃত্তসংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, অনুসিদ্ধান্ত : আগের বছরের প্রশ্ন, গাইড বই।
সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও জ্যামিতিক প্রগমন, সেটতত্ত্ব, ভেনচিত্র, সংখ্যাতত্ত্ব : গাইড বই ও নবম-দশম শ্রেণির গণিতের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
বিন্যাস ও সমাবেশ, স্থানাংক জ্যামিতি : গাইড বই, একাদশ শ্রেণির বই থেকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
সম্ভাবনা : গাইড বই, দ্বাদশ শ্রেণির বিচ্ছিন্ন গণিতের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
মানসিক দক্ষতার প্রশ্নগুলো একটু ঘোরানো হওয়ারই কথা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ভালোভাবে প্রশ্ন পড়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে উত্তর করতে হবে। চার-পাঁচটি গাইড বই ভালোভাবে পড়ে ফেলুন।
গাইড বই, আইকিউ টেস্টের বই, আর গুগলে সার্চ করে বিভিন্ন সাইটে ঢুকে এই অংশটি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে পারেন। এ অংশে ফুল মার্কস পাবেন না, এটা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিন।
সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অংশের জন্য আগের বছরের প্রশ্নগুলো আর দুই-তিনটি গাইড বইয়ের সাজেশনসের প্রশ্নগুলো প্রথমেই যথেষ্ট সময় নিয়ে কয়েকবার খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলুন। এই অংশে সাধারণত সায়েন্সের স্টুডেন্টরা মার্কস কম পায়। এর কারণ হলো, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে অনেকেই ঠিকভাবে প্রস্তুতি নেয় না। বিজ্ঞানে বানিয়ে বানিয়ে লিখুন কম। প্রয়োজনীয় চিহ্নিত চিত্র, সংকেত, সমীকরণ দিতে পারলে আপনার খাতাটা আর দশজনের চেয়ে আলাদা হবে।
মাথায় রাখুন, ১০ মার্কসের একটি প্রশ্ন উত্তর করার চেয়ে ৪+৩+৩ = ১০ মার্কসের তিনটি প্রশ্নের উত্তর করা ভালো।
এখন কোন অংশটি কোথা থেকে পড়তে পারেন, সেটা নিয়ে বলছি।

আলো, শব্দ, চৌম্বকবিদ্যা : গাইড বই, নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র।

অম্ল, ক্ষারক, লবণ : নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান, একাদশ শ্রেণির রসায়ন।

পানি, আমাদের সম্পদসমূহ, পলিমার, বায়ুমণ্ডল, খাদ্য ও পুষ্টি, জৈবপ্রযুক্তি, রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্যের যত্ন : গাইড বই, ইন্টারনেট, নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি : গাইড বই, ইন্টারনেট, পিটার নরটনের ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটারস, উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র।

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক টেকনোলজি : গাইড বই+উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র।

সিলেবাস দেখে টপিক ধরে ধরে কোনটা কোনটা দরকার, শুধু ওইটুকুই ওপরের বইগুলো থেকে পড়বেন (গাইডেও অনেক কিছু দেওয়া থাকে, যেগুলোর কোনো দরকারই নেই)। চাইলে বই না কিনে যতটুকু দরকার ততটুকু ফটোকপি করে নিতে পারেন। টপিকগুলোকে ইন্টারনেটে সার্চ করে পড়লে খুবই ভালো হয়। বেশি বেশি প্রশ্ন স্টাডি করে প্রশ্নের ধরন বোঝার চেষ্টা করুন, এতে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন পড়ে সময় নষ্ট হবে না।

এই সময়টাতে এদিক-ওদিক না দৌড়ে, বাসায় বেশি সময় দিন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রধান সমস্যাটাই হলো, প্রিপারেশন প্রিপারেশন ভাব, প্রিপারেশনের অভাব! বিসিএস লিখিত পরীক্ষা দেওয়া অত সোজা না। এটা ঠিক, এ পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ফেলতে পারবেন। কারণ এ পরীক্ষায় ফেল করা আসলেই কঠিন। শুধু পাস করার সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে ভাইভা পরীক্ষা দিতে পারবেন, আর কিছু না। আপনার টার্গেট পাস করা নয়, চাকরি পাওয়ার মতো বেশি নম্বর পেয়ে পাস করা।

যদি ঠিকভাবে বুঝেশুনে পরিশ্রম করেন আর সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন, তবে ভালোভাবে পাস করার যথার্থ পুরস্কার হিসেবে চাকরিটা পাবেন

৩৬তম বিসিএস বিশেষ ধারাবাহিক ৩

সাধারণ জ্ঞানও সাধারণ নয়

লিখিত পরীক্ষায় ভালো করলেই মিলতে পারে চাকরি। তিন পর্বের ধারাবাহিকের শেষ পর্বে আজ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি। লিখেছেন ৩০তম বিসিএসে প্রথম সুশান্ত পাল

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

==========

.♦ অন্তত তিন-চার সেট গাইড বই কিনে ফেলুন। বিভিন্ন রেফারেন্স বই, যেমন–মোজাম্মেল হকের উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র, বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে বই (যেমন–আরিফ খানের সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান), মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই (যেমন–মঈদুল হাসানের মূলধারা : '৭১), নীহারকুমার সরকারের ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নাগরিকদের জানা ভালো, আকবর আলী খানের পরার্থপরতার অর্থনীতি, আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি, আব্দুল হাইয়ের বাংলাদেশ বিষয়াবলি ইত্যাদি বই পড়ে ফেলুন।

♦ চার ঘণ্টা না বুঝে স্টাডি করার চেয়ে এক ঘণ্টা প্রশ্ন স্টাডি করা অনেক ভালো। বেশি বেশি প্রশ্নের প্যাটার্ন স্টাডি করলে কিভাবে অপ্রয়োজনীয় টপিক বাদ দিয়ে পড়া যায়, সেটা শিখতে পারবেন। তিন-চার সেট সাজেশনস বানান নিজেই।
♦ প্রতিদিন পড়ে ফেলুন চার-পাঁচটি পত্রিকা। কলামগুলো পড়ে বুঝে নেবেন, কোন কোন টপিক থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে। সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে প্রশ্নের ধরন বদলাতে পারে। বিভিন্ন কলাম পড়ার সময় কোন কলামিস্ট কোন বিষয় নিয়ে লেখেন এবং কোন স্টাইলে লেখেন, সেটা খুব ভালো করে খেয়াল করুন এবং নোটবুকে লিস্ট করে কলামিস্টের নাম, এর পাশে এরিয়া অব ইন্টারেস্ট, রাইটিং স্টাইল লিখে রাখুন। পরীক্ষার খাতায় উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় এটা কাজে লাগবে।
♦ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় উদ্ধৃতির নিচে সোর্স ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষার খাতায় এমন কিছু দিন, যেটা আপনার খাতাকে আলাদা করে তোলে। যেমন–বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সোর্সসহ রেফারেন্স দিতে পারেন। উইকিপিডিয়া কিংবা বাংলাপিডিয়া থেকে উদ্ধৃত করতে পারেন। প্রয়োজনীয় চিহ্নিত চিত্র ও ম্যাপ আঁকুন। যথাস্থানে বিভিন্ন ডাটা, টেবিল, চার্ট, রেফারেন্স দিন।
♦ নোট করে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোন প্রশ্নটা কোন সোর্স থেকে পড়ছেন, সেটা প্রশ্নের পাশে লিখে রাখুন, রিভিশন দেওয়ার সময় কাজে লাগবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টাল ইত্যাদি নিয়মিত দেখুন। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে রাখুন। পুরো সংবিধান মুখস্থ করার দরকার নেই। যেসব ধারা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে, সেগুলোর ব্যাখ্যা বুঝে পড়ুন। সংবিধানের ধারা হুবহু উদ্ধৃত করতে হয় না।
♦ বিসিএস পরীক্ষায় বেশির ভাগ প্রশ্নই কমন পড়ে না। বিভিন্ন রেফারেন্স, টেক্সট, গাইড ও প্রামাণ্য বই পড়া থাকলে উত্তর করাটা সহজ হয়। উত্তরে বিভিন্ন লেখকের রচনা, পত্রিকার কলাম ও সম্পাদকীয়, ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন সোর্স থেকে উদ্ধৃতি দিলে মার্কস বাড়বে। এই অংশগুলো লিখতে নীল কালি ব্যবহার করলে সহজে পরীক্ষকের চোখে পড়বে। চেষ্টা করবেন প্রতি পেইজে অন্তত একটা কোটেশন, ডাটা, টেবিল, চার্ট কিংবা রেফারেন্স দিতে।
♦ লেখা সুন্দর হলে ভালো, না হলেও সমস্যা নেই। খেয়াল রাখবেন, যাতে লেখা পড়া যায়। প্রতি তিন থেকে পাঁচ মিনিটে এক পৃষ্ঠা লেখার প্র্যাকটিস করুন।
♦ কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না, উত্তর জানা না থাকলে ধারণা থেকে অন্তত কিছু না কিছু লিখে আসুন। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন টপিক নিয়ে লেখার চর্চা এ ক্ষেত্রে কাজে আসবে।
♦ বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার অভ্যাস বাড়ান। এতে আপনার লেখা মানসম্মত হবে। কোনো উত্তরই মুখস্থ করার দরকার নেই। ধারণা থেকে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কেউই সব কিছু হুবহু লিখে চাকরি পায় না, রিটেনে সবাই বানিয়ে লেখে। ঠিকভাবে বানিয়ে লেখাটাও একটা আর্ট।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

♦ শর্ট কনসেপচুয়াল নোটস : আগের বছরের প্রশ্ন, রেফারেন্স বই, গাইড বই, পেপার ঘেঁটে ঘেঁটে কী কী টীকা আসতে পারে তালিকা করুন। এরপর সেগুলো ইন্টারনেট থেকে পড়ে ফেলুন। সঙ্গে পেপার কাটিং, ওয়ার্ড ফাইলে সেভ করা পত্রিকার আর্টিকেল, গাইড বই আর রেফারেন্স বই তো আছেই! এ অংশে উত্তরের শেষের দিকে আপনার নিজস্ব বিশ্লেষণ মার্কস বাড়বে।
♦ অ্যানালাইটিক্যাল কোয়েশ্চেনস : যত বেশি সম্ভব তত পয়েন্ট দিয়ে প্যারা করে করে লিখবেন। এ অংশে ১টি ১৫

মার্কসের প্রশ্নের উত্তর করার চেয়ে ৪+৬+৫=১৫ মার্কসের প্রশ্নের উত্তর করাটা ভালো। প্রশ্নের প্রথম আর শেষ প্যারাটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হওয়া চাই। বেশি বেশি কোটেশন দিন। বিভিন্ন কলামিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ইস্যু ব্যাখ্যা করে উত্তরের শেষের দিকে নিজের মতো করে উপসংহার টানুন। কোনো মন্তব্য কিংবা মতামত থাকলে অবশ্যই লিখুন।

♦ প্রবলেম সলভিং কোয়েশ্চেন : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে কিছু কথা লেখা থাকবে কিংবা কোনো একটা সমস্যার কথা দেওয়া থাকবে। নানা দিক বিবেচনায় বিশ্লেষণ করে সমাধান কী হতে পারে, আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এবং আপনার নিজের মতামত সহকারে পয়েন্ট আকারে লিখুন। এটিতে ভালো করার জন্য নিয়মিত পত্রপত্রিকা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

♦ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তরই নেটে পাবেন। তাই টপিকগুলো গুগলে সার্চ করে পড়লেই সবচেয়ে ভালো হয়। প্রয়োজনে টপিকের নাম বাংলায় টাইপ করে সার্চ করুন। উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে প্রশ্নের উত্তর পড়লে সময় বাঁচবে, মার্কসও বাড়বে। পত্রিকার দৈনিক ও সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক পাতা, দি ইকোনমিস্ট, টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য হিন্দুসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় আর্টিকেলগুলো পড়তে পারেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্য ও সমালোচনা পড়ে নিন। এতে লেখা ধারালো হবে।

এ সময় আপনার চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মকে স্বপ্নকেন্দ্রিক করে ফেলুন। আপনার স্বপ্নের যত্ন নিন, স্বপ্নও আপনার যত্ন নেবে। স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলার সুন্দর মুহূর্তটিতে আপনাকে স্বাগত!

.সৌজন্যে : কালের ক

৩৫তম বিসিএস প্রস্তুতি

স্বপ্ন সারথীদের একটু আশার বাণী শোনায় ! আমার মন কয় এবার প্রশ্ন তুলনামুলক সহজ হবে । ফেল করার দুটা জায়গা এক ইংলিশ ,দুই গণিত। তাই এগুলোর এক্কেবারে বেসিকটার উপর জোর দিন । গতবার আন্তর্জাতিক তুলনামূলক কঠিন করলেও এবারে সহজ হওয়ার চ্যান্স আছে, খালি চোখ কান খোলা রাখেন পার পেয়ে যাবেন ।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক নিয়ে যারা দৌড় ঝাপ করছেন তাদের বলি

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক যা কিছুই আসুক মনে যা আসে হাউ খাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার লিখতেই থাকবেন লিখতেই থাকবেন । মাঝে মাঝে চাপাবাজি করবেন আর ভিতরে ভিতরে ,টেবিল , চার্ট উক্তি দিবেন >>এগুলো কোথাকে থেকে আসবে আপনি নিজেই জানবেন না ভুতে তথ্য যোগান দেবে তাই ছেড়ে আসবেন না । কাজ না হলে মোরে বকা দিবেন ।

বেশি টেনশন করছেন ত মরলেন আবার বেশি পড়লেই যে ভালো করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই ।নিজের বেসিকটায় আসল। যা আপনাকে এগিয়ে রাখবে। নিজেকে বিশ্বাস করুন অসম্ভব কিছু হয়ে যাবে।

সবাই সুশান্ত পাল কিংবা রেদোয়ান রনি কিংবা সুজন দেবনাথ হতে চায় কিন্তু এই জিনিয়াসগুলোকে গবেষণা করলে যা পাবেন তাহল তাঁদের বেসিক টা এত স্ট্রং যে প্রশ্নকর্তা তাঁদের বিট করতে পারেনি আর আর খাতায় এতই কুশলী ছিলেন যে উত্তরমূল্যায়নকারীও নম্বর না দিয়ে থাকতে পারেন নি ।

ক্যাডার পাইতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে লাগে না; লাগে নিজের একটা নিজস্ব ওয়ে । নিজেকে আবিষ্কার করুন, এবং সেভাবেই এগিয়ে যান।
প্রচলিত পড়াকে বাদ দেওয়ার সক্ষমতার দিকে নজর দিন।
বিজয়ীরা ভিন্ন কাজ করে না , একই কাজ ভিন্নভাবে করে ।
গরীবের কথা বাসি হলেও ফলে।
আপনাদের মন কি কয়

৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা: পর্ব–১
.....
.আপনার পছন্দের সহজ বিষয়টি পড়া শুরু করুন
,. লিখেছেন > সুশান্ত পাল , সম্মিলিত মেধায় ১ম ,৩০তম বিসিএস ।
. .
ধরেই নিলাম, ৩৬তম বিসিএসে আপনি চাকরিটা পাবেন, এর সম্ভাবনা মাত্র ১ শতাংশ। পরীক্ষা তো দেবেনই, নাকি? পরীক্ষা যদি দিতেই হয়, তবে পড়াশোনা না করে দিয়ে কী লাভ? দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রতিটি বিসিএসে মাত্র ১ শতাংশ সম্ভাবনায় ৭০ শতাংশ লোক চাকরি পান। ওঁরা যদি পান, তবে আপনি কেন পাবেন না? শত ভাগ এফর্ট দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিন, এই মুহূর্ত থেকেই!
.
আমার নিজের মতো করে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি। এগুলো আপনার মতো করে কাজে লাগাবেন।
১. নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিন।
২. প্রতিদিন পড়াশোনা করুন অন্তত ১৬ ঘণ্টা; চাকরিটা ছাড়া সম্ভব না হলে অন্তত সাত ঘণ্টা। এ সময়টাতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুম একধরনের বিলাসিতা। বিশ্বাস করে নিন, আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে যত মিনিট কম ঘুমাবেন, ওনার তুলনায় আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।
৩. একটা বিষয় পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আপনার পছন্দের সহজ বিষয়টি পড়া শুরু করুন।
৪. ফোন রিসিভ করা, ফেসবুকিং, সামাজিকতা কমিয়ে দিন। পড়ার টেবিল থেকে মুঠোফোনটি দূরে রাখুন।
৫. অনুবাদ, অঙ্ক, ব্যাকরণ, মানসিক দক্ষতা প্রতিদিনই চর্চা করুন।
৬. অমুক তারিখের মধ্যে অমুক সাবজেক্ট বা টপিক, যত কষ্টই হোক, শেষ করে ফেলব–এই টার্গেট নিয়ে পড়ুন।
৭. পড়ার সময় লিখে পড়ার তেমন প্রয়োজন নেই; বরং বারবার পড়ুন। প্রশ্ন অত কমন আসবে না, আপনাকে এমনিতেই বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে।
৮. নম্বর ও প্রশ্নের গুরুত্ব অনুসারে কোন প্রশ্নে কত সময় দেবেন, এটা অবশ্যই ঠিক করে নেবেন।
৯. সব সাজেশন দেখবেন, কিন্তু কোনোটাই ফলো করবেন না। আগের বছরের প্রশ্ন আর কয়েকটা সাজেশন ঘেঁটে নিজের সাজেশন নিজেই বানান।

১০. রেফারেন্স বই কম পড়ে গাইডবই বেশি পড়ুন। পাঁচটি রেফারেন্স বই পড়ার চেয়ে একটি নতুন গাইডবই উল্টেপাল্টে দেখা ভালো।
১১. লিখিত পরীক্ষায় আপনাকে উদ্ধৃতি আর তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রচুর লিখতে হবে। বাংলায় গড়ে প্রতি তিন মিনিটে এক পৃষ্ঠা, ইংরেজিতে গড়ে প্রতি পাঁচ মিনিটে এক পৃষ্ঠা–এই নীতি অনুসরণ করতে পারেন।
১২. যে ভাষায় আপনি অতি দ্রুত লিখতে পারেন, সেই ভাষাতে উত্তর করবেন। আমি উত্তর করেছিলাম বাংলায়।
১৩. প্রতিদিনই প্রার্থনা করুন, সবার সঙ্গে বিনীত আচরণ করুন। এটা আপনাকে ভালো প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।
১৪. যেগুলো কিছুতেই মনে থাকে না, সেগুলো মনে রাখার অতি চেষ্টা বাদ দিন। অন্য কেউ ওটা পারে মানেই আপনাকেও পারতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনি যা পারেন, তা যেন ভালোভাবে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
১৫. সবকিছু পড়ার সহজাত লোভ সামলান। বেশি পড়া নয়, প্রয়োজনীয় টপিক বেশি পড়াই বড় কথা।
১৬. কারও পড়ার স্টাইল অন্ধভাবে ফলো করবেন না। ফলাফলই বলে দেবে, কে ঠিক ছিল, কে ভুল। ফল বের হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি কারও চেয়ে কোনো অংশে কম নন।
১৭. অন্তত তিন-চারটি গাইডবই থেকে উত্তর পড়ুন। পড়ার সময় গোলমেলে আর দরকারি অংশগুলো দাগিয়ে রাখুন, যাতে রিভিশন দেওয়ার সময় শুধু দাগানো অংশগুলো পড়লেই চলে।
১৮. দিনের বিভিন্ন সময়ে ব্রেক নিয়ে ১০-১৫ মিনিট করে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিলে দুটো লাভ হয়। এক. রাতে কম ঘুমালে চলে। দুই. যতক্ষণ জেগে আছেন, সে সময়টার সর্বোত্তম ব্যবহারটুকু করতে পারবেন। ও রকম অল্প সময়ের কার্যকর ঘুমকে 'পাওয়ার ন্যাপ' বলে।
১৯. অনলাইনে চার-পাঁচটি পেপার পড়ার সময় শুধু ওইটুকুই পড়ুন, যতটুকু বিসিএস পরীক্ষার জন্য কাজে লাগে।
২০. বিসিএস পরীক্ষা হলো লিখিত পরীক্ষার খেলা। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, মানসিক দক্ষতা আর বিজ্ঞানে বেশি নম্বর তোলা মানেই অন্যদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া। এই সময়ে বিসিএস পরীক্ষায় দুর্নীতি, ভাইভাতে স্বজনপ্রিয়তা, সিভিল সার্ভিসের নানান নেতিবাচক দিকসহ দুনিয়ার যাবতীয় ফালতু বিষয় নিয়ে শোনা, ভাবা, গবেষণা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
এ কয় দিনে আপনার প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা। ও রকমই হলে, আমি বলব, আপনি ঠিক পথে আছেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে, পরীক্ষার আগের সময়টাতে যে যত বেশি আরামে থাকে, পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পরের সময়টাতে সে ততোধিক কষ্টে থাকে। বেশি পরিশ্রমে কেউ মরে না। যদি তা-ই হতো, তবে আমরা দেখতে পেতাম, পৃথিবীর সব সফল মানুষই মৃত।

.

সৌজন্যে > প্রথম আলো

৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা: শেষ পর্ব
'ফুল আনসার' করে আসতে হবে
সুশান্ত পাল

পরেরবার ফাটিয়ে পরীক্ষা দেওয়া বলে আসলে কিছু নেই। আপনি আগে কী করেছেন, কী করেননি, সেসবের হিসাব না করে এখনকার নিজেকে নিয়ে ভাবুন। আমাদের শরীর চলে শরীরের ক্ষমতায় নয়, মনের জোরে। একজন সুস্থ মানুষের পরিশ্রম করতে না পারাটা মূলত একধরনের মানসিক অক্ষমতা। এই কয়টা দিনে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কাজে লাগান। দেখুনই না কী হয়!

১. 'আনকমন প্রশ্ন' বলে কিছু নেই। পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন না এলে বানিয়ে লিখে দিয়ে আসতে হবে, বানাতে না পারলে কল্পনায় আনতে হবে, কল্পনায় না এলে জোর করে কল্পনা করতে হবে। আপনি উত্তর করছেন না, এটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো, কেউ না কেউ সেটা উত্তর করছে।

২. শূন্য দশমিক ৫ মার্কসও ছেড়ে আসা যাবে না। যে করেই হোক, 'ফুল আনসার' করে আসতে হবে।

৩. অন্তত তিনটি ডাইজেস্টের শুধু প্রয়োজনীয় অংশগুলো অতি দ্রুত পড়ে নিন। পাণ্ডিত্য নয়, চাকরি চাই।

৪. আপনার আগে কেউ ফাঁকিবাজি করে পার পেয়ে গেছে মানেই যে আপনিও ফাঁকিবাজি করে পার পেয়ে যাবেন, এটা কখনোই ভাববেন না।

৫. আপনার ব্যক্তিগত দুঃখ আর যন্ত্রণা আপনার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কোনো অজুহাত হতে পারে না, অন্তত চারপাশের পৃথিবীটা তা-ই মনে করে। আপনার কষ্টগুলো বড়জোর আপনার দুর্ভাগ্য; কিন্তু আপনার ব্যর্থতাগুলো আপনার ব্যর্থতাই, আর কিছু নয়।

৬. আমি বিশ্বাস করি, ভালো প্রস্তুতি থাকলেই যেমন ভালো পরীক্ষা দেওয়া যায় না, তেমনি খারাপ প্রস্তুতি থাকলেই খারাপ পরীক্ষা দেওয়া যায় না। ফলাফল সব সময়ই চূড়ান্ত ফলাফল বের হওয়ার পর, আগে নয়। এর আগ পর্যন্ত আপনি কিছুতেই কারও চেয়ে কোনো অংশেই কম নন।

৭. এ সময়ে কিছু অভিনব প্রশ্নসমৃদ্ধ 'টাচ অ্যান্ড পাস' টাইপের সাজেশন পাওয়া যায়। এসব থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। নিজের সাজেশনসের ওপর নির্ভর করাই ভালো।

৮. একটা 'নো এক্সকিউজ' জীবন কাটান। আপনি সফল হলে আপনার এক্সকিউজ দেখাতে হবে না। আপনি ব্যর্থ হলে আপনার এক্সকিউজ কেউ শুনবেই না। নিজেকে ক্রমাগত আঘাত করুন, নিজের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন প্রতিটি মুহূর্তেই।

৯. কার কতটুকু পড়া হলো, সে খবর কখনোই নেবেন না। নিজেরটা নিয়ে ভাবুন।

১০. কোন প্রশ্নের উত্তর কত পৃষ্ঠা লিখতে হবে, সেটা নির্ভর করে প্রশ্নটির নম্বর, গুরুত্ব, সময় আর আপনার লেখার দ্রুততার ওপর। সময় সবার জন্যই তো সমান, এটার সঠিক ব্যবস্থাপনাই আসল কথা।

১১. কোনো টপিক একেবারেই না পড়ে গেলে পরীক্ষায় বানিয়ে লেখাটাও সহজ হবে না। সবকিছু একবার হলেও 'টাচ করে' যান।

১২. পড়তে বসলে সামনের কয়েক ঘণ্টায় কী কী পড়বেন, সেটা কাগজে লিখে ফেলুন, এরপর পড়ুন। সামনের কয়েক দিনে কী কী পড়বেন, সেটা নিয়ে কখনোই ভাববেন না।

১৩. পরীক্ষার আগ পর্যন্ত গুনে গুনে ৪ ঘণ্টা ঘুম। কী? হবে না? হবে, হবে। অনেকেই এটা পেরেছে। আপনি পারবেন না কেন?

১৪. প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৫ মার্কসের একটি প্রশ্ন উত্তর করার চেয়ে ৪+৩+৩+৫=১৫ মার্কসের চারটি প্রশ্ন উত্তর করা ভালো।

১৫. ফেসবুকিং ছেড়ে দিন। একদমই! ফোন রিসিভ করুন হিসাব করে।

১৬. বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পড়বেন কম। বাকি চারটা বেশি বেশি পড়ুন।
১৭. বাইরে কোথাও মডেল টেস্ট দেওয়ার দরকার নেই। বাসায় অনেক বেশি সময় দিন।
১৮. বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখেন, এ রকম ২৫-৩০ জনের নাম এবং তাঁদের 'এরিয়া অব ইন্টারেস্ট' ডায়েরিতে লিখে রাখুন। উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় কাজে লাগবে।
১৯. বিভিন্ন কলামিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ইস্যুকে ব্যাখ্যা করে উত্তরের শেষের দিকে আপনার নিজের মতো করে নিজের বিশ্লেষণ দিয়ে উপসংহার টানুন। কোনো মন্তব্য কিংবা নিজস্ব মতামত থাকলে (এবং না থাকলেও) লিখুন।
২০. বেশি বেশি পয়েন্ট দিয়ে প্যারা করে করে লিখবেন। প্রথম আর শেষ প্যারাটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হওয়া চাই।
২১. যা যা পড়ছেন, তার তেমন কিছুই মনে থাকবে না। শতভাগ প্রস্তুতি নিয়ে কারও পক্ষেই লিখিত পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শতভাগ শিখেছি ভেবে তার ৬০ ভাগ ভুলে গিয়ে বাকি ৪০ ভাগকে ঠিকমতো কাজে লাগানোই আর্ট।
২২. যাঁরা প্রথমবার বিসিএস দিচ্ছেন, তাঁদের বলছি। ব্যর্থতার কোনো ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম বলে কিছু নেই। ব্যর্থতা ব্যর্থতাই! নিজেকে অত ক্ষমা করে দিলে জীবন চলে না।
২৩. রাষ্ট্রের কিংবা সরকারের নেতিবাচক কোনো কিছুই পরীক্ষার খাতায় লিখবেন না।
২৪. শর্টকাটে ম্যাথস করবেন না, প্রতিটি স্টেপ বিস্তারিতভাবে দেখাবেন।
২৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, টীকা, শর্ট নোট, সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণ, অনুবাদ, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভালোভাবে পড়ুন।
২৬. সংবিধানের সব অনুচ্ছেদ আমার মুখস্থ ছিল না, অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত অত ভালো জানতাম না, মুখস্থবিদ্যা ছিল না, তবু আমি চাকরি পেয়েছি। তবে আপনি পাবেন না কেন?
যা হওয়ার, তা-ই হবে। আপনার রিজিক অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত করা আছে। আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে সেটা অর্জন করার রাস্তাটাকে অধিক সম্মানিত কিংবা কম সম্মানিত করতে পারেন, আর কিছুই না। নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না, কারণ পৃথিবীতে এই একটি মানুষই শেষ পর্যন্ত আপনার পাশে থেকে যাবে। গুড লাক!
সৌজন্যে > প্রথম আলো

৩৫তম ভাইভা প্রস্তুতি।
স্বপ্নঘরের ওয়েটিং রুমে
----------সুশান্ত পাল দাদা ৩৪তম ভাইভার ১০দিন আগে এটি লিখেছিলেন.....
।
অভিজ্ঞতা বলে, মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার অন্তত ১০০ কৌশল আছে যেগুলোর একটাও কাজ করে না! সিভিল সার্ভিসের অন্দরমহল থেকে আমি আপনাদের স্বপ্নে-দেখা জীবনটাকে বাস্তব করতে কিছু পথ সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছি যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।
১
মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে ইতিবাচক আচরণ, শারীরিক ভাষা, মানসিক পোক্ততা, চিন্তার গভীরতা, ভদ্রস্থ উপস্থিতি, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান, ইংরেজির দক্ষতা, ঠান্ডা মেজাজ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা—এই ব্যাপারগুলো দেখা হয়।
।
২

আপনি কী জানেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আপনার জানা-বোঝা সম্পর্কে আমার ধারণা কী হলো, সেটি। সাধারণত একজন প্রার্থীকে দেখার প্রথম ২০ সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায়, সেটা প্রশ্নের ধরনও ঠিক করে দেয়। এটাকে কাজে লাগান।

।

৩

বিচলতা বা নার্ভাসনেস কাটানোর কিছুটা দায়িত্ব পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিন৷ অনেক সময়ই নার্ভাসনেস ভালো নম্বর পেতে সাহায্য করে।

।

৪

চোখের দৃষ্টি বা আই কন্টাক্ট ঠিক রাখুন৷ বোর্ডের স্যারদের তাৎক্ষণিক মনোভাব জানতে এটা জরুরি।

।

৫

ঢোকার সময় হাসিমুখে সালাম এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় হাসিমুখে ধন্যবাদ ও সালাম দিতে ভুলে যাবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় এবং আপনি বিদায় নেওয়ার সময় আপনার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

।

৬

দুই ধরনের প্রশ্ন থাকে। তথ্যগত বা ইনফরম্যাটিভ এবং নন-ইনফরম্যাটিভ। সাধারণত দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্টাইলের ওপর স্যারদের বেশি দৃষ্টি থাকে।

।

৭

মৌখিক পরীক্ষায় কোনো আলাদা আলাদা নম্বর হয় না; বরং সব মিলিয়ে পারফরম্যান্সের ওপর নম্বর দেওয়া হয়।

।

৮

সিভিল সার্ভিস, আপনার সাবজেক্ট, ক্যাডারের প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখুন৷ আপনি কেন চাকরিটা চাচ্ছেন, সেটার উত্তর তৈরি রাখবেন। ঠিক উত্তর দেওয়ার চেয়েও উত্তর ঠিকভাবে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

।

৯

নিজেকে উৎসাহী শ্রোতা হিসেবে দেখান৷ চেহারায় একটা ভদ্র ভদ্র টাইপের ভাব ফুটিয়ে তুলুন, যাতে আপনাকে বকা দিতেই কষ্ট লাগে।

।

১০

শতভাগ শিখেছি ভেবে তার ৬০ ভাগ ভুলে গিয়ে বাকি ৪০ ভাগকে ঠিকমতো কাজে লাগানোই আর্ট।

।

১১
আপনার পরীক্ষার তারিখের আগের এক সপ্তাহের কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত চোখ রাখুন। সাম্প্রতিক বিষয়, মুক্তিযুদ্ধ, নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখুন।
।
১২
মাঝেমধ্যে টেড টকস্, সিএনএন, আল-জাজিরা, বিটিভির রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদ শুনতে পারেন। ইউটিউবসহ অনেক সাইটে দেওয়া জব ইন্টারভিউগুলো, সাবটাইটেল অন করে আমেরিকান অ্যাক্সেন্টের মুভিগুলো দেখতে পারেন। কোনো বন্ধুর সঙ্গে মাঝেমধ্যে ইংলিশে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারেন। তবে ভুলেও এমন কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে এই কাজটা করবেন না, যে শুধু ভুলই ধরিয়ে দেয়। লোকে ইংরেজি না পারার কারণে যতটা ভুল করে তার চেয়ে বেশি ভুল করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না, এই ভয়ে। যতটুকু সম্ভব কথায় আঞ্চলিকতা পরিহার করুন।
।
১৩
আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁরা যা শুনতে চাচ্ছেন, আপনি সেটা বলতে পারলেন কি না। আপনি কী বললেন, সেটা নয়, আপনি সেই কথাটা কীভাবে বললেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষণ বা ইউফেমিজম শিখুন। নিজের পরিবার, আগের চাকরি, ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট, বাংলাদেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিবাচকভাবে বলার চেষ্টা করুন। কথা বলার সময় হাত-ঘাড়-চোখ দৃষ্টিকটুভাবে নাড়াবেন না।
।
১৪
স্বাভাবিক থাকুন। নিজের মতো থাকুন। যা সঞ্চয় করবেন, তার চেয়ে বেশি কাজে লাগবে যা সঞ্চয়ে আছে। কী জানেন না, সেটা নিয়ে অত ভাববেন না। হয়তো আপনাকে ওটা জিজ্ঞেসই করা হবে না। প্রস্তুতির চেয়ে আপনি কতটা প্রস্তুত সেটা বেশি জরুরি।
।
১৫
মাঝেমধ্যে স্মার্টনেস না দেখানোটাই স্মার্টনেস। বোর্ডে কোনো বিষয় নিয়েই তর্ক করবেন না। বস ইজ অলওয়েজ রাইট। আপনি কোনোভাবেই আপনার বসের চেয়ে স্মার্ট নন।
।
১৬
যাঁরা মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন, তাঁরা সত্যিই অনেক বেশি অভিজ্ঞ আর দক্ষ। তাঁরা খুব ভালো করেই বোঝেন আপনি কী বলছেন, কী লুকাচ্ছেন। চিটিং ইজ অ্যান আর্ট। অ্যা ক্লেভার ম্যান নৌজ হাউ টু চিট, অ্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান নৌজ হাউ টু মেইক আদার্স লেট হিম চিট।
।
১৭
যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মাঝখানে অন্য কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে যিনি প্রথমে প্রশ্ন করেছেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে

পরের প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে।
বুদ্ধিমানেরা তর্ক করেন, প্রতিভাবানেরা এগিয়ে যান। সাফল্য কখনোই ডিজার্ভ করা যায় না, তাঁকে আর্ন করতে হয়। গুড লাক

সুশান্ত পাল দাদার আজকের পোস্ট
যারা ৩৬তম বিসিএস প্রিলি দিয়েছেন, শুধু তাদের জন্য---

.
৩১তম বিসিএস ভাইভার আগেই ৩০তম বিসিএস পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়ে যাওয়ায় আর ৩১তম বিসিএস ভাইভা পরীক্ষা দিতে যাইনি। সে হিসেবে আমাকে ২০১১ সালের মে মাসে ৩১তম বিসিএস প্রিলির পর বিসিএস প্রিলি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আর পড়াশোনা করতে হয়নি। (এবং আমি পড়িওনি। চাকরির পড়াশোনা ভালোবেসে করার মতো কোনো পড়াশোনা নয়। সবাই এটা করে স্রেফ মার্কস তুলে চাকরি পেতে। অবশ্য কিছু কিছু লোক আছেন, যারা বড় বড় ভালোবেসে 'বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম কী?' জাতীয় প্রশ্নও ওয়ালে পোস্ট করে সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করে 'শিওর হয়ে নেন' এবং পরবর্তীতে ছোট ছোট মার্কস পেয়ে ফেল করেন।) বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস এমনই এক চিড়িয়াটাইপের সিলেবাস যা অভ্যাস এবং অনভ্যাস দুটোতেই বিদ্যাহ্রাস পায়। আমার বিদ্যাহ্রাস পেয়েছে, এবং সে দোষ আমার একার নয়; সিস্টেমেরও!
এবারের ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নটি একেবারেই ট্র্যাডিশনাল ধাঁচের প্রশ্ন। বেসিক যেমনই হোক, যারা যত বেশি প্রশ্ন পড়ে গেছে, তাদের পক্ষে এ পরীক্ষায় ফেল করা তত বেশি কঠিন। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল আমার দৃষ্টিতে এযাবতকালের সবচাইতে কঠিন প্রিলি আর রিটেনের 'প্রশ্নওয়ালা' বিসিএস। আমি নিজে ওই বিসিএস দিলে কতটা কী করতাম, সে সম্পর্কে অনেকের মতো আমি নিজেও সন্দিহান।
একটা সিক্রেট বলে দিই। খুব সম্ভবত ৩০তম আর ৩১তম বিসিএস প্রিলির জন্য সবচাইতে বেশি সংখ্যক প্রশ্ন সলভ করেছে, পুরো বাংলাদেশে এরকম ক্যান্ডিডেটদের তালিকা করা হলে আমার নাম ১ম ৫ জনের মধ্যেই থাকার কথা। একথা কেন বললাম? একথার মানে হল, আমি মনে করি, বিসিএস প্রিলিতে পাস করার জন্য ১০টা রেফারেন্স বই পড়ার চাইতে ১ সেট গাইড/ ডাইজেস্ট/ প্রশ্নব্যাংক পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। বিসিএস পরীক্ষা জ্ঞানী হওয়ার পরীক্ষা নয়, মার্কস পাওয়ার পরীক্ষা।
একটা কথা বলে নেয়া ভাল। আমি সাধারণ জ্ঞানে অতি দুর্বল ধরণের ক্যান্ডিডেট ছিলাম। কীভাবে সেটা কাজ চালানোর মতো করে আয়ত্তে এনেছি, সেকথা অন্য নোটে লিখেছি বলে এখানে আর লিখছি না। বাকি ৪টা বিষয় আমি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ভালোভাবে পারতাম। আমি সবসময়ই বোঝার চেষ্টা করেছি, অন্যরা যেভাবে পড়ে, সেটাতে সমস্যাটা কোথায়। যে পথে গেলে পড়া কমে, সে পথে যাওয়ার সুবিধে হল এই, (যদি বেশি নাও করেন) আপনি অন্যদের সমান সময়ই পরিশ্রম করবেন, কিন্তু অন্যরা যে সময়ে একটা অপ্রয়োজনীয় কিংবা কম প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে, সে সময়ে আপনি একটা প্রয়োজনীয় জিনিসকে দুইবার রিভিশন দিয়ে দিতে পারবেন কিংবা আগে পড়া একটা প্রয়োজনীয় জিনিস এবং পড়া হয়নি এরকম একটা প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে ফেলতে পারবেন। হিসেব করে দেখুন, অন্যদের তুলনায় আপনার কাজের/ প্রয়োজনীয় পড়া হচ্ছে অন্তত দ্বিগুণ!
২০১১ সালের মে মাসের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিসিএস প্রিলি নিয়ে আমাকে আর কিছু করতে হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রিলির পড়ার স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। গত শুক্রবার রুয়েটে ক্যারিয়ার আড্ডা ছিল। সারাদিন রুয়েটের

অডিটোরিয়ামে কথা বলার পর সেদিন রাতের গাড়িতেই ঢাকায় আসি। গতকাল সারাদিন চাকরির কিছু কাজে দৌড়ের উপর ছিলাম। আবার সারারাত জার্নি করে সকালে সাতক্ষীরায় পৌঁছেই ৯টার মধ্যেই অফিসে ঢুকি। আজকে সন্ধ্যায় একটু ফ্রি হয়ে ৩৬তম প্রিলিতে 'কাট মার্কস' কত হতে পারে, এ সংক্রান্ত পোস্ট দেয়ার অনুরোধ/ আবদার রক্ষার্থে একটা প্রশ্ন ডাউনলোড করে পরীক্ষা দিতে বসে গেলাম। যেহেতু আমি বৃত্ত ভরাট করছি না, খাতায় অন্যান্য কিছুও পূরণ করতে হচ্ছে না, পরীক্ষার হলের 'রহস্যময় টেনশন'টুকুও নিতে হচ্ছে না, সেহেতু ৫০ মিনিটের মধ্যেই পুরো প্রশ্ন সলভ করার নিয়তে হাতঘড়ি আর ক্যালকুলেটর ড্রয়ারে রেখে দেয়ালঘড়ি দেখে পরীক্ষা দিলাম। জেনে দাগালাম ১৫৪টি। এরপর ইন্টারনেট আর বিভিন্ন অনলাইন ফোরাম ঘাঁটাঘাঁটি করে সেগুলি চেক করে দেখলাম, ৫টি ভুল হয়েছে। মানে, আমি পেলাম ১৪৬.৫। ধরে নিচ্ছি, সত্যি সত্যি পরীক্ষা দিলে কনফিউশন আছে, কিন্তু পরীক্ষার হলে শেষপর্যন্ত ছাড়তে ইচ্ছে করে না এরকম আরও ১০টি বেশি দাগিয়ে ফেলতাম। ওগুলির মধ্যে ভুল হতো ৭টি, মানে ১৬৪টি দাগিয়ে ভুল করতাম ১২টি, মার্কস পেতাম ১৪৬। আমি যদি মোট ২০০ নম্বরকে এভাবে করে ভাগ করি : বাংলা (৩৫) + ইংরেজি (৩৫) + গণিত ও মানসিক দক্ষতা (৩০) + সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (৩০) + সাধারণ জ্ঞান (৫৫) + অন্যান্য (১৫), তবে হয়তোবা আমার মার্কস আসত এরকম : বাংলা (২৮) + ইংরেজি (৩২) + গণিত ও মানসিক দক্ষতা (২৯) + সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (২৪) + সাধারণ জ্ঞান (২২) + অন্যান্য (১১)। এর পুরো কৃতিত্ব কিন্তু ৩৬তম বিসিএস প্রিলির সহজ প্রশ্নের। বিসিএসটা ৩৫তম হলে ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারত।

প্রশ্ন নিয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ লিখছি :

এক। প্রশ্নটি অবশ্যই অতি গতানুগতিক। এ প্রশ্নে পাস করার জন্য মেধাবী হওয়ার কোনো দরকার নেই। গাইড বই/ জব সল্যুশন/ প্রশ্নব্যাংক/ ডাইজেস্ট/ মডেলটেস্ট গাইড ইত্যাদি ভালোভাবে পড়া থাকলেই যথেষ্ট।

দুই। এই প্রশ্নে কনফিউজিং/ ভুল প্রশ্ন কম ছিল।

তিন। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী অংশটা একটু কঠিন ছিল মনে হয়।

চার। কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথা বলি :

১. বর্তমানে NAM এর সদস্যসংখ্যা- এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

২. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে- এই প্রশ্নটি কনফিউজিং।

৩. LinkedIn এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? এই প্রশ্নটির ৪টি অপশন খেয়াল করলে মনে হয়, PSC এই প্রশ্নটি দিয়েছে, যাতে সবাইই ওটিতে ১ নম্বর করে পেয়ে যায়!

৪. যদি (25)^(2x+3) = 5^(3x+6) হয়, তবে x= কত? এই অংকটির ৪টি অপশন থেকে x এর মান প্রদত্ত সমীকরণে বসিয়ে সলভ করলে গতানুগতিকের ৫ ভাগের ১ ভাগ সময় লাগার কথা। x^2+y^2 = 185, x-y = 3 এর একটি সমাধান হল- এই অংকটির বেলায়ও আগের কথাটি প্রযোজ্য। ২ এর কত শতাংশ ৮ হবে? ..... এটিও!

৫. ১৫.৬০২৫ এর বর্গমূল = ? এই প্রশ্নটি দেয়াই হয়েছে যাতে কেউ কেউ বোকার মতো এটি করার জন্য সময় নষ্ট করে। কী দরকার ভাই? ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার সবচাইতে সহজ প্রশ্ন, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সরকারের বড় অর্জন কোনটি? এটিতেও তো ১ নম্বরই ছিল! অথচ সহজ টেকনিক জানা না থাকলে ওই বর্গমূল নির্ণয় করে একই ১ নম্বর পেতে অন্তত ২০ গুণ বেশি সময় লাগবে! কঠিন প্রশ্নে নম্বর কিন্তু সেই ১-ই!

৬. দুটি সমান্তরাল রেখা ক'টি বিন্দুতে ছেদ করে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। সঠিক বানান কোনটি? এটিও একই!

৭. Credit Tk 5000 _ my account. এই প্রশ্নটি যারা মোবাইলে ব্যাংকের মেসেজগুলি চেক করেন, তাদের পারতে ১

সেকেন্ডও লাগার কথা না।

৮. Verb of 'Number' is- এই প্রশ্নের উত্তর ২টি; number ও enumerate দুটিই হয়। মানে, এই প্রশ্নটিও কনফিউজিং।

৯. 'Gitanjali' of Rabindranath Tagore was translated by- এই প্রশ্নেরও উত্তর নেই, তবে PSC এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে নেয় W.B. Yeats অপশনটিকে। আচ্ছা, নেবেই কে বলল? নাও তো নিতে পারে! ইয়েটস্ তো বাংলা জানতেনই না! তাহলে গীতাঞ্জলি অনুবাদ করলেনটা কীভাবে? ..... অতো কথায় কাজ নেই। সংক্ষেপে বললে, এটিও একটা কনফিউজিং প্রশ্ন।

ভাল বুদ্ধি হল এই, কনফিউজিং প্রশ্নের উত্তর করারই দরকার নেই! ভুল প্রশ্নের কথা বলছেন? আচ্ছা, ভুল প্রশ্নের উত্তর করলেও যা, না করলেও তা। ওগুলিতে সবাইকেই অ্যাভারেজ মার্কস দিয়ে দেয়।

পাঁচ। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার কঠিন প্রশ্ন দিয়ে PSC ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার ক্যান্ডিডেটদেরকে এই ইঙ্গিত দিয়েছিল, "বেসিক শক্ত করতে প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা কর, নাহলে প্রিলিতে ফেল করবে! শুধু বাজারের বই পড়ে বেশি লাভ নেই।" ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার সহজ প্রশ্ন দিয়ে PSC ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার ক্যান্ডিডেটদেরকে এই ইঙ্গিত দিয়েছে, "বেসিক শক্ত করতে প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা কর, নাহলে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা একটা 'গ্যাপ' দিয়ে 'ফিরে এলে' প্রিলিতে ফেল করবে! তবে বাজারের বই না পড়েও বেশি লাভ নেই।"

পরশু থেকে শুরু করে এই নোট লেখার সময় পর্যন্ত '৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার কাট মার্কস কত হতে পারে' জাতীয় ইনবক্স মেসেজ আর ফোন পেয়েছি অন্তত ১৫০০+। যারা যোগাযোগ করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 'ভাল, মাঝারি, খারাপ' ৩ ধরণেরই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে পাস-করা ক্যান্ডিডেট। ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে সাইলেন্টলি এ সংক্রান্ত কিছু পড়াশোনা করে কিছু বিষয় আমার মাথায় এসেছে।

এক। সহজ প্রশ্ন, তাই এখানে ০.৫ নম্বরও অনেককিছু!

দুই। প্রশ্ন সহজ, অতএব ঝটপট সব দাগিয়ে ফেলি খুশিতে! --- এই খুশির ঠ্যালায় আর স্নায়ুর চাপে অনেকেই অনেক প্রশ্নের উত্তর ভুল দাগিয়েছেন।

তিন। PSC যদি ১০ হাজার ক্যান্ডিডেটকে রিটেন দেয়ার সুযোগ দেয়, তবে কাট মার্কস হবে ১০৫-১০৯।

PSC যদি ১২-১৫ হাজার ক্যান্ডিডেটকে রিটেন দেয়ার সুযোগ দেয়, তবে কাট মার্কস হবে ৯৯-১০২।

PSC যদি ২০-২২ হাজার ক্যান্ডিডেটকে রিটেন দেয়ার সুযোগ দেয়, তবে কাট মার্কস হবে ৯১-৯৮।

এখন কিছু কথা বলে এই লেখাটি শেষ করছি।

এক। PSC এবার মোট কতজনকে রিটেন দেয়ার সুযোগ দেবে, সেটা তো আমরা কেউই জানি না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এবারের কাট মার্কস হবে ৯৩-১০০ এর মধ্যে।

দুই। জানা জিনিস ভুল শুধু আপনি একাই দাগাননি, যে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হবে, সেও দাগিয়েছে। তাই এটা নিয়ে এত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।

তিন। বিশাল বিশাল মার্কস পাবে দাবিকরা বিশাল বিশাল পণ্ডিতদের বেশিরভাগই বিশাল বিশাল ফেল করে আমাদের সবাইকে বিশাল বিশাল বিনোদন দেবে। রেজাল্টটা বের হতে দিন আর দেখুন কী হয়! Just wait & see!!

চার। প্রিলির রেজাল্ট বের হওয়ার পর রিটেনের প্রিপারেশন নেয়ার জন্য সময় বেশি পাবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, কেউ যদি সঠিকভাবে রিটেনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করে, তবে উনার মেধাতালিকায় ১ম ১০ জনের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ৯৫%। বাকি ৫% ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। ভাগ্য বিশ্বাস করেন না? ঠিক আছে, আপনি অন্তত ১বার

প্রস্তুতি নিয়ে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে দেখুন!
রিটেনের পড়াশোনা কীভাবে শুরু করা যায়, এ নিয়ে পরে লিখব। (আগ্রহীরা রিটেনের প্রস্তুতিকৌশল নিয়ে আমার ফেসবুক নোটগুলি দেখে নিতে পারেন। রিটেন নিয়ে আমার অন্তত ১৫+টি ফেসবুক নোট আছে।) আপাতত এইটুকুই! ঈশ্বর আপনাদের সবার মঙ্গল করুন।
শুভকামনায়
সুশান্ত পাল
আপনাদের একজন সিনিয়র সহকর্মী